নবম বর্ষ

৮ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

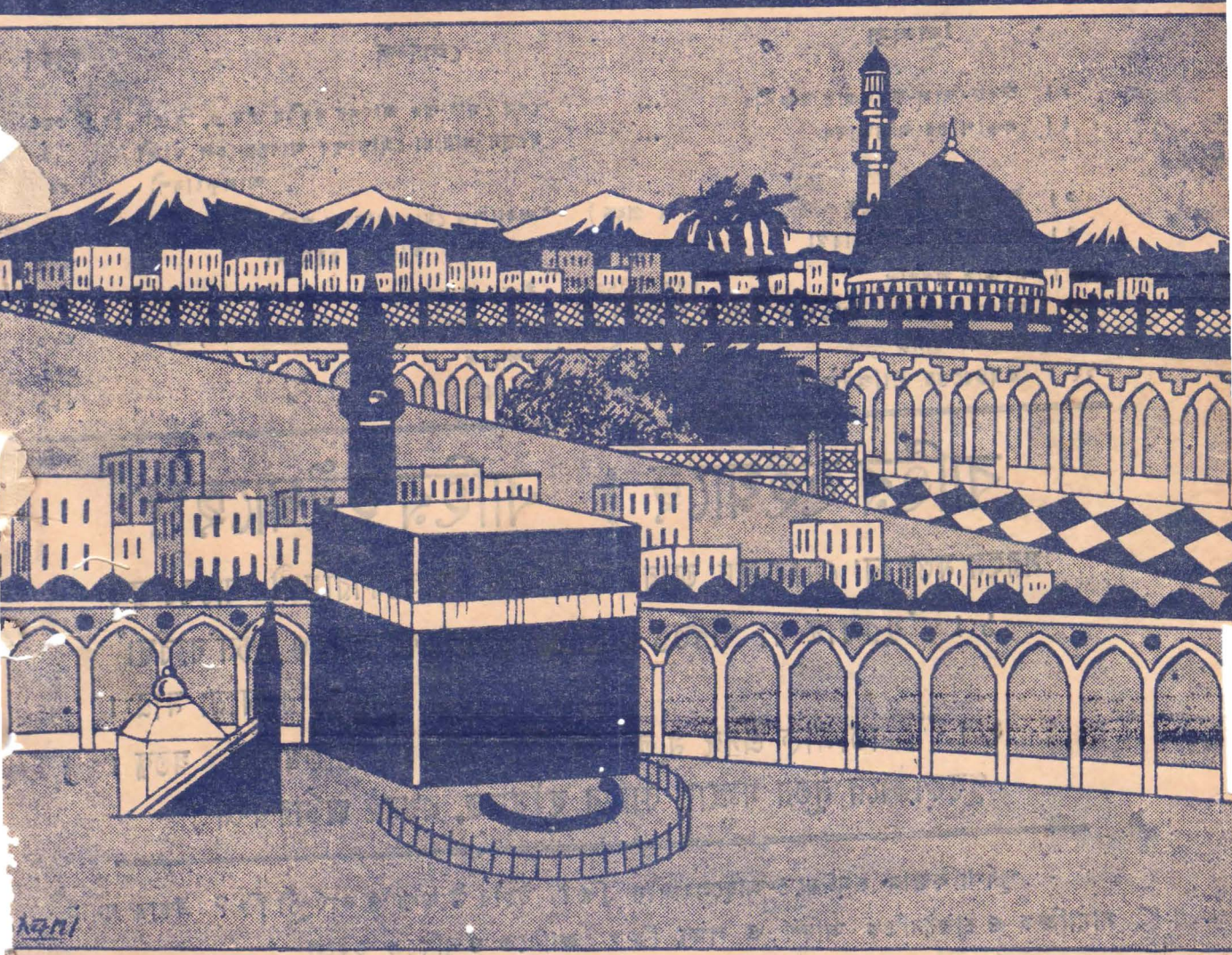

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ।।০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

নবম বর্ষ— অষ্টম সংখ্যা

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ বাং অক্টোবর-নবেম্বর ১৯৬০ ইং

বিষয় সূচী

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১। সূরত-আল্-ফাতিহার তফ্সীর	...	শেখ মোহাম্মদ আবদুর রহীম এম,এ, বি,এল, বি,টি	৩৪৫
২। সভাপতির অভিভাষণ	...	মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী	৩৫৩
৩। ইসলাম সমন্বয় নহে	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক মো: আবদুল গণী এম, এ	৩৬১
৪। মোহাম্মদী জীবনব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুন্তাছির আহমদ রহমানী	৩৬৭
৫। সত্যের অপলাপ	(সমালোচনা)	ইবনে আবদুল্লাহ	৩৭৭
৬। হযরত আল্লামার শাহাদত কাহিনী	(জীবনী)	মূল : মওলানা রাগেব আহছান এম, এ,	৩৮১
১১। সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)	সম্পাদক	৩৮৫
১২। জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	(স্বীকৃতি)	সেক্রেটারী	৩৮৯

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মরহুম মওলানা মোহাম্মাদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বায়তুলমালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা" মূল্য চারি আনা মাত্র।

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পুস্তকাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে, এখনই অর্ডার দিন !

পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে-আহলেহাদীস কি ? ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী কি ? ইহার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য কি ? জানিতে ও বুঝিতে হইলে—

পূর্ব পা.ক জমঈয়তে আহলেহাদীস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র

পাঠ করুন। নূতন সংস্করণ, মূল্য ।৶০ আনা মাত্র।

সদর দফতর : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা—২।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহলেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

নবম বর্ষ | অক্টোবর-নবেম্বর ১৯৮০ খৃস্টাব্দ, জমাদিউল আউওয়াল ১৩৮০ হিঃ, কার্ত্তিক ১৩৬৭ বংগাব্দ | অষ্টম সংখ্যা

প্রকাশ স্থল, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সূরা-আল্-ফাতিহার তফসীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

শেখ মোহাম্মদ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি

(৬৩)

المغضوب عليهم ক্রোধভাজন জাতির এক তাৎপর্য হাদীসে য়াহুদ জাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। য়াহুদ জাতি বলিতে প্রধানতঃ হযরত মূসার (আঃ) উম্মতকে বুঝায়। হাদীসে ক্রোধভাজন জাতির পর্যায়ে তাহাদিগকে কেন উল্লেখ করা হইয়াছে, তর্জুমানুলহাদীসের (৮ম বর্ষ) ৩৩০—৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ক্রোধভাজন হওয়ার ছয়টি কারণ এবং ৩৩৪ ও ৫১১—১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ক্রোধভাজন জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করিয়া নিম্নে তাহার আলোচনা করা হইতেছে।

হযরত মূসার (আঃ) উম্মতের আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত মূসার (আঃ) জীবনী বর্ণনা করা অপরিহার্যবোধে নিম্নে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইল।

ইস্রাঈলীয়দের আদি পিতা হযরত য়া'কুব (আঃ) যখন নিজ পরিবারবর্গসহ মিসরে উপস্থিত হন তখন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরবীয় মূলোদ্ভূত 'আমালিক' জাতি সেখানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে মিসর রাজ্যের সংখ্যা-গরিষ্ঠ অধিবাসী ছিল কিব্‌তী জাতি। য়ুসুফ (আঃ)র ইন্‌তিকালের কয়েক শতাব্দী পরে সংখ্যা গরিষ্ঠ কিব্‌তী জাতি 'আমালিক' রাজা, 'আমালিক' শাসকগোষ্ঠি ও 'আমালিক' জনসাধারণকে মিসর দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মিসরের রাজক্ষমতা হস্তগত করেন। কিব্‌তী শাসকগোষ্ঠী ইসরাঈলীয়দিগকে মিসর হইতে বিতাড়িত না করিয়া তাহাদিগকে তথায় দীনহীনভাবে অবস্থান করিতে দেন। এই কিব্‌তী রাজাগণ ফির্‌আউন উপাধি ধারণ করিয়া রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহা-দের রাজত্বকালে চরম দুর্দিন উপস্থিত হয়। যাবতীয় হীন, ইতর ও কঠোর পরিশ্রম সাপেক্ষ কার্যসমূহ সম্পা-দন করিতে ইসরাঈলীয়দের বাধ্য করা হইত। আল্লাহ তা'আলা ঈসরাঈলীয় জাতিকে কিব্‌তীদের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে ইসরাঈলীয় বংশে মূসা (আঃ)কে (موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب) পয়গম্বরী দান করেন। মূসা (আঃ) সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ কুরআন মজীদে রহিয়াছে।

মূসা (আঃ)র জন্মকালে ইসরাঈলীয় জাতির দুর্দশা ও দুরবস্থার বিবরণ প্রকৃতই হৃদয়বিদারক। তখন মিসরের রাজা ছিলেন কাবুস। (قابوس من مصعب) তিনি বিভিন্ন সূত্রে অবগত হন যে, ইসরাঈলীয় কোন এক ব্যক্তির হস্তে মিসরীয় ফির্‌আউনদের রাজত্বের অবসান ঘটিবে এবং ঐ ব্যক্তি তখনও জন্মগ্রহণ করেনাই—শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করিবে। ফির্‌আউন তখন আদেশ জারী করিলেন, ইসরাঈলীয়দের ঘরে পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে[১]।

কোরআন পাকে বর্ণিত হইয়াছে: ইহা নিশ্চিত যে, ফির্‌আউন দুনিয়াতে ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উহার অধিবাসীদিগকে দলে দলে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল—তাহাদের এক দলকে দুর্বল পাইয়া উহা-দের পুত্র সন্তানদের হত্যা করিত। ان فرعون علا فى الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناء هم (القصص ٥)

ফির্‌আউনের উক্ত আদেশ অনুযায়ী ইসরাঈলীয় মহিলাদের গর্ভ অনুসন্ধানের কার্যে কিব্‌তী ধাত্রীদিগকে নিযুক্ত করা হইল। কোন ইসরাঈলীয় মহিলার গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই ধাত্রীর রিপোর্ট অনুসারে তাহাকে পুলিশ হিফাযতে লওয়া হইত এবং পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে হত্যা করা হইত।

এইভাবে কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইলে ফির্‌আউন ও তাঁহার সভাসদগণের মনে এক চিন্তা দেখা দিল। তাহারা এই আশঙ্কা করিল যে, ইসরাঈলীয় পুরুষশিশুদিগকে যদি বরাবর হত্যা করা হয় তবে পরি-ণামে নীচ ও কঠোর পরিশ্রম-সাপেক্ষ কার্যসমূহ সম্পাদন করিবার জন্য লোকের অভাব অনুভূত হইবে এবং তখন কিব্‌তীদিগকেই ঐ সকল কার্য করিতে হইবে[১]। কাজেই আবার কিব্‌তী জ্যোতির্বিদদিগকে আহ্বান করা হইল এবং সূক্ষ্মভাবে গণনা করিয়া নির্দিষ্ট বৎসরটি বাহির করিবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করা হইল। তাহারা যথাসাধ্য গণনা করিয়াও নির্দিষ্ট বৎসরটি বাহির করিতে পারিলনা। তাহারা এতদূর জানিতে পারিল যে, এই বৎসরে ঐ শিশু ভূমিষ্ঠ হইবেনা, পরের বৎসরে ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। তৃতীয় বৎসরে ভূমিষ্ঠ হইবেনা, চতুর্থ বৎসরে ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। এইভাবে কয়েক বৎসর চলিতে থাকিবে।

তদনুসারে ফিরআউন হুকুম জারী করিলেন যে, একবৎসর ইসরাঈলীয়দের পুত্র-সন্তান-হত্যা বন্ধ থাকিবে এবং একবৎসর ঐ হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকিবে। যে বৎসর হত্যা বন্ধ ছিল সেই বৎসরে হযরত মূসা (আঃ)র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হযরত হারূণ (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পরের বৎসর হযরত মূসা (আঃ)র মাতা আবার গর্ভবতী হন; কিন্তু আল্লাহতা'লার কি অপার মহিমা! তাঁহার মাতার কোন বাহ্যিক গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইলনা। কাজেই কিব্‌তী অনুসন্ধানরতা ধাত্রীগণ কিছুই টের পাইলনা[২]।

(১) তফ্‌সীর কবীর ১ম খণ্ড, ৪১৫, ৪৭৭ পৃঃ; ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪৮৬—৮৭ পৃঃ; তারীখ তাবারী: ১ম খণ্ড, ১৯৯ পৃঃ।

(১) তারীখ তাবারী: ১ম খণ্ড ২০০ পৃঃ।

(২) তারীখ তাবারী ১ম খণ্ড; তফ্‌সীর বাগাভী, সূরা আল্-কাসাস্।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রসবকাল আসন্ন হইলে হযরত মূসা (আঃ)র মাতা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠেন; তখন আল্লাহতা'আলা মাতার অন্তরে বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জ্ঞান দান করেন।

তদনুসারে তিনি একজন সূত্রধর মিস্ত্রী দ্বারা একটি বাক্স তৈয়ার করাইলেন বাক্সটি এমন অপূর্ব কৌশলে নির্মিত হইয়াছিল যে, উহা ভিতর দিক হইতে বন্ধ করা হইত। তারপর তিনি বাক্সটি ঘরে তুলিয়া রাখিলেন।

অনন্তর শিশু মূসা ভূমিষ্ঠ হইলেন। ফিরআউনের কোন লোকই তাহা জানিলনা। মাতা শিশু মূসাকে কয়েক মাস ধরিয়া নিজ স্তন্য পান করাইলেন। কোরআন মজীদে উল্লিখিত হইয়াছে: 'আর আমি মূসার মাতার অন্তরে এই জ্ঞান দান করিলাম 'তুমি তাহাকে স্তন্যপান করাইতে থাক—অনন্তর যখন তুমি তাহার সম্বন্ধে বাস্তব আশঙ্কা দেখিবে তখন তুমি তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিবে'। অন্যত্র বলা হইয়াছে, 'তুমি তাহাকে বাক্সে স্থাপন কর—অতঃপর তাহাকে (বাক্সের মধ্যে রক্ষিত অবস্থায়) নদীতে স্থাপন কর। অনন্তর নদী তাহাকে তীরে তিড়াইবে।'

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ (القصص ٧)

فَاقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ (طٰهٰ ٣٩)

শিশু মূসা মাতার স্তন্যপান করিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতেন। অবশেষে যখন ক্রমশঃ লোক সন্দেহ করিতে লাগিল এবং ফিরআউনের অনুসন্ধানরতা রমনী ও ভ্রাম্যমান অনুসন্ধানকারী লোকজন ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল তখন শিশু মূসাকে লুকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ফলে মাতা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ঐ বাক্সে বন্ধ করিয়া বাক্সটি নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। বাক্স ভাসিতে ভাসিতে ফিরআউনের অন্দর মহলের ঘাটে গিয়া ভিড়িল। ফিরআউন-মহিষী শিশু মূসাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। ফিরআউনের সকল আয়োজন, সকল ব্যবস্থা ব্যর্থ হইল! আল্লাহতা'আলার অভিপ্রায় পূর্ণ হইল।

হযরত মূসা আঃ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও ইসরাঈলীয় জাতির উপর ফিরআউনদের অত্যাচার অবিরাম গতিতে চলিতে থাকিল। শিশু মূসা রাজগৃহে প্রতিপালিত হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। এই সময়ে হযরত মূসা আঃ এক কিবতী যুবককে একটি ঘুসি মারেন এবং তাহার ফলে যুবকটী মারা যায়। এই ব্যাপার জানাজানি হইলে মূসা আঃ প্রাণভয়ে মিসর হইতে পলায়ন করেন। তিনি ক্রমাগত আট দিন পথ চলিয়া ফিরআউনের রাজ্যসীমা অতিক্রম করেন এবং মদ্‌য়ন জাতির রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হন।

মূসা আঃ মদ্‌য়নের রাজ্যে দশ বৎসর (মতান্তরে কুড়ি বৎসর) বাস করেন। তিনি সেখানেই বিবাহ করেন এবং শ্বশুরের অনুমতিক্রমে, মাতা ও ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর পরিবারসহ মিসর অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি পয়গম্বরী লাভ করেন এবং তাঁহার আবেদনের ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হযরত হারুণ আঃ-কে পয়গম্বরী দান করেন। অনন্তর হযরত মূসা আঃ মিসর পৌঁছিয়া মাতা ও ভ্রাতার সহিত মিলিত হন।

তারপর আল্লাহতা'আলার আদেশক্রমে হযরত মূসা আঃ ও হযরত হারুণ আঃ ফির'আউনের দরবারে উপস্থিত হইয়া ঘোষণা করিলেন: ফির'আউন কোনক্রমেই রব্ব হইতে পারেন না। তাঁহার এই দাবী 'আমি তোমাদের মহত্তম রব্ব' একেবারে অমূলক ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মানুষের সৃজনকর্তা যিনি—ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃজন-কর্তা যিনি—তিনিই সকলের রব্ব—তিনি ফিরআউনেরও রব্ব। মূসা আঃ ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, আল্লাহতা'আলা তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতা হারুণকে পয়গম্বরী দান করিয়াছেন। অনন্তর মূসা আঃ তাঁহার দাবীর সমর্থনে ফিরআউনকে দুইটি মু'জিযা (অসাধারণ ব্যাপার) প্রদর্শন করেন। ফির'আউন ঐ অলৌকিক ব্যাপারদ্বয়কে ইন্দ্রজাল ঘোষণা করিয়া বলেন যে, মূসা আঃ কে ফিরআউনের ইন্দ্রজালিকদের সহিত ইন্দ্রজাল ব্যাপারে বুঝিতে হইবে। হযরত মূসা আঃ তাহাতে সম্মত হইলেন। ফিরআউনের আদেশক্রমে রাজ্যের অসংখ্য খ্যাতনামা, সুকৌশলী যাদুকর, মায়াবী, ইন্দ্রজালিক ও তন্ত্র-মন্ত্র-বিশারদ নির্দিষ্ট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিন-ক্ষণে নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইল। হযরত মূসা আঃ ও তাঁহার ভ্রাতাসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। মিসর রাজ ফির্‌আউন,—'মহত্তম রব্ব' হওয়ার দাবীদার ফির্‌আউন এক পক্ষে—দুর্বল, নগন্য জনৈক প্রজা অপর পক্ষে; সমগ্র রাজ্যের খ্যাতনামা যাবতীয় ঐন্দ্রজালিক এক পক্ষে— অষ্ঠু-বাক, তোতলা জনৈক ইসরাঈলীয় অপর পক্ষে। এক অভিনব যুদ্ধ! তামাশা দেখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক তথায় ভিড় জমাইল।

ফির'আউনের যাদুকরগণ প্রথমে যাদু প্রদর্শন করিল। তাহারা দড়ি, লাঠি প্রভৃতি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে তাহা সাপের আকারে সমগ্র মাঠে ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। তখন হযরত মূসা আঃ তাঁহার লাঠিটি নিক্ষেপ করিলে উহা প্রকাণ্ড অজগরে পরিণত হইয়া যাদুকরদের যাদুর যাবতীয় সামগ্রী গিলিয়া খাইল। সত্যের সত্যতা একদফা প্রমাণিত হইল। লক্ষ লক্ষ দর্শকের অন্তরে মূসা আঃর কৃতিত্বের বীজ উপ্ত হইল। যাদুকরগণ ইন্দ্রজাল-যুদ্ধে পরাভূত হইয়া ঘোষণা করিল, 'আমরা হারুন ও মূসার রব্বের প্রতি ঈমান আনিলাম' امنا برب هرون وموسى

ফির্‌আউন স্বীয় ইন্দ্রজালিকদিগকে বিপক্ষদলে যোগদান করিতে দেখিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। তিনি আদেশ করিলেন, ইহাদের হাত, পা কাটিয়া ইহাদের শূল-বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হউক। তাঁহারা ইহাতে কিঞ্চিৎমাত্র বিচলিত না হইয়া সহাস্য বদনে উক্ত দণ্ড বরণ করিলেন[১]।

ইন্দ্রজাল যুদ্ধের পরে হযরত মূসা (আঃ) মিসরে প্রায় কুড়ি বৎসর অবস্থান করেন; এবং নিজ জাতির ও ফির্‌আউনের জাতির লোকদিগকে আল্লাহ রাব্বুল-আলামীন-এর প্রতি ঈমান আনিবার জন্য আহ্বান জানাইতে থাকেন।

ফির্‌আউনের এবং ফির্‌আউন গোষ্ঠীর শাস্তির ভয়ে প্রবীন, বয়োবৃদ্ধ ইসরাঈলীয়গণ প্রকাশ্যে ঈমান আনিতে পারিলেননা। কেবলমাত্র তরুণ যুবক ইসরাঈলীয়গণ হযরত মূসা (আঃ)র উপর ঈমান আনিল[২]।

১) সূরা আল্-আরাফ ও সূরা তাহা।
২) তফসীর কবীর ৪র্থ খণ্ড ৪১২।
৩) সূরা য়ূনুস ৮৩।

ফির্‌আউন ও ফির্‌আউন গোষ্ঠী মুমিনদিগকে নানাপ্রকার শাস্তির দ্বারা জর্জরিত করিতে থাকিলেন। মুমিনগণ সকল অত্যাচার অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সহ্য করিয়া চলিলেন। অনন্তর ফির্‌আউন গোষ্ঠীর প্রতি আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে শাস্তি আসিতে লাগিল[৪]।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি ফিরআউনগোষ্ঠিকে শস্য-হানি ও ফলের স্বল্পতা দ্বারা শাস্তি দিলাম: (সূরা আল্ আ'রাফ ১৩০)। তারপর আমি বিরতির পরে পরে তাহাদের প্রতি বন্যা, পঙ্গপাল, গুঁয়াপোকা ভেক ও রক্ত পাঠাইয়া শাস্তি দিলাম (সূরা আল্-আ'রাফ ১৩৩)।

যখনই তাহাদের উপর বিপদ আসিত তাহারা বলিত, "হে মূসা, আপনার রব্বের সহিত আপনার যেঘনিষ্টতা রহিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া আপনি তাঁহাকে ডাক দিন—আপনি যদি আমাদের উপর হইতে এই বিপদটি দূর করিয়া দেন তবে আমরা আপনার উপর নিশ্চয় ঈমান আনিব এবং ইসরাঈলীয়দিগকে আপনার অধিকারে ছাড়িয়া দিব। অনন্তর আমি যখন তাহাদের উপর হইতে প্রত্যেকটি বিপদ এক এক করিয়া দূর করিলাম, তাহারা প্রত্যেক বারেই তাহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল (সূরা আল্-আ'রাফ ১৩৪—১৩৫)।

শাস্তিগুলির স্বরূপ এই প্রকার ছিল[৫]:—

১। উপর্যুপরি কয়েক বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টিহেতু মাঠ-অঞ্চলে শস্যহানি ও বসতি অঞ্চলে ফলহানি ঘটিল। ফলে ফির্‌আউনের লোকদিগকে দীর্ঘকাল যাবৎ অর্ধাহারে অনাহারে কাটাইতে হইল। পরে যথারীতি বৃষ্টি হইলে তাহারা বলিতে লাগিল, "বুলক্ষণ, লক্ষীছাড়া মূসার কুলক্ষণের কারণেই এইসব দুর্গতি" (সূরা আল-আ'রাফ ১৩১)। আপনি আমাদের উপর যত ইচ্ছা যাদু চালাইতে থাকুন; আমরা আপনার প্রতি কিছুতেই ঈমান আনিবার পাত্র নই।

২। সপ্তাহব্যাপী অবিরাম প্রবল বৃষ্টি বর্ষণহেতু সমগ্র মিসর রাজ্য প্লাবিত হইয়া যখন সমুদ্রের আকার ধারণ করিল এবং ফিরআউন গোষ্ঠি ডুবিয়া মরিবার উপক্রম হইল তখন তাহারা হযরত মূসা (আঃ)র শরণাপন্ন

৪) সূর আল-আরাফ ১৫ রুকূ।
৫) তফসীর কবীর ৪র্থ খণ্ড ৪০৯—১১।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়া বলিল, 'আপনি যদি এই বিপদ হইতে আমাদের প্রাণ রক্ষা করেন তবে আমরা আপনার প্রতি নিশ্চয় ঈমান আনিব এবং ইসরাঈলীয়দিগকে মুক্ত করিয়া দিব'। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাইলেন বৃষ্টি বন্ধ হইল এবং শুষ্ক বায়ু অনবরত প্রবাহিত হইয়া মাটি শুষ্ক করিল। বন্যার কারণে পলি পড়ার ফলে ঐ বৎসর প্রচুর শস্যলাভ হইল তখন ফির'আউনের লোকেরা বলিতে লাগিল, "ঐ বন্যা প্রকৃত পক্ষে আমাদের জন্য মঙ্গলময় ছিল। আমরা না বুঝিয়া অনর্থক ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। মূসার প্রতি ঈমান আনার কোনই হেতু আমরা দেখিনা"।

৩। আবার কিছুকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দে অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনীয়দিগের প্রতি পঙ্গপালের উৎপাত পাঠাইলেন। অসংখ্য পঙ্গপালের অগণিত দল মিসরের আকাশ ও ক্ষেত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং শাক-সব্জী শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া উহা নিঃশেষ করিতে লাগিল। আবার তাহারা হযরত মূসা (আঃ)র সহিত অনুরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার রব্বের দরবারে দো'আ করিতে বলিল। হযরত মূসা (আঃ)র দো'আর ফলে প্রবল বায়ু আসিয়া সমস্ত পঙ্গপাল উড়াইয়া লইয়া গিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। পঙ্গপালের আহারের পর অবশিষ্ট শস্যাদি তাহাদের আহারের জন্য যথেষ্ট হওয়ায় তাহারা হযরত মূসা (আঃ)র প্রতি ঈমান আনা সঙ্গত মনে করিলনা।

৪। আবার কিছুকাল সুখে-স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইল। এইবারে আল্লাহতা'আলা ফির'আউনীয়দিগকে শুঁয়াপোকা দ্বারা শাস্তি দিলেন। একসপ্তাহ ধরিয়া মিসরে শুঁয়াপোকার রাজত্ব কায়েম হইল। মাঠে ঘাটে ঘরে বাইরে সর্বত্রই অসংখ্য শুঁয়াপোকা জীবিত গাছের শাখা প্রশাখা খাইতে থাকিল। পূর্বের ন্যায় আবার তাহাদের প্রতিজ্ঞা এবং হযরত মূসা (আঃ)র প্রার্থনা হইল। আল্লাহতা'আলা গরম বায়ু পাঠাইলেন। সমস্ত শুঁয়াপোকা মরিয়া শুকাইয়া গেল। তারপর বায়ু তাহা উড়াইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল কিন্তু কোন ফির'আউনীয় ঈমান আনিলনা।

৫। আবার বিপদ আসিল প্রকাণ্ড আকারের অসংখ্য ভেক সমুদ্র হইতে বাহির হইয়া সারা মিশর দেশ ছাইয়া ফেলিল। ভেকের উপদ্রবে আহার নিদ্রা বন্ধ হইল। খাদ্যপাত্রের ভিতরে ভেক, কাপড়ে ভেক, বিছানায় ভেক। পথ চলিলে ভেকের লাথি, শুইতে গেলে ভেকের লাথি, খাইতে বসিলে প্লেটের উপর ভেকের দাপাদাপি। ফির'আউনীয়দের জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিল। এইবার তাহারা হযরত মূসা (আঃ)র নিকট কঠিন কঠিন শপথ করিয়া ঈমান আনার প্রতিজ্ঞা করিল। তাঁহার দু'আর ফলে সমস্ত ভেককে আল্লাহ তা'আলা মারিয়া ফেলিলেন এবং তারপরে প্রবল বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া মৃত ভেকগুলিকে ভাসাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। এবারেও ফির্ আউনীয়গণ তাহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল।

৬। আবার কিছুকাল ফির'আউনীয়গণ সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করে। এবারে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর রক্তের 'আযাব' পাঠান। ফির'আউনীয়দের নদী-নালা, হাউয্ কূপ সবই রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহাদের একফোটা পানি পাইবার কোন উপায় রহিলনা। পক্ষান্তরে ইসরাঈলীয়দের বসতির নদী-নালা পেয় পানিতে পরিপূর্ণ রহিল। পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া কোন ফির'আউনীয় যদি কোন ইসরাঈলীয়ের নিকট হইতে এক বাটি পানি লইত তবে উহা তাহার হাতে লওয়া মাত্র রক্তে পরিণত হইত। ফলে ফির'আউনীয় ব্যক্তির অনুরোধে ইসরাঈলীয় কোন লোক যদি নিজ মুখের মধ্যে পানি লইয়া উহা ফির'আউনীয় লোকের মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করিত তবে ঐ পানি তাহার মুখে গিয়া রক্তে পরিণত হইত। তাহারা আবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া হযরত মূসা (আঃ)কে দু'আ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তাঁহার দু'আর ফলে ফির'আউনীয়গণ ঐ শাস্তি হইতে নাজাত পায়, কিন্তু কোন ফির্'আউনীয় ঈমান আনিলনা। ইহার পরে আল্লাহতা'আলা তাহাদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করেন।

অতঃপর হযরত মূসা আঃ ফির্আউন সকাশে দাবী জানাইলেন যে, ইসরাঈলীয় লোকদিগকে তাহা-

www.ahlehadeethbd.org

দের কার্য সম্পর্কে স্বাধীনতা দেওয়া হউক। ফির্'আউন সে দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন। তারপর হযরত মূসা আঃ একটি পর্ব অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে ইসরাঈলীয় যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোককে একরাত্রি ছুটি দিবার জন্য ফির্'আউনের নিকট প্রস্তাব করিলেন। ফির্'আউন উহা মনজুর করিলেন।

হযরত মূসা আঃ ইসরাঈলীয়দিগকে সঙ্গে লইয়া রাত্রির অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশ বৎসর বয়স্ক হইতে ষাট বৎসর বয়স্ক লোকের সংখ্যাই ছিল প্রায় ছয়লক্ষ। ভোরের দিকে ফির্'আউন জানিতে পারিলেন যে, হযরত মূসা আঃ ইসরাঈলীয়দিগকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তখন ফির্'আউনের আদেশে প্রধান উযীর 'হামান' ইসরাঈলীয়দিগকে গ্রেফ্তার করিবার উদ্দেশ্যে সতেরো লক্ষ সৈন্যসহ বাহির হইলেন। ফির্'আউন রাগে ও ক্ষোভে এত অস্থির ও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি শান্তভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলেননা; বরং নিজেও সৈন্যদের সঙ্গে যাত্রা করিলেন।

কিছুবেলা হইলে ফির্'আউনের সৈন্যদল দেখিতে পাইল যে, ইসরাঈলীয় দল সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া বিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের অগ্রসর হইবার কোনই উপায়নাই। ইহাতে ফির্'আউন ও তাঁহার দলের সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং ইসরাঈলীয়দিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য অধীর আগ্রহে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইসরাঈলীয়দল শত্রুসৈন্যদলকে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া উঠিল। তাহারা হযরত মূসা আঃকে বলিতে লাগিল 'এই তো আমরা ধরা পড়িলাম। এইবারে ফির্'আউনীরা আমাদের দুর্গতি দুর্দশার সীমা রাখিবেনা—এইবারে তাহারা আমাদেরে প্রাণান্ত করিয়া ছাড়িবে'। তখন হযরত মূসা আঃ তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, উহা كلا ان معى ربى سيهدين কিছুতেই হইবেনা; (الشعراء ٦٢) আমার সঙ্গে আছেন আমার রব্ব; তিনি অতিসত্বর আমাকে পথ বাৎলাইয়া দিবেন।

ফির্'আউনের সৈন্যদল যখন ইসরাঈলীয়দের নিকটবর্তী হইয়া আসিল তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুমে হযরত মূসা আঃ তাঁহার লাঠি দিয়া সমুদ্রের উপরিভাগে আঘাত করিলেন। সমুদ্রের পানি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুই পার্শ্বে উচ্চ পর্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল এবং মধ্যে ১২টি সুপ্রশস্ত রাস্তা উন্মুক্ত হইল[১]। ১২ দল ইসরাঈলীয় ঐ বারোটি রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

ফির্'আউনের আদেশক্রমে তাঁহার সৈন্যদল সমুদ্রগর্ভে ইসরাঈলীয়দের পশ্চাদ্ধাবন করিল। অবশেষে যখন ইসরাঈলীয়দের সর্বপশ্চাতে অবস্থিত লোকটি সমুদ্র তীরে উঠিল এবং ফির্'আউন-সৈন্যদলের সর্বপশ্চাতে অবস্থিত লোকটি সমুদ্র-গর্ভের রাস্তায় প্রবেশ করিল তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুমে উভয়পার্শ্বের পানি পুনরায় মিলিত হইয়া 'ফির্'আউন'কে, 'হামান'কে এবং তাহাদের সকল সৈন্যকে ডুবাইয়া মারিল। এইভাবে আল্লাহ-তা'আলা হযরত মূসা আঃএর মারফতে ইসরাঈলীয়দিগকে চরম দুর্দশা ও দুর্গতি হইতে উদ্ধার করেন। এই উদ্ধার প্রাপ্ত ইসরাঈলীয়গণই য়াহুদ জাতি বলিয়া পরিচিত।

য়াহুদ জাতির দুষ্কৃতির তালিকা

(ক) হযরত মূসা আঃএর জীবিত কালে।

য়াহুদ জাতি ফির্আউন গোষ্ঠির কবল হইতে নাজাত পাইয়া সমুদ্রতীরে দুষ্টামি আরম্ভ করিল। তাহারা তাহাদের ত্রাণকর্তার কথা অবিশ্বাস করিতে লাগিল এবং তাঁহার আদেশ নির্দেশ অমান্য করতঃ তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হইতেছে:

১। হযরত মূসা আঃ ইসরাঈলীয়দিগকে প্রফুল্লিত করিবার মানসে যখন তাহাদিগকে জানাইলেন যে, ফির্'আউন নিমজ্জিত হইয়া ইহলীলা সংবরণ করিয়াছে, তখন তাহারা শত্রুপক্ষকে স্বচক্ষে সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়াও প্রফুল্ল হওয়া দূরের কথা, হযরত মূসা আঃএর উক্তিটি বিশ্বাসই করিলনা। তাহারা বলিতে লাগিল, "ফির্'আউন ডুবিয়া মরেনাই—ফির্'আউন ডুবিতেই পারে না—ফির্'আউন মরিতে পারেনা"। অনন্যোপায় হইয়া হযরত মূসা আঃ আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা

(১) সূরা আস্-শু'আরা:—৬৩ আয়াত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জানাইলেন, ইসরাঈলীয়দিগকে ফির'আউনের লাশ দেখান হউক। আল্লাহতা'আলা ফির'আউনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, আজ আমি তোমাকে—শুধু তোমার শরীরকে, —সমুদ্রতীরে উচ্চভূমিতে নিক্ষেপ করিব; যাহাতে তুমি তোমার পশ্চাদ্বর্তী লোকদের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক।

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايـة (يونس ٩٢)

অনন্তর আল্লাহতা'আলা ফির'আউনের লাশ সমুদ্র হইতে বাহির করিয়া সমুদ্রতীরে নিক্ষেপ করিলেন। ইসরাঈলীয়দের সন্দেহ দূর হইল কিনা কে বলিতে পারে?

২। সমুদ্রতীরে উঠিবার পরে জনপদে প্রবেশ করিয়া ইসরাঈলীয়গণ মূর্তিপূজার জন্য হযরত মূসা (আঃ)র নিকট আবেদন করিয়া বসিল। হযরত মূসা (আঃ) তখন মূর্তিপূজার কু-পরিণাম বর্ণনা করতঃ তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া মূর্তিপূজার আবদার হইতে কোন প্রকারে ক্ষান্ত করেন।

আল্লাহতা'আলা বলেন; আমি ইসরাঈলীয়দিগকে সমুদ্রটি অতিক্রম করাইলাম। অনন্তর তাহারা এমন একদল লোকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল যাহারা তাহাদের মূর্তিগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিত। তাহারা বলিল, "হে মূসা, ইহাদের যেমন মা'বুদ রহিয়াছে আমাদের জন্য ঐ রকম মা'বুদ তৈয়ার করিয়া দিন"। মূসা আঃ বলিলেন, "তোমরা প্রকৃত অজ্ঞ—মূর্খ। ইহাদের মূর্তিপূজা ধ্বংসনীয় এবং ইহাদের কার্য ব্যর্থ ও বিফল"। তিনি আরও বলিলেন, "যে আল্লাহ তোমাদিগকে পৃথিবীবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য দান করিয়াছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে আমি তোমাদের জন্য মা'বুদ ধরিব, এ বড়ই আশ্চর্যের কথা[১]"। যাহা হউক, হযরত মূসা আঃ তখনকার মত তাহাদিগকে কোনপ্রকারে মূর্তিপূজা হইতে রক্ষা করিলেন।

যে মূর্তিপূজা আল্লাহতা'আলার গযবের অন্যতম কারণ, ফির'আউনের কবল হইতে নাজাত পাইতে না পাইতেই ইয়াহুদ জাতি সেই মূর্তিপূজার প্রস্তাব করিয়া বসিল!

১) সূরা আল-আ'রাফ ১৩৮—১৪০ আয়ত।

৩। হযরত মূসা আঃ মিসরে অবস্থানকালে ইসরাঈলীয়দিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, আল্লাহতা'আলা যখন তাহাদের শত্রুদিগকে ধ্বংস করিবেন তখন তিনি আল্লাহতা'আলার নিকট হইতে তাহাদের জন্য একটি গ্রন্থ লইয়া আসিবেন। ইসরাঈলীয়দের যাবতীয় করণীয় ও পরিত্যাজ্য বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকিবে। অনন্তর ফির'আউনীয়দের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার পরেই ইসরাঈলীয়গণ প্রতিশ্রুত গ্রন্থটির জন্য হযরত মূসা আঃকে অনুরোধ জানাইল[১]।

হযরত মূসা আঃ একদিন আল্লাহতা'আলার নির্দেশ পাইয়া ইসরাঈলীয়দিগকে জানাইলেন যে, ঐ দিন হইতে ৪০ দিন পরে আল্লাহতা'আলা তাঁহাকে ঐ গ্রন্থটি দিবেন। তারপর তিনি নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হযরত হারূণ আঃ-এর প্রতি ইসরাঈলীয়দের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়া গ্রন্থটি আনিবার জন্য আল্লাহতা'আলার নির্দেশিত পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হইলেন এবং দ্রুত পথ চলিয়া নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তথায় পৌঁছিলেন।

যে সকল ইসরাঈলীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক ফির'আউনীয়দের দাস-দাসীরূপে কার্য করিত তাহারা ইসরাঈলীয়দের বাৎসরিক ঈদ-উৎসবে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কর্ত্রীর অলঙ্কারাদি একদিনের জন্য ধার লইত এবং কর্ত্রী তাহা ধারও দিত। যে রাতে হযরত মূসা আঃ ইসরাঈলীয়দিগকে সঙ্গে লইয়া মিসর ত্যাগ করেন সেই রাত্রের পরবর্তী দিবসটি ইসরাঈলীয়দের ঈদ উৎসবের দিন ছিল। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী রাত্রে বহু ইসরাঈলীয় স্ত্রীলোক কর্তীদিগের নিকট হইতে গৃহীত অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিতা হইয়া ঈদ-সম্মেলনে যোগদান করে। অনন্তর তাহারা ঐ অলঙ্কারাদি সমেত সমুদ্র অতিক্রম করে[২]।

হযরত মূসা আঃ-এর সাময়িক অনুপস্থিতিকালে ইসরাঈলীয়দের কীর্তি

ইসরাঈলীয়দের মধ্যে সামিরী নামক একজন সম্ভ্রান্ত, গণ্য-মান্য লোক ছিল[৩]। হযরত মূসা (আঃ)

১) তঃ কবীর ১ম খণ্ড ৫২১; ৪র্থ খণ্ড ৪১৬—১৭।

২) তঃ কবীর ৪র্থ খণ্ড ৪২৮;

৩) ঐ

www.ahlehadeethbd.org

গ্রন্থ আনিবার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত পর্বতের দিকে রওয়ানা হইবার কয়েক দিন পরে ইসরাঈলীয়গণ সামিরীর নির্দেশ অনুযায়ী ফির্'আউনীয়দের অলঙ্কারাদি একত্রিত করিল। অতঃপর সামিরী উহা আগুনে গলাইয়া উহা দ্বারা একটি গো-বৎস-মূর্তি এইরূপভাবে তৈয়ার করিল যে, উহা হইতে 'হাম্বা হাম্বা' রব বাহির হইল। তখন সামিরী ও সামিরীর দলের ইসরাঈলীয়গণ অপর ইসরাঈলীয়দের বলিতে লাগিল, 'ইহাই তোমাদের রব্ব—মূসার রব্ব; মূসা ভ্রমবশতঃ অন্যত্র গিয়াছেন' (সূরা তাহা, ৮৭—৮৮)। এই বলিয়া তাহারা ঐ গো-বৎস-মূর্তির পূজায় প্রবৃত্ত হইল।

হযরত হারূণ (আঃ) ইসরাঈলীয়দিগকে শির্কে পতিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হন। তিনি গো-বৎস-মূর্তি পূজারীদিগকে নানাভাবে বুঝাইয়া গো-বৎস-মূর্তি-পূজা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলনা (সূরা-তাহা ৯০—৯১ সংক্ষেপে)। তখন হযরত হারূণ (আঃ) তাঁহার বারো হাজার অনুসারী সহ গো-বৎস-পূজারী দল হইতে দূরে সরিয়া রহিলেন[১]।

হযরত মূসা (আঃ) যখন গ্রন্থ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন ইসরাঈলীয়গণ গো-বৎস-মূর্তিটিকে ঘিরিয়া নাচিতেছিল এবং দৌড়াদৌড়ি ও শোরগোল করিতেছিল[২]। হযরত মূসা (আঃ) ইসরাঈলীয়দিগকে গো-বৎস-মূর্তি পূজা করিতে দেখিয়া ক্ষোভে ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া হস্তস্থিত তাওরাত-ফলকগুলি মাটিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং হযরত হারূণকে (আঃ) কর্তব্য পালনে শিথিলতা-অপরাধে অভিযুক্ত করিলেন। হযরত হারূণ (আঃ) স্বীয় দোষ স্খালন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন যে, তিনি মূর্তি-পূজারী দলকে মূর্তি-পূজা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন,কিন্তু সংখ্যাধিক্য হেতু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেনাই বরং তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন হযরত মূসা (আঃ) গো-বৎস-মূর্তি পূজারীদিগের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। তাহারা পরিষ্কারভাবে জানাইল যে, ঐ ব্যাপারে তাহাদের কোন হাত ছিলনা। উহার জন্য একমাত্র সামিরীই দায়ী। তখন হযরত মূসা (আঃ) সামিরীকে বলিলেন: 'তোমার কি বলিবার আছে বল'। ما خطبك يسامرى সামিরী কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে অক্ষম হইয়া বলিল: 'আমার নফ্স্ (দুষ্ট মন) ইহা আমার সম্মুখে বাহ্যতঃ كذالك سولت لى نفسى সুন্দররূপে তুলিয়া ধরিয়াছিল'।

অতঃপর হযরত মূসার (আঃ) আদেশে ঐ স্বর্ণ-নির্মিত গো-বৎস-মূর্তিটিকে রেণু,কণায় পরিণত করা হইল এবং তাহা সমুদ্রতীরে বাতাসে উড়াইয়া দেওয়া হইল।

একজন পয়গম্বরের সাময়িক অনুপস্থিতি-কালে এবং অপর একজন পয়গম্বরের উপস্থিতিতে ও তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া য়াহুদ জাতি ৬ লক্ষ লোকের মধ্যে পাঁচ লক্ষ ৮৮ হাজার লোক অর্থাৎ য়াহুদ জাতির শতকরা আটানব্বই জন লোক আল্লাহতা'আলার গযবের অন্যতম কারণ 'শির্ক' পাপে লিপ্ত হইয়াছিল। অতএব হাদীসে য়াহুদ জাতিকে مغضوب عليهم ক্রোধভাজন বলা সঙ্গত ও যথার্থই হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের এই শির্কের প্রায়শ্চিত্ত সত্য সত্যই আল্লাহতা'আলার গযবের রূপ পরিগ্রহ করিয়া নাযিল হইয়াছিল।

৪। য়াহুদ জাতি গো-বৎস মূর্তির পূজা করিয়া পরে তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিল। তখন তাহাদের ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ-তা'আলার নির্দেশ অনুসারে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তাহা এই, 'হে আমার স্বজাতি, তোমরা গো-বৎস-মূর্তিকে (মা'বুদরূপে) গ্রহণ করিয়া নিজেদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছ। অতএব তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং নিজেদেরে হত্যা কর'। (সূরা আল-বাকারা: ৫৪)।

য়াহুদ জাতি হযরত মূসা (আঃ) প্রদত্ত ব্যবস্থাকে আল্লাহতা'আলার হুকুম বলিয়া মানিয়া লইতে অস্বীকার করিল। তাহারা বলিল: 'হে মূসা, আমরা যেপর্যন্ত

(৩৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

---

১) কবীর ৬ষ্ঠ খণ্ড ৯১; ৩: খাযিন-সূরা তাহা।
২) ৩: খাযিন: সূরা তাহা।

www.ahlehadeethbd.org

সভাপতির অভিভাষণ

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

(পূর্বানুবৃত্তি)

কোরআন ও সুন্নতের মর্মকেন্দ্র হইতে বিচ্যুতি ঘটার ফলে মুসলমানগণের জাতীয় জীবনের অঙ্গাঙ্গী-যোগসূত্র ফের্কাবন্দীর অভিশাপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। জাতীয়জীবনকে গ্রথিত, সংহত, সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত করার স্বর্গীয় রজ্জুস্বরূপ কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল :— তোমরা সম্মিলিতভাবে واعتصموا بحبل الله جميعا আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়- ولا تفرقوا ভাবে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হইওনা।—আলেইমরান : ১০৩ আয়ত।

এই আয়তের নাস্তিবাচক অংশটুকু অনেকেই আওড়াইয়া থাকেন কিন্তু অস্তিবাচক অংশের দিকে মনোযোগ দেওয়া তেমন আবশ্যক বিবেচিত হয়না।

'হাব্‌লুল্লাহ' বা আল্লাহর রজ্জুর তাৎপর্য কি ?

হযরত আলী, আবুসঈদ খুদ্‌রী, মাআয বিনে জবল, হুযায়ফা, আবদুল্লাহ বিনে মস্‌উদ, যয়দ বিনে ছাবেত ও যয়েদ বিনে আকরম প্রভৃতি ছাহাবীগণ রসূলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক কোরআনকে হাব্‌লুল্লাহর অর্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন[১]। অতএব আয়তের তাৎপর্য এই যে, মুসলমানগণ যদি তফ্‌রীক বা জাতীয় জীবনের বিশৃংখলা হইতে বাঁচিতে ইচ্ছা করেন,তাহা-হইলে তাঁহাদিগকে আল্লাহর রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে, শুধু জাতীয়তা Nationality দেশ বা বর্ণগত স্বার্থ ও বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রে যদি মুসলমানগণ একত্রিত হইতে চাহেন, তাহাহইলে তাহাদের এই প্রেরণার নাম কোরআনের ভাষায় হইবে حمية الجاهلية—অন্ধযুগের গোঁড়ামী—এবং তাহাদের Slogan বা ধ্বনি রসূলুল্লাহর (দঃ) ভাষায় হইবে 'دعوة الجاهلية' অন্ধযুগের Slogan.

আল্লাহর রজ্জুর বন্ধন শিথিল করিলে অথবা উক্ত বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিলে মুসলমানদের রেনেসাঁ বা মুক্তিযুগের আগমন হইবেনা, বরং তফ্‌রীক, বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃংখলা অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। কোরআন আল্লাহর সেই সুবর্ণ রজ্জু এবং হাদীস কোরআনের ব্যাখ্যা মাত্র। আল্লাহ ঘোষণা করিয়াছেন :

হে রসূল (দঃ),—আমি কোরআনকে আপনার নিকট এই জন্য অবতীর্ণ وانزلنا اليك الذكر করিয়াছি যে, মনুষ্য لتبين للناس مانزل اليهم - জাতির প্রতি যেসকল আদেশ অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহা আপনি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া জানাইয়া দিবেন।—নহল : ৪৪ আয়ত।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বার্তাবহ বা Postman or Messenger মাত্র নহেন, কোরআনকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহকারে জগদ্বাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করার ভার রসূলে করিমের উপর অর্পিত হইয়াছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জীবনব্যাপী আচরণ ও উক্তির সাহায্যে কোরআনের শব্দ ও অক্ষরগুলিকে জীবন ও কর্মের রূপ প্রদান করিয়াছিলেন।

রসূলুল্লাহর (দঃ) উক্তি, আচরণ ও সম্মতির নাম হাদীস বা সুন্নত, উহাই কোরআনের ব্যাখ্যা। পক্ষান্তরে কোরআনের এই ব্যাখ্যা বা সুন্নতও রসূলুল্লাহর (দঃ) মানস প্রসূত বা কপোলকল্পিত নয়, উহাও প্রত্যাদেশ বা ওয়াহী।

আল্লাহ স্বতীয় রসূল সম্পর্কে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছেন : রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বেচ্ছাকৃত ভাবে বাক্য উচ্চারণ করেননা; যাহা বলেন, وما ينطق عن الهوى' ان هو الا وحى يوحى তাহা 'ওয়াহির' দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বলিয়া থাকেন,—আন্‌নজ্‌ম : ৩ আয়ত।

---

১) জামে' তিরমিযী : (৪) ৫২ ও ৩৪৩ পৃঃ; মুসনদ আহমদ (আলফতহুর রব্বানী) (১) ১৮৬—৮৭ পৃঃ; তফসীর ইবনে জরীর (৪) ২১ পৃঃ ও মজমউয যওয়াইদ (৬) ৩২৬ (৭) ১৬৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হযরতের সকল মীমাংসা আল্লাহর অনুমোদিত, অভিপ্রেত এবং আল্লাহর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত: হে রসুল (দঃ), আমি সত্য সহ- কারে আপনার নিকট কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে আপনি আল্লাহর নির্দেশ মত মানুষের সকল মতভেদ ও কলহ মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন, —আন্‌নিছা: ১০৫ আয়ত।

'মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ'র (দঃ) স্বীকারোক্তি ব্যতীত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অঙ্গীকার যেরূপ অর্থহীন, রসুলুল্লাহর (দঃ) সঠিক ও প্রমাণিত হাদীসকে বাদ দিয়া কোরআনকে মান্য করার দাবীও সেইরূপ নিরর্থক। পৃথিবীতে মুসলমানগণের ভিতর যতগুলি ভ্রান্ত দলের উদ্ভব হইয়াছে, যথা: খারেজী, নাছেবী, রাফেযী, ইমামী, মো'তাযেলা, মোশাব্বেহা, জহমিয়া, মুর্জিয়া, প্রভৃতি —তাহাদের মধ্যে একটি দলও কোরআনকে অমান্য করেনাই বরং প্রত্যেক দল স্ব স্ব মতবাদের সত্যতার প্রমাণ কোরআন হইতেই প্রদর্শন করিতে চেষ্টিত হইয়াছে। সুন্নতকে পরিহার করিয়া স্ব স্ব মনগড়া ব্যাখা দ্বারা তাহারা শত সহস্র পথে ও মতে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ৬৩১ হিজরীর আলেম ও ফকীহ্ ইমাম আবুস ফাযায়েল আহমদ বিনে মোহাম্মদ বিনুল মোবারক্‌কর রাযী, হানাফী তাঁহার 'হুজ্জাতুল কোরআন' নামক গ্রন্থে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মতবাদ কোরআন হইতে সাব্যস্ত করিয়া এক মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছেন, শিক্ষিত ব্যক্তিরা উক্ত পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলে আমার উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইস্‌লামের প্রাথমিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত যতগুলি লোক পয়গম্বরীর দাবী করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এমন কি কাদিয়ানী ও বাবী বাহায়ী উপনবীরা পর্যন্ত স্ব স্ব নবুওতের পোষকতায় কোরআনকেই অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছে,—দেখুন বাহায়ী গ্রন্থ: কিতাবুল ফরাইদ: ৩১৪ পৃঃ; ও কাদিয়ানী গ্রন্থ—সীরতুল মাহ্‌দী: (২) ১৮২ পৃঃ; মিরযা গোলাম আহমদের লেক্‌চার,—শিয়ালকোট, ৩২ পৃঃ এবং মন্যুর ইলাহী: ২৩১ পৃঃ, ইত্যাদি।

এইজন্য হযরত উমর বিনুল খাত্তাব আমাদিগকে সাবধান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, এমন একটি দলের উদ্ভব হইবে যাহারা কোরআনের অস্পষ্টাংশ লইয়া তোমাদের সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইবে, ঐরূপ লোকদের বিতর্কের উত্তরে তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে সুন্নতের (অস্ত্র) ব্যবহার করিও, কারণ হাদীস অনুসরণকারীরাই কোরআনের বিদ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী,—দারমী: ২৮ পৃঃ।

মোটকথা, কোরআন ও হাদীসের সম্মিলিত ব্যবস্থা বা কোডের নাম হইতেছে ইসলাম। সুইজ, টার্কিশ বা ইংলিশ ব্যবস্থার বা আইনের নাম যেরূপ ইসলাম নহে; কোন ফকীহ দরবেশ বা নেতা ও ইমামের ব্যক্তিগত অভিমত বা সিদ্ধান্তও সেইরূপ এলাহী ব্যবস্থার আসন অধিকার করিতে পারেনা। মুসলিম জাতির জাতীয় জীবনের ভারকেন্দ্র হইতেছে: কেতাব ও সুন্নত—তাহাদের সুবিস্তৃত জাতীয়তার সংহতি কেন্দ্র; যেদিন হইতে মুসলমানগণের জাতীয়তা কোরআন ও সুন্নতের দৃঢ়বন্ধন হইতে শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই কলহ, বিবাদ, হিংসা ও বিদ্বেষের অভিশাপে তাহারা অভিশপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই অভিসম্পাতের দরুন মুসলমানগণের এক অদ্বিতীয় ও অখণ্ড জাতীয়তা বিভিন্ন ফের্কা, মার্কা ও দলে ভাগ হইয়া গিয়াছে আর এই ফের্কাবন্দীর অগ্নিকাণ্ডে মুসলিম জাতীয়তার গগনস্পর্শী প্রাসাদ পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছে:

وذالك تقدير العزيز العليم

আহলে হাদীস আন্দোলন পৃথিবীর মুসলমানদিগকে তাহাদের পরিত্যক্ত ভারকেন্দ্র কেতাবুল্লাহ বনাম সুন্নতে রসুলুল্লাহর (দঃ) দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চায় এবং আল্লাহ ও তদীয় রসুলের মনোনীত অখণ্ড মুসলিম জাতিকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিতও দেখিতে বাসনা রাখে:

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله
وعمل صالحا وقال انني من المسلمين

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৩)

বিভিন্ন কারণে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে (private affairs) পরিণত হইয়াছে; পার্থিব জীবনের সহিত ধর্মের কোন সংশ্রব তাঁহারা স্বীকার করেন না। ধর্মের এই সংজ্ঞা বর্তমান সময়ে ইসলাম জগতের সর্বত্র দ্রুতভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে। তুর্কী, পারস্য, আফগানিস্তান, মিসর ও আরব সর্বত্রই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ভৌগলিক সীমা ও বর্ণগত ভিত্তির উপর নব জাতীয়তার প্রাসাদ বিরচিত হইতেছে। হিন্দের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট মুসলিম জননায়কের মুখেও আমরা শুনিতে পাই যে, ধর্মকে রাজনীতির ভিতর প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় ব্যাপার মানুষের এবং আল্লাহর মধ্যে একটা ব্যক্তিগত নিজস্ব ব্যাপার মাত্র! কিন্তু ধর্মের এই ব্যাখ্যা ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গীতে যথার্থ ও সঠিক নয়।

Religion should not be allowed to come into politics, Religion is merely a matter between man and God.

আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামী কৃষ্টি, আদর্শবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত আল্লামা ডক্টর শায়খ মোহাম্মদ ইক্‌বাল যেরূপ গভীর পরিচয় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেরূপ ভাবে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অন্য কেহ পারিয়াছেন কিনা, তাহা আমার জানা নাই। সুতরাং ইস্‌লামী আদর্শের দার্শনিক ব্যাখ্যা যতটা সুন্দর ও সঠিকভাবে মোহাম্মদ ইকবালের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে, অন্যকোন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট হইতে সেরূপভাবে আমি শ্রবণ করিনাই।

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে মোহাম্মদ ইকবাল বলিতেছেন, The conclusion to which Europe is consequently driven is that religion is a private affair of the individual and has nothing to do with what is called man's temporal life. Islam does not bifurcate the unity of man into an irreconcilable duality of spirit and matter. In Islam God and the universe, spirit and matter, church and state are organic to each other. Man is not the citizen of a profane world to be renounced in the interest of a world of spirit situated elsewhere.

To Islam matter is spirit realising itself in space and time. Europe uncritically accepted the duality of spirit and matter probably from manichaean thought. Her best thinkers are realising this initial mistake to-day, but her statesmen are indirectly forcing the world to accept it as an unquestionable dogma.

তাৎপর্য এই যে, ইউরোপ বিভিন্ন কারণ পরম্পরায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা এই যে, ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনের নিজস্ব ব্যাপার মাত্র, যাহাকে বৈষয়িক জীবন বলে, তাহার সহিত ধর্মের কোনই সম্পর্ক নাই। কিন্তু ইস্‌লামের কাছে মনুষ্যত্ব বলিতে যাহা বুঝায় তাহা অদ্বৈত ও অবিচ্ছিন্ন। ইস্‌লামে জড় ও আত্মার এরূপ দ্বিত্ব কখনও স্বীকৃত হয়নাই যাহাদের সংযোগ ও সংমিশ্রণ সম্ভবপর নয়। ইস্‌লামের আদর্শবাদের দিক দিয়া স্রষ্টা ও সৃষ্টজগত, উপাসনালয় ও আইন সভার প্রাসাদ, জড় ও আত্মা অবিচ্ছিন্নরূপে পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত। মানুষ অপবিত্র পৃথিবীর অধিবাসী নয় যে, স্বর্গরাজ্য লাভ করিবার আশায় তাহাকে এই অপবিত্র স্থান বর্জন করিতে হইবে। ইস্‌লামী আদর্শ অনুসারে আত্মা যখন স্থান ও কালের সীমার ভিতর দিয়া রূপ পরিগ্রহ করে তখন তাহাকে জড়নামে অভিহিত করা হয়। মনে হয় যেন ইউরোপ কোনপ্রকার বিচার বিবেচনা না করিয়াই জড় ও আত্মার দ্বৈতবাদের অভিমত মানির (২১৬—২৭৭ খৃষ্টাব্দ) মতবাদের প্রভাবে পড়িয়া গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমানে যদিও তাহাদের শ্রেষ্ঠতম চিন্তানায়কগণ তাহাদের এই ভ্রান্তির কথা অনুভব করিতেছেন, কিন্তু কূটনীতিবিশারদগণের একদল এখনও যিদ ধরিয়া বসিয়া আছেন যে, পৃথিবী আত্মা ও জড়ের দ্বৈতবাদকে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করুক,—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

—Presidential speech, All India Muslim League, 29th December, 1930. P. 5.

মোহাম্মদ ইকবাল ধর্মের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে ইস্‌লাম ইউরোপের Religion নয়। উহা organised Religion, উহা মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার বা private affairs নয়,—উহা দীন এবং শরীঅত। ধর্মের প্রভাব কেবল মস্‌জিদে ও কবরস্থানে সীমাবদ্ধ থাকিবেনা, ভূমিষ্ট হওয়ার সময় হইতে কবরস্থ হওয়া পর্যন্ত ইস্‌লাম ধর্মের প্রভাব—ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রজীবনের প্রত্যেক স্তরে, জীবনের কর্মসাধনার প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমান ও অপ্রতিহত ভাবে কার্যকরী রহিবে।

মোহাম্মদ ইকবাল ধর্মের যে ব্যাখ্যা শুনাইয়াছেন, 'দীনে হকের' তাৎপর্য ইহাই। মানব জীবনের প্রতিপদবিক্ষেপে এই 'দীনে হক'কে জয়যুক্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই হযরত রসূলে করিম (দঃ) আগমন করিয়াছিলেন, আল্লাহ هوالذى ارسل رسوله তদীয় রসূলকে হিদায়ত بالهدى ودين الحق ليظهره ও সত্যবিধান সহ পৃথি- على الدين كله وكفى বীতে এই জন্য প্রেরণ بالله شهيدا। করিয়াছেন যাহাতে সমগ্র মানবীয় বিধানকে পরাভূত করিয়া সেই সত্যসনাতন বিধান প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে।—আল্‌ফত্‌হ : ২৮ আয়ত।

হিস্পানিয়ার বিখ্যাত অসূলী ইমাম ইব্রাহীম বিনে মুছা শাতেবী (মৃতঃ ৭৯০ হিঃ) লিখিয়াছেন : সৃষ্টজীবের সকল প্রয়োজনকে মিটানই শরীয়তের উদ্দেশ্য। শাতেবী সকল প্রয়োজনকে মোটামুটী ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন : তিনি বলিতেছেন : ধর্মরক্ষা, প্রাণরক্ষা, বংশ রক্ষা, ধন রক্ষা ও জ্ঞান مجموع الضروريات রক্ষা—এই পঞ্চবিধ خمسة : حفظ الدين والنفس প্রয়োজনকে পূরণ والنسل والمال والعقل করাই শরীয়তের উদ্দেশ্য। শরীয়তের যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা : ইবাদৎ, অভ্যাস ও ব্যবহার।

ইবাদতের নিয়মগুলিকে ধর্মরক্ষার জন্য, অভ্যাসের মূল নীতিগুলিকে প্রাণ ও জ্ঞান রক্ষার জন্য এবং ব্যবহারিক নীতিগুলিকে বংশ ও ধন রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

ঈমান, কলেমার উচ্চারণ, নমায, যাকাৎ, ছিয়াম (রোযা) ও হজ্ব প্রভৃতি ইবাদতের মূলনীতির পর্যায়ভুক্ত। পান, আহার, পরিধেয় ও বসবাসের ব্যাপারসমূহ অভ্যাসের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। যেসকল মানবীয় স্বার্থ পারস্পরিক সহযোগের সাহায্যে সংরক্ষিত অথবা বিধ্বস্ত হয়, সেগুলি ব্যবহারিক নীতির শ্রেণীভুক্ত, যথা : চুক্তি সম্পর্কিত ব্যাপার, কার্যবিধি ও দণ্ডবিধি,—আল্‌মুওয়াফেকাত (২): ৩, ৪ পৃঃ।

কিন্তু শুধু প্রয়োজন মিটানই শরীঅতের উদ্দেশ্য নয়, স্থান কাল ও পাত্র ভেদে আদেশের কঠোরতা হ্রাস করিয়া সহজসাধ্য ও সুবিধাজনক আদেশ প্রদান করাও শরীঅতের অন্যতম উদ্দেশ্য, যথা : ইবাদৎ শ্রেণীর মধ্যে প্রবাসী ও রোগীর জন্য নমাযের নিয়ম ও সংখ্যার লঘুতা সাধন, রোযার জন্য সময়ের পরিবর্তন। অভ্যাস শ্রেণীর যথা : শিকারের এবং হালাল উপায়ে পানাহার, পরিধান ও বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধা ভোগ করার অনুমতি প্রদান করা এবং ব্যবহারিক শ্রেণীতে—যথা : ঋণ, প্রজাবিলি ও অগ্রদাদন প্রভৃতির অনুমতির ব্যবস্থা করাও শরীঅতের উদ্দেশ্য।

ধর্মের এতগুলি উদ্দেশ্যের মধ্যে ইউরোপীয় ভাবধারার মুকাল্লেদগণ ধর্মের কোন্ প্রয়োজনটি যে স্বীকার করিতে চাহেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কারণ ইস্‌লামের আদর্শ তওহিদ ও ইবাদত পর্যন্ত মানুষের ব্যক্তিগত ও নিজস্ব ব্যাপার নয়! সাধারণতঃ যাহারা দীন ও দুনিয়া বলিয়া দুইটা স্বতন্ত্র বস্তুর ধারণা করিয়া লইয়াছেন, আমার মনে হয় তাঁহারা কেবল আখেরাত বা পরবর্তী জীবনকে দীন বা ধর্ম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গীতে দীন-শরীঅত ও ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার অর্থ ও প্রয়োগের প্রতি দারুণ অবহেলা প্রকাশ করিয়াছেন।

حفظت شيا وغابت عنك اشياء!

দীন, শরীঅত, ইসলাম বা ধর্মের যে ব্যাখ্যা এ যাবৎ আলোচিত হইয়াছে, কোরআনের দাবীও তাহাই। দশম হিজরীর ৯ই যিলহজ্ব তারিখের বৈকালে আরা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফাত প্রান্তরে যখন রসূলুল্লাহ (দঃ) বক্তৃতা দান করিতেছিলেন এবং ঘনঘন আকাশের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিতেছিলেন ঠিক সেই সময় এই আয়তটি অবতীর্ণ হয়ঃ

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ـ

অদ্যকার দিবসে আমি (হে মুসলমানগণ,) তোমাদের জন্য তোমাদের দীন—ধর্মকে পূর্ণতা দান করিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নেয়ামতকে নিঃশেষিত করিয়া ফেলিলাম এবং তোমাদের জন্য ইস্‌লামের দীন বা ব্যবস্থায় স্বীয় সন্তুষ্টি বা সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম,—আল্‌মায়েদাহ্‌ : ৩ আয়ত।

কোরআনের প্রাচীনতম ও বিশ্বস্ত ব্যাখ্যাকার ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (মৃতঃ ৩১০ হিঃ) উল্লিখিত আয়তের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেনঃ হে বিশ্বাসী জনবৃন্দ, আজকার দিবসে তোমাদের জন্য অবশ্য প্রতিপালনীয় আমার আদেশ বাণী, আমার দণ্ডবিধি, তোমাদের প্রতি আমার আদেশ ও নিষেধ আমার হালাল ও হারাম এবং আমার প্রত্যাদেশ, যাহা আমি আমার গ্রন্থে অবতীর্ণ ও আমার ব্যাখ্যা, যাহা আমার রসূলের বাচনিক আমি ওয়াহীর সাহায্যে প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছি এবং দীন সম্পর্কে তোমাদের যাহা প্রয়োজনীয়, তৎসমুদয়ের দলীল তোমাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, সমস্তই তোমাদের জন্য আজ শেষ করিতেছি। অতঃপর এই সকল বিষয়ে আর পরিবর্তন সাধিত হইবেনা,—তফসীর ইবনে জরীর (৬) ৫১ পৃঃ।

আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম মুফাস্‌সির আল্লামা সৈয়েদ রশীদ রেযা বলেনঃ দীনের পূর্ণতার তাৎপর্য এই যে, মতবাদ ও ইবাদৎ সম্পর্কিত আদেশ ও বিধান এবং এই অর্থে যত বিষয় থাকিতে পারে তৎসমুদয়ের বিস্তৃতভাবে এবং ব্যবহারিক আদেশ নিষেধগুলি সংক্ষিপ্তভাবে পূর্ণতালাভ করিয়াছে,—তফসীর আলমানার (৬) ১৬৬ পৃঃ।

মোটকথা ইবাদত, প্রাণরক্ষা, বংশরক্ষা, ধনরক্ষা ও জ্ঞান রক্ষার সমুদয় বিধান শরীঅতের ভিতর দিয়া অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নতের সাহায্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, হয় প্রকাশ্যে নয় অপ্রকাশ্যে, হয় সংক্ষেপে নয় সবিস্তার। যে সকল আদেশ ও নিষেধ কিতাব ও সুন্নতের সাহায্যে প্রকাশিত ও বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, প্রলয়কাল পর্যন্ত সেগুলির সংশোধন বা পরিবর্তনের আবশ্যক হইবেনা, কিন্তু যে সকল আদেশ ইঙ্গিতে ও সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই গুলিকে প্রকাশিত ও বিস্তৃত করার ভার এই উম্মতের যোগ্যতম ব্যক্তিবর্গের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। অপ্রকাশ্যকে প্রকাশ্য ও সংক্ষিপ্তকে বিস্তৃত করার এই সাধনাকে ইসলামী পরিভাষায় 'ইজতিহাদ' বলে।

ইসলামের সজীবতা ও পূর্ণতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন এই যে, আমাদের রসূল খাতেমুস মুর্সালীন। অতঃপর আর কোন পয়গম্বরের আগমনের সম্ভাবনা নাই, প্রলয়কাল পর্যন্ত আমাদের রসূলের (দঃ) রিসালতের যুগ সচল থাকিবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়কাল পর্যন্ত মানব সমাজের সম্মুখে যত প্রকার সমস্যার উদ্ভব হইবে, এই উম্মতের শ্রেষ্ঠাংশকে রসূলের (দঃ) প্রতিনিধিরূপে তাঁহার সমাধান করিতে হইবে। কিন্তু এই সকল সমাধান কখনও অভ্রান্ত ওয়াহীর স্থান অধিকার করিবেনা এবং মুজতাহিদবর্গের সিদ্ধান্তগুলি কিতাব ও সুন্নতের মত অকাট্য ও অপরিবর্তনীয় বিবেচিত হইবেনা।

কিন্তু বাগদাদের পতনের পর (৬৫৬ হিঃ—১৪ই সফর, বুধবার) যখন মুসলমানগণের জাতীয় শক্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল তখন ফকীহ্‌গণ নবুওতের মত ইজ্‌তিহাদের দ্বারকেও চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ডক্টর মোহাম্মদ ইকবাল বলিতেছেন :—

For fear of further disintegration, which is only natural in such a period of political decay, the conservative thinkers of Islam focussed all their efforts on the one point of preserving a uniform social life for the people by a Jealous exclusion of all innovations in the law of Shariat as expounded by the early doctors of Islam.

তাতারী অভিযানের ফলে জাতীয় অটুটতার যে অঙ্গহানি ঘটিয়াছিল, পাছে তাহা অধিকতর বর্ধিত হয়, এই আশঙ্কায় সনাতন মতের মনীষিবৃন্দ তাঁহাদের সমুদয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রচেষ্টা সমগ্র জাতিকে এক ও অভিন্ন জীবন যাত্রা প্রণালীতে নিয়োজিত করিবার কার্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া ছিলেন। প্রাথমিক যুগের আলেমগণ শরীঅতের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার বহির্ভূত সকল নবাবিষ্কৃত মত ও কার্যকে তাঁহারা সমাজ দেহ হইতে অপসারিত করার কার্যে পরমোৎসাহে লাগিয়া গেলেন।—Reconstruction of Religious thoutht, ২১১ পৃঃ।

ফলে তাঁহারা ঘোষণা করিলেন :—পূর্ণ ইজতিহাদ ইমাম চতুষ্টয় পর্যন্ত শেষ اختتم الاجتهاد المطلق হইয়া গিয়াছে, এমন على الائمة الاربعة حتى কি তাঁহারা ফত্ওয়া اوجبوا تقليد واحد من দিলেন যে, ইমাম চতুষ্ট- هولاء على الامة য়ের মধ্যে একজনের তকলিদ করা উম্মতের উপর ওয়াজিব,—ফাওয়াতেহুর রহমুত : ৬২৪ পৃঃ।

এই প্রসঙ্গে অষ্টম শতকের অন্যতম সংস্কারক ও মুহাদ্দিস হাফেয ইবনুল কাইয়েম বলিতেছেন :

অন্ধ ভক্তের দল আল্লাহর বিধান ও শরীঅতের প্রতিকূল আল্লাহর রসূলের (দঃ) স্পষ্ট আদেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ঘোষণা করিয়াছে যে, পৃথিবীর উপর আল্লাহর দীনকে প্রমাণিত করার কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে এবং অতীত যুগের পর পৃথিবীতে আর কোন আলেম আর অবশিষ্ট নাই। একদল বলিতেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, যুফর বিনুল হুযায়ল, মোহাম্মদ বিনুল হাসান ও হাসান বিনে যিয়াদের পর আর কোন আলেমের পক্ষে ইজতিহাদ করা বৈধ হইবেনা। বক্র বিনুল উলা-কুশায়রী মালেকী বলেন : দুইশত হিজরীর পর আর কাহারও ইজ্তিহাদের অধিকার নাই, আবার কেহ বলেতেছেন : আউযায়ী, সুফ্ইয়ান সউরী, ওকী' বিনুল জার্রাহ ও আবদুল্লাহ বিনুল মুবারকের পর কাহারও পক্ষে ইজতিহাদ করা দুরস্ত নয়। আর একদল বলিতেছেন যে, ইমাম শাফেয়ীর পর ইজ্তিহাদ একেবারেই অসিদ্ধ।

ইজ্তিহাদের দ্বার কোন্ সময় রুদ্ধ হইয়াছে সে সম্পর্ক নানা প্রকার অপ্রমাণিত উক্তির সাহায্যে মুকাল্লেদের দল মতভেদ করিয়াছে। তাহাদের বিরচনায় আল্লাহর শরীঅতের প্রতিষ্ঠাকারী পৃথিবীর বুকের উপর আর কেহই নাই। স্বীয় বিবেক উপর নির্ভর করিয়া কথা বলিবার কাহারও অধিকার নাই এবং আল্লাহর গ্রন্থ ও তদীয় রসূলের সুন্নত হইতে আদেশ নিষেধ আহরণ করা কাহারও জন্য বৈধ নয় এবং অনুসরণীয় ইমামগণের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কেতাব ও সুন্নত অনুসারে বিচার ব্যবস্থা করা ও ফত্ওয়া দেওয়া কাহারও পক্ষে সিদ্ধ নয়। আল্লাহর গ্রন্থ ও রসূলের সুন্নতের নির্দেশ পালন করিবার জন্য যদি তাঁহাদের অনুমতি পাওয়া যায় তবেই তাহা প্রতিপালনীয় বলিয়া গণ্য হইবে, নতুবা তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া দিতে হইবে।

এই উক্তিগুলি যেরূপ অসত্য, অনিষ্টকর এবং পরস্পর বিরোধী, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ এবং তাঁহার উক্তির খণ্ডন এই সকল উক্তির মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এই সকল কথা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নতের উপর বিতৃষ্ণা আনিয়া দেয়। আল্লাহ তাঁহার জ্যোতিকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করিবেন এবং তাঁহার রসূলের উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন করিবেন, পৃথিবী কখনও এরূপভাবে শূন্য হইবেনা যাহাতে সত্যের প্রতিষ্ঠাকারী কেহই না থাকে, রসূলের (দঃ) উম্মতের মধ্যে এরূপ একদল সর্বদা অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবেন, যাঁহারা যে সত্য দীন সহকারে রসূল (দঃ) প্রেরিত হইয়াছিলেন সেই সনাতন-সত্যের উপর তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন এবং প্রত্যেক শতাব্দীর পুরোভাগে আল্লাহর দীনের মধ্যে যে সকল আবরণ ও আবর্জনা স্তূপীকৃত হইবে সেই গুলি অপসারিত করিবার জন্য সংস্কারক প্রেরণ করিতে থাকিবেন।

যাহারা বলে যে অমুক অমুকের পর আর কাহারও ইজ্তিহাদ গ্রাহ্য হইবেনা, তাহাদের উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাদিগকে ইহা বলা যথেষ্ট হইতে পারে যে, যখন কাহারও সিদ্ধান্ত এখন গ্রহণীয় নয়, তখন তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে শুধু অমুক অমুকের অনুসরণ করিতে হইবে, কিরূপে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে? আল্লাহর গ্রন্থ ও রসূলের সুন্নতের অনুকূল মানুষের আপন ইজ্তিহাদের অনুসরণ করাকে তোমরা কি প্রকারে হারাম করিয়া দিলে? আর

www.ahlehadeethbd.org

তোমাদের জন্য তকলিদের অনুসরণ কার্যকে বৈধ বলিয়া কিরূপে স্থির করিলে? আর সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য তাঁহাদের তকলিদকে ওয়াজেব এবং তাঁহাদের ছাড়া অন্য ব্যক্তির অনুসরণ কার্যকে হারাম বলিয়া কিভাবে নির্ধারিত করিলে? এক দলের পরিবর্তে আর এক দলের তকলিদকে অগ্রণী করার তোমাদের নিকট কি যুক্তি আছে? যে সিদ্ধান্তের পক্ষে কিতাব, সুন্নত, ইজমা ও কিয়াসের দলীল, এমন কি কোন সাহাবীর উক্তিও বিদ্যমান নাই তাহা গ্রহণ করার এবং কিতাব ও সুন্নতের সাহায্যে প্রমাণিত ও সাহাবাগণ কর্তৃক সমর্থিত সিদ্ধান্তকে বর্জন করার হেতুবাদ কি?—ইলামুল মুয়াক্কেয়ীন: (২) ৩৫৬ পৃঃ।

আমি বলিতে চাই যে, ইমামগণের যাবতীয় সিদ্ধান্তই যে বর্জনীয় হইবে, তাহা কোন কাজের কথা নয়, তাঁহাদের অনেকগুলি সিদ্ধান্ত তাঁহাদের যুগের পক্ষে যে আবশ্যক ও গ্রহণযোগ্য ছিল তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই, কিন্তু হাজার বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হওয়ার পরও যে মানবীয় প্রয়োজন ও সমস্যা অপরিবর্তনীয় থাকিবে, এরূপ ধারণা করাও যুক্তিসঙ্গত নয়, সুতরাং কোরআন ও সুন্নতের অপরিবর্তনীয় মূলনীতিকে ভিত্তি করিয়া মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সকল যুগে ইজ্‌তিহাদ ও গবেষণার দ্বার মুক্ত রাখিতেই হইবে, নতুবা ইসলামের চিরঞ্জীবতার দাবী যেরূপ মিথ্যা হইয়া যাইবে, মানুষ প্রয়োজনের দায়ে তেমনি ইসলামের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অনৈসলামিক ভাবধারার শরণাগত হইতে বাধ্য হইবে।

আহলে হাদীস আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মূলনীতি হইতেছে ইজ্‌তিহাদের দাবীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামকে চিরন্তন, সর্বযুগীয় মানব জাতির সর্ববিধ প্রয়োজনের পূরণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করা।

বর্তমান যুগে ইসলাম-জগতের সর্বত্র তকলিদের পতন ও ইজতিহাদের উত্থান সূচিত হইয়াছে কিন্তু শুধু আবুহানিফা ও মালেকের তকলিদ বর্জিত হয় নাই; আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্যের বন্ধন হইতেও মুক্তিলাভ করার চেষ্টা চলিতেছে এবং ইজতিহাদকে কেতাব ও সুন্নতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার অন্ধ অনুকরণ, হিন্দুয়ানী উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং ব্যক্তিগত খোশ খেয়ালের অনুগমন কার্যকে প্রগতিবাদ, ইজ্‌তিহাদ ও গবেষণার পরাকাষ্ঠারূপ গ্রহণ করা হইতেছে। সুইজারল্যাণ্ডের শাসন পদ্ধতি, রুষের নাস্তিকতাবাদী কমিউনিজ্‌ম, গান্ধীর হিন্দু সমাজতন্ত্রবাদ সমস্তই আজ মুসলমানগণের পক্ষে লোভনীয়, গ্রহণীয় ও বরণীয় হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু মোহাম্মদীয় নীতির ভিত্তির উপর ইসলামী সমাজতন্ত্রবাদ ও শাসন পদ্ধতিকে গবেষণা করার ও তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার প্রয়োজন মুসলমানগণ অনুভব করিতেছেন না। তুর্কী মুসলমানদের সংস্কার করিতে গিয়া স্বয়ং ইসলামের এরূপ সংস্কার করিয়া বসিয়াছে যে তাহাকে কামালী ইসলাম বা তুরানিজ্‌ম বলা যাইতে পারে বটে কিন্তু মোহাম্মদী ইসলামের আখ্যা তাহাকে কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না। মোহাম্মদ ইকবাল তুর্কী সংস্কার আন্দোলনের একান্ত পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও পরিশেষে উহার অনাচার ও ইসলাম বিদ্রোহের নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

আহলে হাদীস আন্দোলন স্বৈরাচার ও অনাচার বনাম প্রগতিবাদ ও ইজ্‌তিহাদকে কোন দিন বরদাশ্‌ত করে নাই—করিতে পারেনা। ইজ্‌তিহাদের জন্য কয়েকটি শর্ত অবশ্য পালনীয়:—

ইমাম শাফেয়ী বলেন, ইজতিহাদের তাৎপর্য এই যে, কোরআন, সুন্নত ও ইজমার ভিতর যে সকল বিষয়ের নির্দেশ নাই মুসলমানগণের জাতীয় শাসন কর্তা সেই সকল বিষয়ের ইজ্‌তিহাদ করিবেন। যে সকল বিষয়ের নির্দেশ কোরআন, হাদীস ও ইজমার ভিতর বিদ্যমান আছে, যে সকল বিষয়ে ইজ্‌তিহাদ পরিগ্রাহ্য,—কেতাবুল উম: (৬) ২০৪ পৃঃ।

ومعنى الاجتهاد من الحاكم انما يكون بعد ان يكون فيما يريد القضاء فيه كتاب ولا سنة ولا امر مجمع عليه فاما وشيء من ذلك موجود فلا

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম আ'যম আবুহানিফা বলেন, যে হাদীস রাবী সাহাবীর নাম উল্লেখ না করিয়াই বর্ণিত হইয়াছে এবং রসূলুল্লাহ (দ:) এর এরূপ হাদীস যাহা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় নাই—ব্যক্তিগত অভিমত অপেক্ষা উত্তম এবং এইরূপ ধরনের হাদীসের বিদ্যমানতায় কেয়াস অসিদ্ধ;—আল্ ইহ্কাম ফি উসূলিল আহ্কাম (৭) ৫৪ পৃ:।

الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من القياس ولا يحل القياس مع وجوده -

আহলে হাদীসগণ ব্যাপকভাবে মুর্সাল ও জঈফ হাদীসকে গ্রাহ্য করেন না কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা সকলদলের মুসলমানের সহিত একমত যে, কোরআন ও হাদীসের নির্দেশ বর্তমান থাকা অবস্থায় ইজ্তিহাদ অসিদ্ধ ও হারাম।

দ্বিতীয় শর্ত: ইজ্তিহাদের তাৎপর্য কাহারও কাহারও বিবেচনায় ব্যক্তিগত গবেষণা ও সিদ্ধান্ত নয়, ইমাম সুফ্য়ান বিনে ওয়ায়না বলেন:

ইজ্তিহাদের তাৎপর্য হইতেছে বিদ্বানগণের পরামর্শ, ব্যক্তিগত অভিমতের নাম ইজ্তিহাদ নয়। ঐ—(৬) ৩৬ পৃ:

اجتهاد الرأى هو مشاورة اهل العلم لا ان يقول برأيه -

তৃতীয় শর্ত: কোরআন ও হাদীসের ভিতর হইতে ঈপ্সিত মস্আলাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করার কার্যকে একদল আহলে হাদীস ইজ্তিহাদ বলিয়াছেন। বিখ্যাত মুজতাহিদ ইমাম ইবনে হজম বলেন, আসন্ন সমস্যার মীমাংসা কোরআন ও সুন্নত হইতে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করার কার্যকে ইজ্তিহাদ বলে, যে-ব্যক্তি কোরআনের ভিতর উক্ত সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করিয়াছে, এবং তৎসম্পর্কিত আয়ত পাঠ করিয়াছে অথবা হাদীসের ভিতর উক্ত প্রশ্নের জওয়াব অনুসন্ধান করিয়াছে এবং তাহা পাঠ করিয়াছে সেই ব্যক্তি ইজ্তিহাদ করিয়াছে, ঐ, (৭) ১৪৪ পৃ:।

انما الاجتهاد اجهاد النفس واستفراغ الوسع في طلب حكم النازلة في القرآن والسنة فمن طلب القرآن وتقرأ آياته وطلب في السنن وتقرأ الحديث في طلب ما نزل به فقد اجتهد -

৪র্থ শর্ত: ব্যক্তিগত অভিমত ও সিদ্ধান্তকে সকল আহলে হাদীস বাতিল করেন নাই, কিন্তু নিছক সিদ্ধান্ত বা ব্যক্তিগত অভিমত শরীঅতসম্মত কিয়াসের পর্যায়ভুক্ত নয়। মুজাদ্দেদে ইসলাম আল্লামা ইসমাঈল শহীদ বলেন:—

শর্ত এই যে, কিতাব ও সুন্নত অথবা ইজমাকে ভিত্তি করিয়া কিয়াস করিতে হইবে অর্থাৎ যে কিয়াস কিতাব, সুন্নত ও ইজ্মার ভিত্তির উপর সঙ্কলিত হয় নাই তাহা কিয়াস পদবাচ্য নহে।

والقياس شرطه ان يكون الاصل فيه من قبيل المنصوصات او الاجماعيات

মহোদয়গণ, আজ পৃথিবীর সম্মুখে নিত্য নূতন যে সকল প্রশ্ন উপস্থাপিত হইতেছে, তাহার মীমাংসার ভার আল্লাহ তা'লা মুসলমানগণের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, কোরআন ও সুন্নতের নূর হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা স্বয়ং এইরূপ গোলক ধাঁধায় আটক পড়িয়াছে যে, মানবত্বের পূর্ণতা ও জ্ঞানের সজীবতার পথ তাহারা নিজেরাই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আহলে হাদীস আন্দোলন এই রুদ্ধ পথকে পুনরায় মুক্ত করিতে চায়।

(আগামী বারে সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

ইঁসলাম সমন্বয় নহে

—মোঃ আব্দুল গণি এম, এ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্প উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমিক বিনিয়োগ ক্ষেত্রে মালিক পক্ষকে একচেটিয়া অধিকার (Monopoly) দেওয়া হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ শিল্প-বাণিজ্যে প্রভাব সম্পন্ন পুঁজিপতিদেরকে অবাধ সুযোগ সুবিধা ও অধিকার দেওয়া হয় এবং তাহারা নিজেদের সুবিধা ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মাল উৎপাদন করে এবং বাজারে ইহাদের রফতানী কমায় অথবা বাড়ায়। তাহাদের মাল উৎপাদনের পরিমাণের উপরই শ্রমিক বিনিয়োগের ব্যবস্থা ও ছাঁটাই এর নীতি নির্ধারিত হয়। উৎপাদিত দ্রব্য সন্তোষ-জনক ভাবে কাটতি হইতে থাকিলে নিয়োজিত কর্ম-চারীদিগকে বহাল রাখা হয় এবং প্রয়োজন হইলে আরও নূতন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়, পক্ষান্তরে যদি ইহার বিপরীত অবস্থা দেখা দেয় তবে নির্বিচারে কর্মচারী ছাঁটাইএর পন্থা অবলম্বন করা হয়। ফলে বেকার সমস্যা প্রকট হইয়া উঠে।

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় এই ধরণের সমস্যা সৃষ্টির আদৌ কোন সুযোগ আছে কিনা—আর সমস্যা কোন ক্রমে দেখা দিলে ইহার সমাধানের কি ব্যবস্থা ইসলামে নির্দেশিত হইয়াছে তাহাই এখন বিবেচ্য। ইসলামী ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের সময় আমাদের বিংশ শতাব্দীর শিল্প ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত সমস্যা আদৌ বিদ্যমান ছিলনা; কাজেই তখনকার ব্যবস্থাপনায় এই সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা। কিন্তু মৌলিক নীতি ও বুনিয়াদী আদর্শের ভিতরে উহার সমাধানের ইঙ্গিত অবশ্যই পাওয়া যাইবে। আমরা Laissez Faire থিওরী আলোচনা প্রসঙ্গে ইসলামী নীতির ব্যাখ্যা করিতে যেসমস্ত আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়াছি তাহাতেই এই সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পওয়া যাইবে। ইনসাফ, ন্যায়নীতি ও সর্বপ্রকার শোষণ-বিরোধী আদর্শই ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি। কাজেই শোষণ ও অত্যাচারের পরিপোষক একচেটিয়া অধিকার (Monopoly) ইসলামী অর্থনীতির পরিপন্থী। বিনিয়োগ ক্ষেত্রেও উহা সমভাবে প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস সাহেব কৃত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা'কে ভিত্তি করিয়া মরহুম মগফুর আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শী সাহেব 'ইসলামী অর্থনীতির ক, খ,' পুস্তিকায় যে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিতেছেন, কোন স্থানে যখন বহুসংখ্যক লোক বসবাস করে তখন তমদ্দুনী জীবনের অপরাপর বিষয়সমূহের ন্যায় জনমণ্ডলীর অর্থনৈতিক মান যাহাতে ন্যায়বিগর্হিত ও অসমাঞ্জস্য (?) হইয়া না উঠে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্তব্য। উক্ত পুস্তিকায় উল্লিখিত উদাহরণ আমরা উধৃত করিতে পারি। রসুলুল্লাহ (দঃ) আব্‌য়ায ইব্‌নে হাম্মালকে মাআরিব নামক একটি লবণের হ্রদ জায়গীর স্বরূপ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে জানিতে পারিলেন যে, ইহাতে অফুরন্ত লবণের ভাণ্ডার রহিয়াছে। উহা জন-সাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত বস্তু এবং কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উহার উদ্ধার ও আবাদের জন্য জায়গীর দিলে জনস্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় ঐ জায়-গীর ফিরাইয়া লইলেন†। এই হাদীস হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিতে পারি যে, জনস্বার্থের ক্ষতি সাধন করিয়া কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য কোন ক্ষেত্রেই একচেটিয়া অধিকার (Monopoly) প্রদান ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ। পুঁজিপতিগণের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিতেই কর্মচারী ছাঁটাইয়ের যে অধিকার পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রদান করা হইয়াছে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইহার কোন স্থান নাই, ইহা কোরআন ও হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

† কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ২৭৭ ;ছননে আবু দাউদ (৩) পৃঃ ১৩৯

www.ahlehadeethbd.org

ধনতন্ত্রী সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেকটি নাগরিকের খাওয়া পড়ার সার্বজনীন অধিকার স্বীকৃত হয়নাই। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিটি মানুষের খাওয়া পরার অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কোরআনে বলা হইয়াছে: ولقد مكنكم في الارض وجعلنا لكم فيها معائش অনন্তর আমরা অবশ্যই তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছি এবং উহাতেই তোমাদের জীবিকা অবধারিত করিয়াছি।—(আল্ আরাফ: ১০ আয়ত।) (ঘ) ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন وما من دابة في الارض الا على الله رزقها - জীব নাই, যাহার আহারের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেনাই।—(হুদ: ৬ আয়ত।) (গ) তিনিই هو الذى خلق لكم مافى الارض جميعا - সেই প্রভু যিনি ভূ-মণ্ডলে যাহা কিছু রহিয়াছে সমস্তই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। —আলবাকারা: ২৯ আয়ত।

অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে সৎ উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। (কোরআন ৪, ৩২) যাহারা উপার্জন করিতে অক্ষম তাহাদিগকে, যাহাদের সম্পদ আছে তাহাদের সেই সম্পদ হইতে প্রদান করিতে হইবে। (কোরআন ৭০: ১৫) এইভাবে ধন বণ্টনের দায়িত্ব সমাজ ও গবর্ণমেণ্টের উপর অর্পিত হইয়াছে।

সুদ ও ইসলাম:

ধনতন্ত্রবাদী ব্যবস্থার প্রধানতম সহায়ক সুদপ্রথা। পুঁজিবাদকে যে ইহা কিভাবে সহায়তা করিয়া আসিতেছে আমরা তাহা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। ইহা মানবতা বিরোধী ও শোষণ ব্যবস্থার পরিপোষক। এই কারণেই ইসলামী বিধানে ইহা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ইসলাম সুদকে নিষিদ্ধ করিয়া অর্থ ও শ্রমের সম অধিকার স্বীকার করিয়াছে। এই অধিকার লাভ লোকসানের ভিত্তিতে স্বীকৃত হইয়াছে। একজনে শুধু অর্থ দিয়া এবং অন্য আর একজন শুধু স্বীয় যোগ্যতা ও পরিশ্রম করিয়া ব্যবসায় লাভবান হইলে লভ্যাংশ উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইবে, অন্য পক্ষে ব্যবসায় লোকসান হইলে উভয়েই লোকসানের ভাগী হইবে। এই ব্যবস্থা ন্যায়নীতি ও মানবতা সুলভ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুদের কল্যাণে শিল্পপতিগণ পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ পাইয়া থাকেন বলিয়া অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ফেলেন: কিন্তু সময়মত তাহা বিক্রি না হওয়ায় উৎপাদন বন্ধ করিতে হয়। ফলে শ্রমিকগণ বেকার হইয়া পড়ে, অর্থনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। সুদ ও ইসলাম সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নহে: সুতরাং এবিষয়ে আমরা এখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

ধনতন্ত্রবাদ ও ইসলামে সাদৃশ্য

এপর্যন্ত আমরা উভয় ব্যবস্থার মধ্যে শুধু পার্থক্য ও বৈসাদৃশ্যই দেখিলাম। এখন উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে কিনা তাহাও বিচার্য্য।

সম্পদে অধিকার:

উভয় ব্যবস্থাতেই সম্পদে ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আছে পূর্ণ ও অবাধ অধিকার, কিন্তু ইসলামী বিধানে উহা সর্তসাপেক্ষ. এই ব্যবস্থায় মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পত্তির মালিক নহে, সে শুধু তাহার তত্ত্বাবধায়ক (Trustee) সম্পদের প্রকৃত মালিক স্বয়ং আল্লাহতায়ালা। لله مافى السموات وما فى الارض ধনতন্ত্রবাদী ব্যবস্থায় ও ইসলামী বিধানে সম্পদের অধিকারী হওয়ার পদ্ধতি একরূপ নয়, প্রকৃত ইসলামী ব্যবস্থায় সুদের লভ্যাংশের অধিকারী হওয়া তো দূরের কথা—ইহার প্রচলনই নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ ও অন্যায় পথে অর্জিত অর্থের তত্ত্বাবধায়ক বা, অধিকারী হওয়া চলেনা। নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে, উত্তরাধিকারী সূত্রে বা হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদেরই তত্ত্বাবধায়ক হওয়া যায়। কিন্তু সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক হইয়া যথাযথ ভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন না করিলে অথবা অপচয় করিলে মুসলমানরূপে তাহার সম্পদের উপর অধিকার থাকেনা; প্রয়োজন হইলে ইসলামী রাষ্ট্র বলপূর্বক অর্থ আদায় করিতে পারে। (চলতি বছরের তর্জুমানের ৩২৫ পৃঃ।)

ব্যবসায় প্রতিযোগিতা:

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সুযোগ রহিয়াছে এবং এই সুযোগ একান্ত বলগাহীন, ইহাতে কোনরূপ বাঁধা নিষেধ আরোপিত করা চলেনা। পুঁজিবাদী সমাজে যে পরিবেশ ও অবস্থা বিদ্যমান তাহাতে শুধু অবস্থাপন্ন ভাগ্যবানেরাই সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকে। অসহায় সম্পদহীন দরিদ্র যাহারা তাহারা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কোনরূপ সুযোগই পায়না; অন্তপক্ষে সাধারণ অবস্থাপন্ন যাহারা তাহারাও পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর পুঁজিপতিদের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারেনা; ফলে প্রথম শ্রেণীর পুঁজিপতিরাই টিকিয়া থাকে এবং একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়া চরম বৈষম্য সৃষ্টি করে ও বিপর্যয় ঘটায়। ইসলামী ব্যবস্থায় কুত্রাপি অসাম্যের স্থান নাই; ধনীও নির্ধন; ছোট ও বড়, দাস ও প্রভু, ভৃত্য ও মনিব, এক কথায় সকলকেই সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। জীবন-যুদ্ধের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সমান সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। ইহার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অর্পিত হইয়াছে। হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে বিশেষ করিয়া হযরত ওমরের সময়কার ঘটনাবলিতেই এই নীতির জলন্ত নজীর দৃষ্ট হয়।

গণতন্ত্র:

ধনতন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি বর্তমান। ইহার প্রাথমিক অবস্থায় শাসন ক্ষমতায় পুঁজিপতিদের প্রভাব ছিল অত্যধিক। বহুলাংশে তাহাদের ইঙ্গিত ও ইশারাতেই সরকারী নীতি নির্ধারিত হইয়াছে এবং শাসনকার্য পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তীকালে গণজাগরণের ফলে ইহাদের প্রভাব কমিয়াছে এবং গণদাবীর জয় সূচিত হইয়াছে। কিন্তু ধনতন্ত্রী সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত গণতন্ত্র একদেশদর্শী। ইসলামী গণতন্ত্রের সাথে ইহার মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

এই গণতন্ত্র সংখ্যাধিক্যে নিয়ন্ত্রিত হয়; ফলে স্বদেশ ও স্বজাতির বৃহত্তর জনসংখ্যার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় কিন্তু বৈদেশিক নীতিতে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপরই গুরুত্ব আরোপিত হয়—

এই নীতির ফলে পুঁজিবাদী আদর্শের বদৌলতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়, পাশ্চাত্য জাতি সমূহ প্রাচ্য দেশগুলির রক্তমাংস তিলে তিলে শোষণ করিয়া ইহাদিগকে কঙ্কালসার করিয়া তুলে। পরবর্তী কালে প্রাচ্য দেশসমূহের অপূর্ব গণজাগরণ এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের ভীতির ফলেই তাহারা অধীনস্থ দেশগুলিকে একে একে আজাদ করিয়া দিতে থাকে। আমাদের প্রতি পুঁজিবাদী দেশগুলির বর্তমানে যে কিছু সহানুভূতি, সহযোগিতামূলক মনোভাব, ও শুভেচ্ছা দেখা যাইতেছে, ব্যথিত মানবতার প্রতি তাহাদের দয়ার্দ্র-চিত্ততা অপেক্ষা স্বীয় স্বার্থবোধই যে উহার পশ্চাতে অধিকতর অনুপ্রেরণা যোগাইতেছে এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

ইস্‌লামেও গণতন্ত্র আছে, কিন্তু ইহা পুঁজিবাদী গণতন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র। সংখ্যাধিক্যের নীতি এখানেও স্বীকৃত বটে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নহে। মৌলিক বিষয়বস্তু সম্পর্কিত নীতি সমূহে বা আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি কোরআন ও হাদীসে নির্ধারিত নির্দেশ দেওয়া থাকে তবে আইন পরিষদে ইহার বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত করা চলিবেনা। কিন্তু যে বিষয়ে কোন নির্দেশ বা ইঙ্গিত নাই সে বিষয়ে সংখ্যাধিক্যের সিদ্ধান্ত ইস্‌লাম বিরোধী না হইলে আইনসঙ্গত হইবে এবং ন্যায়তঃ তাহা সকলকেই মানিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে দুইটি উদাহরণ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি।

বদর যুদ্ধের পর বন্দীদিগের প্রতি আচরণ সম্পর্কে আলোচনায় হজরত ওমরের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া সংখ্যাধিক্য বলে তাহাদের মুক্তির ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ওহোদের যুদ্ধে অধিক সংখ্যক লোকের অভিমত অনুসারে মদিনার অভ্যন্তরে যুদ্ধ করার পরিবর্তে খোলা ময়দানে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্তপক্ষে সংখ্যাধিক্যের সিদ্ধান্ত যে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। ইরাক ভূমি মুসলমানদের দখলে আসিলে তাহা মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেও-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

য়ার প্রশ্ন দেখা দেয়; আলোচনা বৈঠকে বিজয়ী মুসলমানদের মধ্যেই তাহা ভাগাভাগী করিয়া দেওয়ার অনুকূলে মত প্রকাশিত হয়; কিন্তু হযরত ওমর ইহার বিরোধিতা করিয়া কোরআনের সুরায়ে হাশরের ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম আয়াত পর্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করেন যে, অনাগত ভবিষ্যৎকালের মুসলমানদের উপকারের জন্য ইরাকের জমি রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত হইবে। কোরআনের নির্দেশ সকলেই অবনত মস্তকে গ্রহণ করেন।‡ হযরত ওমরের সময়ের আর একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেসময়ে বিবাহের দেনমহরের পরিমাণ অত্যধিক বাড়িয়া যায়; ফলে গরীব বা সাধারণ অবস্থাপন্ন যুবকদের বিবাহ করা একটি বিশেষ সমস্যারূপে দেখা দেয়; তখন হযরত ওমর মজলিশে শুরার এক অধিবেশনে দেনমহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করেন, কিন্তু একটি বৃদ্ধা মহিলা হযরত ওমরের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিয়া বলেন, "হে ওমর, কোরআনের নির্দেশ অমান্য করিয়া কে তোমাদিগকে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে অধিকার দিয়াছে"? সুরায়ে নেছার ২০ وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا আয়তে আছে "যদি তোমরা স্ত্রীদের কাহাকেও স্বীকৃত ধনভাণ্ডার (দেনমহরের) দিয়া থাক তাহা হইলেও (তালাক দেওয়ার পর) তাহা হইতে কিছুই ফেরত লইওনা" বিবাহের দেনমহর সম্পর্কিত এই আয়ত শ্রবণ করিয়া তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন এবং ইহার পরই পুনরায় মজলিশে শুরার অধিবেশন আহ্বান করিয়া পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দেন।

ইসলামী বিধান অনুযায়ী মৌলিক নীতি বা কোরান হাদিসের ব্যবস্থা বিরোধী কিছু করা চলেনা; ধনতন্ত্রী ব্যবস্থাতেও সেইরূপ শাসনতন্ত্র বিরোধী কিছু করা যায় না। কিন্তু ধনতন্ত্রবাদী শাসনতন্ত্র পুঁজিবাদীদের স্বার্থ সংরক্ষণেই রচিত। কিন্তু ইসলামী শাসনতন্ত্রে কোন বিশেষ শ্রেণী, দল বা দেশের স্বার্থের প্রয়োজনে অন্যের ক্ষতিকর কোন নীতি বা আদর্শের স্থান নাই। ইহা সকল শ্রেণী, সকল দল, জাতি ও দেশের মানুষের সম অধিকার, সাম্যনীতি ও ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে রচিত। ইহাতে কোনরূপ শোষণ, অত্যাচার বা উৎপীড়নের অবকাশ নাই।

لاتظلمون ولاتظلمون

জনকল্যাণকর রাষ্ট্র: Social Welfare state আধুনিক যুগে সকল দেশই বলিয়া বেড়াইতেছে যে, তাহাদের রাষ্ট্র জনকল্যাণের নীতি দ্বারা পরিচালিত। জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররূপে পরিচিত হইবার যে প্রবণতা পুঁজিবাদী দেশ, কমিউনিষ্ট দেশে এবং নূতন আজাদী প্রাপ্ত প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে দেখা দিয়াছে তাহা আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই এই প্রবণতার কারণ গণজাগরণ। কমিউনিষ্ট দেশের জনকল্যাণকর ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বেই আমরা আলোকপাত করিয়াছি। পুঁজিবাদী ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিষয়ই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বস্তুতান্ত্রিকতার দিক দিয়া মানবজাতি ক্রমোন্নতির পথেই অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। ব্যাপক জনশিক্ষার—ফলেই পুঁজিবাদী দেশে সাধারণ মানুষের তথা বৃহত্তর জনসংখ্যার স্বার্থের প্রশ্নটাই বড় হইয়া জাতীয় জীবনে আত্মপ্রকাশ করিতেছে; জনমতের দাবী বলিষ্ঠ হইতেছে এবং শাসনক্ষেত্রে তাহাদের দাবী অগ্রাধিকার পাইতেছে। বিভিন্ন কারণে জনআন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। এই সমস্ত কারণে পুঁজিবাদী দেশে পুঁজিবাদীগণের প্রভাব প্রতিপত্তি কমিয়া গিয়া জনগণের কল্যাণকর কার্যাদি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সম্পাদিত হইতেছে; বিশেষ করিয়া ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন সরকারের পক্ষ হইতে বৃহত্তর জনসংখ্যার কল্যাণের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশও তাহাদের অনুকরণ করিতেছে। দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার প্রচলন গণস্বার্থ সংরক্ষণ, চাষী ও শ্রমিকগণের উন্নতি সাধন, নিরাপদে ও সুখশান্তিতে জীবন যাপনের ব্যবস্থা অবলম্বন ইত্যাদি নানাবিধ জনকল্যাণের কাজে পুঁজিবাদী দেশের সরকারসমূহ আত্মনিয়োগ করিয়াছে। অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন কার্যে সাহায্য

‡ আল ফারুক, কিতাবুল খেরাজ—আরাফাত ১ম বর্ষ—২৬ সংখ্যা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রদান করিবার জন্যও তাহারা আগাইয়া আসিতেছে এবং এই ব্যাপারে কমিউনিষ্ট দেশসমূহের সঙ্গে তাহাদিগকে মাঝে মাঝে প্রতিযোগিতায়—অবতীর্ণ হইতেও দেখা যায়। ইহা সত্যিই আশার কথা। কিন্তু অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন কার্যে সাহায্য করিবার ব্যাপারে এই যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য যতই মহৎ বলিয়া প্রচার করা হউক না কেন ইহাতে তাহাদের স্বার্থও যে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে তাহা কেহই উড়াইয়া দিতে পারিবেনা।

আসল কথা কমিউনিষ্ট এবং পুঁজিবাদী ব্লকের মধ্যে বিশ্বজগতে নেতৃত্ব লাভের প্রতিযোগিতা। আমেরিকা ও রাশিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শিবিরের নেতৃত্বগ্রহণ করিয়াছে, এই দুই শিবিরের মধ্যে নীতিগতভাবে কমিউনিজমের সহিত ইসলামের কোনরূপ সমঝোতা বা আপোষের সুযোগ নাই, ইহা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের পরিপন্থী। পরবর্তী সংখ্যায় আমরা ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিব। তবে বর্তমান সময়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন ও সংস্কার দেখা দিয়াছে তাহাতে কোন কোন বিষয়ে ইহা ইসলামী নীতি ও আদর্শের সহিত মিল থাকিলেও মূলতঃ ইহা ইসলামী ব্যবস্থাপনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

চৌদ্দশত পূর্বে প্রবর্তিত ইসলামের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শে বাধ্যতামূলক সমাজকল্যাণকর ব্যবস্থার নির্দেশ ছিল। পুঁজিবাদের সহিত ইসলামের বৈশাদৃশ্যের আলোচনায় আমরা ইহার—আলোকপাত করিয়াছি। হযরত উমর সমাজকল্যাণকর কার্য করিতে গিয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে সরকারের (Governoment) পক্ষ হইতে সেই যুগে জনগণের উন্নয়নমূলক কাজের যথাসম্ভব আঞ্জাম দেওয়ার পর যে উদ্বৃত্ত সরকারী অর্থ থাকিয়া যাইত তিনি জনগণের মধ্যে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী বণ্টন করিয়া দিতেন। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়া মুসলিম বিদ্বেষী ঐতিহাসিক Sir William muir পর্যন্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,

"A great nation dividing thus amongst them their whole revenues, spoils and conquests first on the principle of equal brotherhood and next on that of martial merit and spirituac distinction is a spectacle probably without parallel in the world" (Annals of Early Caliphahate, P, 227)

অর্থাৎ "এইভাবে একটি বিখ্যাত জাতি নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্যের সমস্ত রাজস্ব গনিমত (spoils) ও বিজিত সম্পদ প্রথমতঃ ভ্রাতৃত্বের নীতিতে সমভাবে এবং পরে—সামরিক যোগ্যতার মাপকাঠি ও আধ্যাত্মিক মানদণ্ডের পরিমাপে বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে দুনিয়াতে তাহার নজীর নাই।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে জনগণের কল্যাণ সাধনে ইসলাম যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সর্বশেষ অবস্থাতেও ততদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। এতদসত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইসলাম ও পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের সহিত এই দিকদিয়া কিছু সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

পুঁজিবাদের সহিত ইসলামের সামান্য সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য থাকিলেও ইহার মৌলিক আদর্শ—**"বলগাহীন সম্পদ অধিকার, অপ্রতিহত প্রতিযোগিতা এবং শোষণমূলক অর্থ বিনিয়োগ ব্যবস্থার (সুদ)** উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা মূলতঃ ইসলামী আদর্শ ও নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-নীতি কোন অবস্থাতেই ইসলাম সমর্থন করেনা। ইহা ছাড়া সমস্ত সম্পদ ও পার্থিব বিষয় সম্পর্কে উভয় আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যাখ্যায় মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থ সম্পদ শুধু ইহার মালিকের সর্বপ্রকার প্রয়োজন মিটান, আরাম আয়াসে দিন গোজরান এবং খোশখেয়াল পূর্ণ করার পথে কোন বাধা নিষেধ নাই। এই ব্যবস্থায় অর্থ সম্পদে মালিকের একচ্ছত্র অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। স্বীয় সম্পদের দ্বারা মালিক যাহা খুশী—তাহাই করিতে পারেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিতে কোন মানুষ সম্পদের মালিক নহে; সে সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক। তাহার অধিকার একমাত্র প্রয়োজন অনুসারে খরচ করা, কিন্তু কোনরূপ অপব্যয় না করা, সম্পদ নষ্ট না করা, সম্পদহীন, অভাবগ্রস্ত এবং বঞ্চিত যাহারা, তাহাদিগকে সাহায্য করা, আল্লার শাশ্বতবিধান দীনে ইলাহীর প্রচার কার্য চালনা করা এবং বিশ্ব মানব যাহাতে ইহা অবলম্বন পূর্বক মানব জনমের উদ্দেশ্যকে সার্থক, স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ এবং নিজ জীবনকে ধন্য করিতে পারে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা করা। এহেন মহান কার্য সমাধানের জন্য অনেক কিছুরই প্রয়োজন এবং ইহার মধ্যে ধনসম্পদেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। বিত্তশালীদিগকে এই মহান কার্য সম্পাদনের জন্য খরচ করিতে হইবে বিভিন্ন প্রকারে। —আদর্শ বিরোধী বিভিন্ন শক্তির সহিত সাফল্যের সঙ্গে মোকাবেলা করিতে পারে এমনভাবে সন্তানদিগকে আদর্শ শিক্ষা ও ট্রেনিং দানের জন্য তাহাদিগকে যেমন মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে তেমনি আল্লাহর শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা ও দীনে হকের প্রচার, প্রোপাগাণ্ডা এক কথায় তবলীগে দীন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহর শত্রু ও শয়তানের অনুচরদের সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জেহাদের জন্যও অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। এমন কি কর্তব্যের আহ্বানে প্রয়োজন হইলে সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া আদর্শকে সমুন্নত রাখিতে হইবে[১]।

এই মহান উদ্দেশ্যে ইসলামের অনুসারীদিগকে ধনসম্পদ ছাড়াও নিজজীবন আল্লার রাহে বিলাইয়া দিতে হইবে। কোরআন পাকে বলা হইয়াছে: "তোমরা সততঃ বিশ্বাস রাখিবে আল্লার উপর ও তাঁহার রছুলের উপর, আর আল্লার রাহে জেহাদ করিতে থাকিবে নিজেদের মাল ও জান কুরবান করিয়া; ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণজনক যদি তোমরা বুঝিতে পার"। (১০ : ৬১)

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خيرلكم ان كنتم تعلمون

"বস্তুতঃ স্বর্ণ রৌপ্যকে ভাণ্ডারে বন্ধ করিয়া রাখে ও তাহাকে আল্লার রাহে ব্যয় না করে যাহারা (হে রাছুল) আপনি তাহাদিগকে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সংবাদ দিয়া রাখুন। (কোরআন)

"পরম কল্যাণকে তোমরা কখনই পাইতে পারিবেনা যাবৎ না তোমরা সেই সমস্ত (ধন-দৌলত) হইতে ব্যয় করিতে পার যাহা তোমাদের প্রিয়: (৯১ : ৩)

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

"তুমি বলিয়া দাও আমার ধর্ম, আমার কুরবান, আমার জীবন ও মরণ সমস্তই সকল বিশ্বের প্রতিপালক প্রভু আল্লার জন্য" (১৬৩ : ৬)। উল্লিখিত আয়তসমূহ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, শুধু ধনসম্পদই নহে বরং মানুষের সর্বস্ব মহান আদর্শের উদ্দেশ্যে কোরবান করিয়া দেওয়ার জন্য তৈয়ার থাকিতে হইবে। ইসলামের দৃষ্টিতে ধনসম্পদ ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, ইহা মহান আদর্শ বাস্তবায়িত করিবার জন্য।

قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العلمين -

(ক্রমশঃ)

১) শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তায়মিয়া ইসলামী অর্থনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে তদীয় গ্রন্থ মজমুআয়ে রাসায়েলুল কোবরাতে উল্লিখিত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ লেখক H. K. Sherwani স্বীয় প্রবন্ধ Ibn-i-Taimiah's Economic thought—এ এসম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুন্তাছের আহমদ রহমানী

(পূর্বানুবৃত্তি)

২৫৯) হযরত জাবের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত

ان النبى صلى الله تعالى عليـه وسلم قال لـمريض صلى على وسادة فـرمـى بها وقال صلى على الارض ان استطعت والافاوم ايماء واجعل سجـودك اخفض من ركوعك -

হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) জনৈক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বালিশের উপর সিজদা করিতে দেখিলে তাহার বালিশটি দূরে ফলিয়া দিয়া বলিলেম, সমর্থ হইলে মাটিতে সিজদা কর, ইহাতে অসমর্থ হইলে ইশারা করতঃ নমায সমাধা কর কিন্তু এই অবস্থায় সিজদাকালে তোমার মস্তক রুকূ' অপেক্ষা অধিক নত করিবে।—বয়হকী মযবুত সনদে। কিন্তু আবুহাতিম ইহার মওকূফ হওয়াকেই বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সিজ্‌দায়ে ছহ্‌ও ইত্যাদির বিবরণ

২৬০) হযরত আবদুল্লাহ বিন বুহায়না (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, একদা

ان النبى صلى الله تعالى عليـه وسلم صلى بهـم الظهر فقام فى الركعتين الا وليـين ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلوة وانـتظـر الناس تسليمة كبر وهـو جالس وسجـد سجدتين قبل ان يسلم ثـم سلم -

নবী করীম (দঃ) ছাহাবাগণকে যুহরের নমায পড়াইলেন এবং দুই-রাকআতের পর (ভ্রম-বশতঃ) দাঁড়াইয়া গেলেন—বসিলেন না। মুক্তাদীগণও তাঁহার সহিত দাঁড়াইয়া গেলেন। নমায সমাপ্ত হইলে মুক্তাদীগণ ছালাম ফিরানোর অপেক্ষায় ছিলেন এমন সময় হযরত উপবেশন অবস্থায়ই তক্‌বীর বলিয়া দুইটি সিজ্‌দা করিলেন অতঃপর ছালাম ফিরাইলেন।—সিহাহ্-সিত্তা ও আহমদ; শব্দগুলি বুখারী হইতে গৃহীত। মুস্‌লিমের বর্ণনাতে "প্রতি সিজ্‌দার জন্ত হযরত তক্‌বীর বলিলেন এবং মুক্তাদীগণ হযরতের সহিত সিজ্‌দা করিলেন প্রথম তশহহুদের পরিবর্তে যাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন" বর্ধিত হইয়াছে[১]।

২৬১) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা নবী করীম (দঃ) ছাহাবাগণের

صلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم احدى صلوتى العشى ركعتين ثـم سلم ثـم قام الى خشبة فـى مقـدم المسجد فوضـع يـده عليها وفى القوم ابـوبكر وعمر فهـابا ان يكلماه وخـرج سرعان الناس فقالوا اقصرت الصلوة ورجل يـدعـوه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذا اليديـن فـقال يارسول الله انسيت ام

সহিত বৈকালিক নমায (যোহর অথবা আছরের নমায) দুই রাক্‌আত পড়িলেন আর ছালাম ফিরাইয়া দিলেন। অতঃপর মস্‌জিদের সম্মুখে রক্ষিত একটি কাষ্ঠখণ্ডে হস্তদ্বয় রাখিয়া দাঁড়াইলেন। সেই জমাআতে হযরত আবুবকর এবং হযরত উমরও ছিলেন কিন্তু এসম্পর্কে হযরতের

---

১) সিজ্‌দা সহ্‌ও কোন্ সময় করিতে হইবে—ছালাম ফিরানোর পূর্বে না পরে—এবিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। আল্লামা এরাকী তিরমিযীর ভাষ্যে আট প্রকার মতের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট মত হইতেছে এই যে, ছালামের পূর্বে ও পরে সম্পর্কিত হাদীসগুলির মধ্যে তৎবীক বা সমীকরণ করা উচিত। উভয় হাদীসকে স্বস্ব স্থানে সেই ভাবেই কার্যে পরিণত করা বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ লোক্‌সান জনিত ভ্রমকালে সিজ্‌দায় ছহ্‌ও ছালামের পূর্বে আর বৃদ্ধি[illegible]ত ত্রুটিতে ছালামের পর সিজ্‌দা করা উচিত। কিন্তু অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, সিজ্‌দা ছহ্‌ও ছালামের পূর্বে অথবা পরে করিলে উভয় অবস্থায় নমায সিদ্ধ হইবে উহাতে ত্রুটি আসিবেনা এসম্পর্কে বিদ্বানগণের কোন মতবিরোধ নাই। বিদ্বানগণের মতবিরোধ শুধু শ্রেষ্ঠত্ব বা আফযলিয়ত সম্পর্কেই সংঘটিত হইয়াছে।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

قصرت فقال لم انس ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر - وفى رواية لمسلم صلوة العصر ولابى داؤد فقال اصدق ذواليدين فاوموا اى نعم -

(দঃ) সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিতে সংকোচ বোধ করিলেন। জমাআতে যেসমস্ত হাল্কা প্রকৃতির লোক ছিল তাহারা দ্রুত বেগে নমায হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল। মুছল্লীদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি ছিলেন রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে যুল ইয়াদায়ন বলিয়া আখ্যাত করিতেন, তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল (দঃ) নমায কম করা হইয়াছে না আপনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন? হযরত উভয়বিধ প্রশ্নের অস্বীকার করিলে তিনি পুনরায় বলিলেন, নিশ্চয় উহার একটি সংঘটিত হইয়াছে। (এই আলোচনার যথার্থতা অনুধাবন করিয়া) রসূলুল্লাহ (দঃ) পুনরায় দুই রাক্আত নমায সমাধা করিয়া ছালাম ফিরাইলেন। অতঃপর তক্বীর বলিয়া পূর্বের ন্যায় অথবা তদপেক্ষা সুদীর্ঘ সিজ্দা করিয়া মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং তক্বীর বলিলেন।—বুখারী ও মুস্লিম।

মুস্লিমের সূত্রে আছরের নমাযের উল্লেখ রহিয়াছে; আবুদাউদের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবাবৃন্দকে যুল ইয়াদায়নের কথার যথার্থতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহারা উহার যথার্থতার সাক্ষ্য দান করিলেন। এইরূপ বুখারী মুস্লিমেও বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু উহাতে ফাকালূ (ফাআওমূ'র পরিবর্তে) বর্ণিত হইয়াছে। অপর সূত্রে—যতক্ষণ হযরতের একীন হয়নাই তিনি সিজ্দা করেননাই—বর্ণিত হইয়াছে।

২৬২) হযরত ইম্রান বিনে হুছায়ন (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী (দঃ) ছাহাবাগণের সহিত নমায পড়িলেন এবং উহাতে ভ্রম সংঘটিত হইল সুতরাং রসূল (দঃ) দুইটি সিজ্দা ছহ্ও করিলেন। অতঃপর তশহ্হুদ পাঠ করার পর ছালাম ফিরাইলেন।—আবুদাউদ ও তির্মিযী। তিনি ইহাকে হাসন বলিয়াছেন এবং হাকিম এই হাদীস বর্ণনা করতঃ উহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم -

২৬৩) হযরত আবুছাঈদ খুদ্রীর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যদি তোমাদের কাহারও নমাযে সন্দেহ উপস্থিত হয় আর তিন অথবা চার রাক্আত পড়িয়াছে তাহা সে নিরূপণ করিতে না পারে তাহাহইলে এমতাবস্থায় সন্দেহ পরিহার করতঃ তাহার নিজের বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল হইয়া নমায সমাপ্ত করা উচিত অতঃপর ছালাম ফিরানোর পূর্বে দুইটি সিজ্দা (ছহ্ওর জন্য) করা বাঞ্ছনীয়। যদি বাস্তবপক্ষে সে পাঁচ রাক্আত পড়িয়া থাকে তাহাহইলে উক্ত সিজ্দাদ্বয় সেই এক রাক্আতকে জোড়া করিয়া দিবে (এবং সে নফল নমাযের ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে) আর যদি প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ চার রাক্আতই হইয়া থাকে তাহাহইলে উহা শয়তানের লাঞ্ছনার বস্তুতে পরিণত হইবে।—মুস্লিম।

قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا شك احدكم فى صلوته فلم يدر كم صلى ثلثا ام اربعا فليطرح الشك وليبن على مااستيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلوته وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان

২৬৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন মসঊদ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) নমায সমাধা করিলেন কিন্তু যখন তিনি ছালাম ফিরাইলেন তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হে আল্লাহর রসূল, নমাযে নূতন কোন পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে কি? হযরত: তাহা কি? ছাহাবাগণ বলিলেন, আপনি এইরূপ নমায সমাধা করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করতঃ কেবলার দিকে ফিরিয়া বসিলেন এবং

قال صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما سلم قيل له يارسول الله احدث فى الصلوة شى قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لوحدث فى الصلوة شى انبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكرونى واذ شك احدكم فى صلوته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين -

www.ahlehadeethbd.org

দুইটি সিজ্‌দা করিয়া ছালাম ফিরাইলেন। অতঃপর আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করতঃ বলিলেন, দেখ যদি নমাযে কোন নূতন ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহাহইলে আমি তোমাদিগকে অবশ্যই (সঙ্গে সঙ্গে) জ্ঞাত করাইব। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে, আমি তোমাদের ন্যায় মানুষ মাত্র; তোমরা যেরূপ ভুলিয়া থাক তদরূপ আমারও ভ্রম সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নয়। অতএব যদি কোন সময় ভুল সংঘটিত হইয়া যায় তাহাহইলে তোমরা আমাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিবে। আর যদি তোমাদের কাহারও নমাযে সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহাহইলে কোন্ ধারণাটি সঠিক তাহা স্থির করতঃ সে অনুযায়ী নমায পূর্ণ করা বাঞ্ছনীয়। অতঃপর দুইটি সিজ্‌দা করা উচিত।—বুখারী ও মুসলিম। বুখারীর অপর বর্ণনাতে নমায পূর্ণ করতঃ ছালাম ফিরাইবে অতঃপর সিজ্‌দা করিবে এবং মুসলিমের বর্ণনাতে উল্লিখিত আছে যে, নবী (দঃ) ছালাম ফিরাইয়া কথা- বার্তা বলার পর সিজ্‌দা করিলেন।—আহমদ ও আবুদাউদ এবং নাছায়ীর সূত্রে আবদুল্লাহ বিনে জা'ফর প্রমুখাৎ মরফু'ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যেব্যক্তি নমাযে সন্দেহে পতিত হয় তাহার জন্য ছালাম ফিরানোর পর দুই সিজ্‌দা করা উচিত। ইবনে খুযায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سجد سجدتى السهو بعد السلام والكلام

২৬৫) হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যদি তোমাদের কেহ নমাযে সন্দেহে উপস্থিত হয় অর্থাৎ দুই রাকাআতের পর সম্পূর্ণভাবে দাঁড়াইয়া যায় তাহাহইলে তাহার জন্য এইভাবেই নমায সম্পূর্ণ করা উচিত, পুনরায় বসিবার প্রয়োজন নাই এবং এরূপ অবস্থায় তাহার জন্য দুইটি সিজ্‌দা করা উচিত। পক্ষান্তরে সে যদি সম্পূর্ণরূপ দাঁড়াই না থাকে তবে পুনরায় বসিয়া যাওয়া উচিত এবং এই অবস্থায় তাহার প্রতি সিজ্‌দা ছহ্‌ও আবশ্যকীয় হইবেনা।—আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারকুত্‌নী দুর্বল সূত্রে।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقام فى الركعتين فاستتم قائما فليمض ولا يعود وليسجد سجدتين فان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه

২৬৬) হযরত উমরের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যাহারা ইমামের পশ্চাতে নমায পড়িতেছে তাহাদের কোন ছহ্‌ও (ভ্রম) নাই কিন্তু যদি ইমাম ভ্রমে পতিত হয় তাহাহইলে ইমাম ও ও মুক্তদী সকলকেই সিজ্‌দা ছহ্‌ও করিতে হইবে।—বয্‌যার ও বয়হকী দুর্বল সূত্রে।

ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه

২৬৭) হযরত ছওবানের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ নবী (দঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি ইর্শাদ করিয়াছেন, প্রতি ভ্রমের জন্য নমাযে দুইটি সিজ্‌দা ছালাম ফিরানোর পর করা উচিত।—আবুদাউদ ও ইবনে মাজাহ দুর্বল সূত্রে।

عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم

২৬৮) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমরা "ইযাস্‌সামাউন্‌ শক্‌কাৎ" এবং ইক্‌রা' বিছমিরাব্বিকা" সূরা-দ্বয়ে রসূলুল্লাহর সহিত সিজ্‌দা করিয়াছি।—মুসলিম।

قال سجدنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك

২৬৯) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাছ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, সূরা সাদের সিজ্‌দা অত্যাবশ্যকীয় না হইলেও আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়াছি তিনি উহাতে সিজ্‌দা করিতেন।—বুখারী। আবদুল্লাহ বিন আব্বাছ আরও বলিয়াছেন যে, নবী করীম (দঃ) সূরা আন্নজ্‌মে সিজ্‌দা করিয়াছেন।—বুখারী।

قال ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسجد فيها

২৭০) হযরত যয়দ বিন ছাবেত (রাযিঃ) বলিয়াছেন যে, আমি নবী করীমের (দঃ) নিকট সূরা আন্নজ্‌ম পাঠ

قرأت على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها

www.ahlehadeethbd.org

করিয়াছি কিন্তু তিনি উহাতে সিজ্‌দা করেন নাই[১]।—বুখারী ও মুসলিম।

২৭১) হযরত খালেদ বিন মা'দন (রাযিঃ) বলিয়াছেন যে,

قال فضلت سورة الحج بسجدتين،

সূরা হজ্জকে দুইটি সেজদা দ্বারা মর্যাদাসম্পন্ন করা হইয়াছে।—আবুদাউদ তাঁহার মুর্সালসমূহে এই হাদীসটি রেওয়ায়ত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আহমদ ও তিরমিযী হযরত উক্‌বা বিন 'আমিরের (রাযিঃ) সূত্রে ইহাকে যুক্ত সনদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং উহাতে বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি উক্ত সিজ্‌দাদ্বয় না করে তাহার জন্য উক্ত সূরা পাঠ করা উচিত নয়। কিন্তু ইহার সনদ দুর্বল[২]।

২৭২) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন,

قال يا ايها الناس انما نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه، وفيه انا الله لم يفرض السجود الا ان يشاء۔

হে মানবমণ্ডলী বস্তুতঃ আমরা তোমাদের সম্মুখে সিজ্‌দার আয়ত পাঠ করিয়া থাকি) ইহা শ্রবণান্তে) যাহারা সিজ্‌দা করে থাকে তাহারা সঠিক কাজ করে আর যাহারা সিজ্‌দা করেনা তাহাদেরও কোনরূপ পাপ হইবেনা।—বুখারী। ইহাতে আরও বর্ণিত হইয়াছে দেখ, আল্লাহ সিজ্‌দাকে ফরয করেন নাই কিন্তু যদি কেহ চায় (তাহাহইলে করিতে পারে)। এই হাদীস মুওয়াত্তাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

২৭৩) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে,

كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فاذا مر بالسجدة كبر و سجد وسجدنا معه،

নবী (দঃ) আমাদের সম্মুখে কুরআন তেলাওয়াত করিতেন এবং যখন সিজ্‌দার আয়ত তেলাওত করিতেন তখনই তকবীর বলিয়া সিজ্‌দা করিতেন এবং আমরা তাঁহার সহিত সিজ্‌দা করিতাম।—আবুদাউদ দুর্বল সনদে।

২৭৪) হযরত আবুবক্‌রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে,

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا جاءه امر يسره خرساجدا لله،

নবী (দঃ) এর নিকট যখন কোন আনন্দদায়ক সংবাদ আসিত তখন তিনি আল্লাহর (শোক্‌র গোযারীর জন্য) সিজ্‌দা করিতেন।—আহমদ ও সুনন, নাসায়ী ব্যতীত।

২৭৫) হযরত আবদুররহমান বিনে আওফ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, একদা

سجد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فاطال السجود ثم رفع راسه وقال ان جبرئيل اتانى فبشرنى فسجدت لله شكرا،

নবী করীম (দঃ) সিজদা করিলেন এবং সুদীর্ঘ সময় সিজ্‌দা করিতে থাকিলেন। অতঃপর মস্তক উত্তোলন পূর্বক বলিলেন, এখনই হযরত জিব্রীল আমার নিকট আগমন করিয়া সুসংবাদ দান করিলেন। সুতরাং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন নিবন্ধন আমি সিজ্‌দা করিলাম।—আহমদ এবং হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

২৭৬) হযরত বরা' বিন-আযিব (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে,

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعث عليا الى اليمن فذكر الحديث قال فكتب على (رض)

রসূলুল্লাহ (দঃ) আলীকে এমনে (গবর্ণররূপে) প্রেরণ করিলেন। সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনার পর তিনি বলিলেন, আলী এমন

---

১ এই হাদীস পূর্বোল্লিখিত আবদুল্লাহ বিন আব্বাছ কর্ত্তৃক বর্ণিত ২৬৯নং হাদীসের বিপরীত, উভয় হাদীসে যে তা'আরোয দেখা যাইতেছে উহার সমীকরণ এই যে, রসূলুল্লাহ কোন সময় উক্ত সূরায় সিজ্‌দা করিয়াছেন এবং কোন সময় সিজ্‌দা করেন নাই। ইহাতে অধিকাংশ (জমহুর) বিদ্বানগণের মতে সিজ্‌দার সুন্নত হওয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে এবং হানাফী বিদ্বানগণের—সিজ্‌দা ওয়াজেব হওয়া—মতের প্রতিবাদ প্রতিপন্ন হইতেছে।—অনুবাদক।

২) দুর্বল হওয়ার কারণ এই যে, ইহার সনদে ইব্‌নে লেহ্‌ইয়া রাবী রহিয়াছেন এবং তিনি এককভাবে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আবুদাউদে উক্‌বা বিন 'আমিরের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে,

قلت يارسول الله فى سورة الحج سجدتان قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما،

আমি বলিলামঃ হে আল্লাহর রসূল (দঃ) সূরায়ে হজ্জে কি দুইটি সিজ্‌দা? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। এবং যে উহাতে সি[জ্‌]দা করেনা তাহার পক্ষে উহা পড়াই উচিত নহে। যাহারা সূরা হজ্জে শুধু একটি সিজ্‌দা স্বীকার করেন, এই হাদীস তাহাদের মযহবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। উপরন্তু উপরে উল্লিখিত ইব্‌নে লেহ্‌ইয়া কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে ইমাম হাকীম হযরত ইব্‌নে উমর, ইব্‌নে মসঊদ, ইবনে আব্বাস, আবুদ্দরদা, আবু মূসা এবং আম্মারের সূত্রে মওকূফভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।—নয়লুল আওতার ও সুবুলুস্‌সালাম।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইতে এমনিবাসীর ইস্- লাম গ্রহণের সংবাদ দিয়া হযরতের খিদমতে একটি চিঠি প্রেরণ করিলেন। আঁ-হযরত (দঃ) আলীর এই চিঠি পাঠ করিয়া আল্লাহর শোকুরগোযারী নিবন্ধন সিজ্‌দা করিলেন।—বয়হকী; এই মূল বিবরণ বুখারীতেও বর্ণিত হইয়াছে।

باسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله على ذلك'

নবম পরিচ্ছেদ

নফল নমাযের বিবরণ

২৭৭) হযরত রবীয়া আসলমীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন কিছু ছওয়াল কর। আমি বলিলাম, হুযূর! বেহেশতে আপনার সাহচর্য কামনা করিতেছি। রসূলুল্লাহ পুনরায় বলিলেন, ইহা ব্যতীত অন্য কিছু? আমি বলিলাম ইহাই আমার একমাত্র কাম্য। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা তাহাহইলে তুমি অধিক মাত্রায় সিজ্‌দা—নফল নমায—দ্বারা আমাকে সাহায্য কর।—মুসলিম।

قال قال لى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سل فقلت اسئلك مرافقتك فى الجنة فقال او غير ذلك فقلت هو ذاك قال فاعنى على نفسك بكثرة السجود'

২৭৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহর নিকট হইতে দশ রাক্‌আত নমায স্মরণ করিয়াছি অর্থাৎ দুই রাক্‌আত যুহরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাক্‌আত উহার পরে, দুই রাক্‌আত মগ্‌রিবের পর যাহা হযরত তাঁহার বাসগৃহে সমাধা করিতেন, দুই রাক্‌আত ইশার পরে যাহা তিনি বাসগৃহে পড়িতেন এবং দুই রাক্‌আত ফজরের (ফরযের) পূর্বে—এই মোট ১০ রাক্‌আত নফল নমায।—বুখারী ও মুসলিম। অপর বর্ণনাতে এবং দুই রাক্‌আত জুমআর পরে যাহা গৃহে সমাধা করিতেন। মুসলিমের সূত্রে ফজরের সময় হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) সংক্ষিপ্ত দুই রাক্‌আত (ফজরের সুন্নত) ব্যতীত আর কিছুই সমাধা করিতেননা।

قال حفظت من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب فى بيته وركعتين بعد العشاء فى بيته وركعتين قبل الصبح'

২৭৯) হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) যুহরের পূর্বে চার রাক্‌আত এবং ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাক্‌আত কদাচ পরিত্যাগ করিতেননা।—বুখারী।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة'

২৮০) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নবী করীম (দঃ) ফজরের সুন্নত ব্যতীত অন্য কোন নফল নমায সমূহে কঠোরভাবে আমল করিতেননা।—বুখারী ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনাতে 'ফজরের দুই রাক্‌আত (সুন্নত) দুনিয়া এবং উহার অন্তর্গত সমুদয় বস্তু অপেক্ষা শ্রেয়ঃ' বর্ধিত হইয়াছে।

لم يكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر – ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها'

২৮১) জননী উম্মে হবীবা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) বলিতে শুনিয়াছি যেব্যক্তি প্রতি দিবারাত্রিতে বার রাক্‌আত (নফল) নমায আদা করিবে উহার পরিবর্তে তাহার জন্য বেহেশ্‌তে একটি গৃহ নির্মাণ করা হইবে।—মুসলিম। অপর বর্ণনাতে "নফল হিসাবে" উদ্ধৃত হইয়াছে।—তিরমিযীতে চারি রাক্‌আত যুহরের (ফরযের) পূর্বে এবং দুই রাক্‌আত পরে, দুই রাক্‌আত মগ্‌রিবের (ফরযের) পর, দুই রাক্‌আত ঈশার পর এবং দুই রাক্‌আত ফজরের ফরযের পূর্বে' বর্দ্ধিত হইয়াছে। সুনন ও আহমদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যেব্যক্তি যুহরের পূর্বে ও পরে চার রাক্‌আত

قالت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من صلى اثنى عشرة ركعة فى يوم وليلة بنى له بهن بيت فى الجنة'

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(সুন্নতের) প্রতি যত্নবান হইবে, আল্লাহ তাহাকে নরকের প্রতি অবৈধ করিয়া দিবেন।

২৮২) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رحم الله امرأ صلى اربعا قبل العصر'

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক যে আসরের পূর্বে চার রাক্আত (সুন্নত) নমাযা করে থাকে।—আহমদ, আবুদাউদ ও তিরমিযী; তিনি ইহাকে হাসন বলিয়াছেন ও ইবনে খুযায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

২৮৩) হযরত আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফল মুযনী (রাযিঃ) নবী করীম (দঃ) হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, মগ্রিবের (ফরয) পূর্বে তোমরা (দুই রাক্আত সুন্নত) নমায সমাধা কর, এই উক্তি দুইবার উচ্চারণ করার পর তৃতীয়বার হযরত বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয়। এইরূপ তিনি এই জন্য বলিলেন যে, যাহাতে উহাকে জনসাধারণ সর্বকালীন সুন্নতে পরিণত না করে।—বুখারী। ইবনে হিব্বানের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মগ্রিবের পূর্বে তোমরা দুই রাক্আত সমাধা কর। মুসলিমে হযরত আনসের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আমরা দুই রাক্আত নমায পড়িতাম এবং হযরত নবী করীম (দঃ) উহা দর্শন করিতেন অথচ আমাদেরকে হুকুমও দিতেননা আর নিষেধও করিতেননা।

২৮৪) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, নবী (দঃ) ফজরের ফরযের পূর্বকার দুই রাক্আত সুন্নত অতি সংক্ষিপ্তভাবে সমাধা করিতেন উহাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়িয়াই ক্ষান্ত হইতেন বলিয়া আমার ধারণা হইত।—বুখারী ও মুসলিম।

২৮৫) হযরত আবুহুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ فى ركعتين الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد'

রসূলুল্লাহ (দঃ) ফজরের সুন্নতে কুলইয়া এবং কুলহুআল্লাহ সূরাদ্বয় পাঠ করিতেন।—মুসলিম।

২৮৬) হযরত আয়েশার [রাযিঃ] মারফত বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী [দঃ] যখন ফজরের সুন্নত দুই রাক্আত সমাধা করিতেন তখন দক্ষিণ পার্শ্বদেশে শয়ন করিতেন।—বুখারী। قالت كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه الايمن

২৮৭) হযরত আবুহুরায়রার [রাযিঃ] বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছেন; যখন তোমাদের কেহ ফজরের দুই রাক্আৎ সুন্নত সমাধা করিয়া ফেলে তখন তাহার জন্য ডানপার্শ্বে [কিছুক্ষণ] শয়ন করা উচিত[১]।—আহমদ, আবুদাউদ ও তিরমিযী; তিনি ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। اذا صلى احدكم الركعتين قبل صلوة الصبح فليضطجع على جنبه الايمن'

২৮৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর [রাযিঃ] প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ [দঃ] ইর্শাদ করিয়াছেন, রাত্রির নমায দুই দুই রাক্আৎ। অতঃপর قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلوة الليل مثنى مثنى فاذا خشى احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

১) ফজরের দুই রাক্আৎ সুন্নত পড়ার পর ডানপার্শে শয়ন করার হাদীস, আয়েশা, আবুহুরায়রা, মা'মর, ইউনুস বিন যয়দ এবং আমর বিন হারিসের মারফত বুখারী, মুসলিম, আহমদ ও সুনন গ্রন্থে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই সমুদয় হাদীস দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে ফজরের সুন্নতের পর ডানপার্শে শয়ন করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হইতেছে। যাহারা ইহার প্রতি আমলকারীদের দর্শন করিয়া নাক সিটকাইয়া থাকেন অথবা যাহারা ইহাকে মকরূহ বলিয়া থাকেন তাহাদের অজ্ঞতার প্রতি মাতম করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সমস্ত শয়ন করার পর জাগ্রত হইলে স্বভাবতঃ শরীরে যে অবসন্নতা অনুভূত হইয়া থাকে সুন্নতের পর দক্ষিণ কাতে শয়ন করিলে উহা বিদূরিত হইয়া যায়। রসূলুল্লাহ (দঃ) উক্ত শয়নকালে একটি দোয়াও পাঠ করিতেন। —অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

তোমাদের কেহ প্রভাত প্রস্ফুটিত হওয়ার আশঙ্কা করে তাহা হইলে এক রাক্‌আৎ বিত্‌র পড়িয়া তাহার পূর্বেকার সমুদয় নমাযকে এই বিত্‌র [বেজোড়া] করিয়া দিবে।—বুখারী ও মুসলিম। আহ্‌মদ ও সুনানেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইবনে হিব্বান নিম্ন বর্ণিত শব্দ সম্বলিত হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন, দিবা-রাত্রির নমায দুই দুই রাক্‌আৎ। কিন্তু ইমাম নাছায়ী ইহাকে ভ্রম বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

صلوة الليل والنهار مثنى مثنى

২৮৯) হযরত আবুহুরায়রাঃ [রাযিঃ] বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিয়া-ছেন, ফরয নমাযের পর উৎকৃষ্ট নমায হই-তেছে রাত্রিকালের নমায।—মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الصلوة بعد الفريضة صلوة الليل

২৯০) হযরত আবু আইউব আন্‌সারী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়া-ছেন যে, বিত্‌র নমায প্রতি মুসলিমের জন্যই বরহক। অতএব যে পাঁচ রাক্‌আত বিত্‌র পড়িতে পছন্দ করে সে তাহাই করিবে, যে তিন রাক্‌আত পড়িতে ভালবাসে সে তিন রাক্‌আতই পড়িবে এবং যে এক রাক্‌আত বিত্‌র নমাধা করিতে ভালবাসে সে এক রাক্‌আতও নমাধা করিতে পারে।—সুনন-তির-মিযী ব্যতীত। ইবনে হিব্বান এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। ইমাম নাছায়ী ইহার মওকুফ হওয়াকেই রাজেহ্‌ বলিয়াছেন।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل

২৯১) হযরত আলী ইবনে আবিতালিব (রাযিঃ) বলিয়াছেন, বিত্‌র নমায ফরযের ন্যায় অবশ্য করণীয় নহে বরং উহা সুন্নত; রসূলুল্লাহ (দঃ) উহাকে সুন্নত করিয়াছেন।—নাছায়ী ও তিরমিযী; তিনি ইহাকে হাসান বলিয়াছেন এবং হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال ليس الوتر بحتم كالمكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

২৯২) হযরত জাবের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) রমযান মাসে কতিপয় রজনীতে কিয়াম—নৈশ এবাদৎ করিলেন। অতঃপর পরবর্তী রজনীতে সাহাবাগণ (নামাজের জন্য) হযরতের অপেক্ষায় রহি-লেন কিন্তু তিনি (দঃ) আর বাহির হইলেননা। পরবর্তী সময়ে তিনি বলিলেন, (প্রত্যহ এইরূপ জমা-আত করিলে) আমার ভয় হইল যে, বিত্‌র নমায তোমাদের প্রতি ফরয করিয়া দেওয়া হইবে (তাই বহির্গত হইলামনা)।—ইবনে হিব্বান।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قام فى شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال انى خشيت ان يكتب عليكم الوتر

২৯৩) হযরত খারেজা বিনে হুযায়ফা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়া-ছেন, বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদিকে এমন নমায প্রদান করিয়াছেন যাহা তোমাদের জন্য লোহিত-বর্ণ পশু অপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃ। আমরা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রসূল (দঃ) উহা কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা ঈশা এবং ফজ্‌রের নমাযের মধ্যবর্তী বিত্‌র নমায—আহ্‌মদ ও সুনন; নাসায়ী ব্যতীত। ইমাম হাকিম এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং ইমাম আহ্‌মদ কর্তৃক এইরূপ হাদীস আম্‌র বিনে শোয়েব আন্‌জাদ্দিহি সূত্রেও রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله امدكم بصلوة هى خير لكم من حمر النعم قلنا وماهى يارسول الله قال الوتر مابين صلوة العشاء الى طلوع الفجر

২৯৪) হযরত আবদুল্লাহ বিনে বুরায়দা স্বীয় পিতা বুরায়দার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়া-ছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, বিত্‌র নমায সঠিক অতএব, যেব্যক্তি বিত্‌র অস্বীকার করিবে —পড়িবেনা—সে আমাদের (মুসলিম) দলভুক্ত নয়।—

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا

www.ahlehadeethbd.org

আবুদাউদ কময়ুর সনদে। কিন্তু হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং আহমদে আবুহুরায়রার সূত্রে ইহার একটি দুর্বল সাক্ষ্যও বর্ণিত হইয়াছে।

২৯৫) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) রমযান অথবা অপরাপর মাসে (নৈশ নমায) এগার রাক্আতের অধিক কখনও সমাধা করিতেননা। তিনি প্রথমে চারি রাক্আত অতিসুন্দর এবং সুদীর্ঘতার সহিত সমাধা করিতেন অতঃপর আরও চার রাক্আত সেইরূপ সুন্দর ও দীর্ঘতার সহিত সমাধা করিতেন। ইহা এতই সুন্দর ও সুদীর্ঘ হইত যে, সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদের কোন আবশ্যক করেনা। অতঃপর হযরত তিন রাক্আত (বিত্র) সমাধা করিতেন। জননী আয়েশা বলেন, (যখন হযরত বিত্রের পূর্বে শয়ন করিতেন তখন) আমি বলিতাম, হে আল্লাহর রসূল, আপনি বিত্র নমায না পড়িয়াই নিদ্রা যাইতেছেন? (উত্তরে) হযরত বলিতেন, দেখ, আয়েশা! আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যায় বটে কিন্তু আমার অন্তর কদাচ নিদ্রাভিভূত হয়না।—বুখারী ও মুসলিম। অপর বর্ণনাতে তাঁহার বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) নৈশ নমায দশ রাক্আত সমাধা করিতেন, এক-রাক্আত বিত্র পড়িতেন এবং ফজরের দুই রাক্আত সুন্নত সমাধা করিতেন এই সর্বমোট ত্রয়োদশ রাক্আত নৈশ নমায সমাধা করিতেন।—বুখারী ও মুসলিম।

২৯৬) জননী আয়েশার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে; রসূলুল্লাহ (দঃ) রাত্রিকালে তের রাক্আত নমায সমাধা করিতেন তন্মধ্যে পাঁচ রাক্আত বিত্র এবং উক্ত পাঁচ রাক্আতের মধ্যে তিনি উপবেশন না করিয়া শুধু রাক্আতে (তশহহুদের জন্য) উপবেশন করিতেন। বুখারী ও মুসলিম।

২৯৭) জননী আয়েশা আরও বলিয়াছেন যে, রাত্রের প্রত্যেক অংশেই রসূলুল্লাহ (দঃ) বিত্র সমাধা করিতেন এমন কি কোন সময় প্রভাতের পূর্বপর্যন্ত তাঁহার বিত্র সমাপ্ত হইত।—বুখারী ও মুসলিম।

২৯৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিনে আছ (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, আবদুল্লাহ! তুমি (জনৈক ব্যক্তির নাম উচ্চারণ পূর্বক) অমুকের ন্যায় হইওনা সে নৈশ ইবাদৎ করিত কিন্তু এখন উহা পরিত্যাগ করিয়াছে।—বুখারী ও মুসলিম।

২৯৯) হযরত আলী বিনে আবুতালিব (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, হে কুরআনের ধারক (মুসলিম) সমাজ, তোমরা বিত্র নমায সমাধা করিতে থাক বস্তুতঃ আল্লাহ বিত্র (বেজোড়) এবং তিনি বিত্র পছন্দ করিয়া থাকেন।—আহমদ ও সুনন। ইবনে খুযায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৩০০) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী (দঃ) হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি (দঃ) বলিয়াছেন; দেখ মুসলিম সমাজ, তোমরা বিত্রকেই রাত্রিকালের শেষ নমাযরূপে সমাধা করিও।—বুখারী ও মুসলিম।

৩০১) হযরত তলক বিন আলী (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহকে

www.ahlehadeethbd.org

তعالى عليه وسلم يقول لاوتران في ليلة

একই রজনীতে দুই বিত্র নমায নাই।—আবুদাউদ, তিরমিযী ও নাছায়ী; ইব্নে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৩০২) হযরত উবাই বিন কা'আবের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) বিত্র নমাযে ছাব্বিহিছ্মা রাব্বিকাল আ'লা, কুলইয়া আইউহাল কাফেরূন এবং কুলহুআল্লাহু আহাদ সূরাত্রয় পাঠ করিতেন।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يايها الكافرون وقل هوالله احد

—আহমদ, আবুদাউদ ও নাসায়ী। নাসায়ীর সূত্রে "শুধু শেষ রাক্আতেই ছালাম ফিরাইতেন" বর্দ্ধিত হইয়াছে। আবুদাউদ এবং তিরমিযীতে জননী আয়েশার সূত্রে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত রেওয়ায়তে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রতি রাক্আতে এক একটি সূরা কিন্তু শেষ রাক্আতে [কোন সময় এক সঙ্গে] কুলহুয়াল্লাহ, সূরা ফলক এবং সূরা ওয়ান্নাস পাঠ করিতেন।

৩০৩) হযরত আবুসাঈদ খুদরী (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন দেখ, তোমরা প্রভাত হওয়ার পূর্বেই বিত্র নমায সমাধা কর।—মুসলিম।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا

ইবনে হিব্বানের বর্ণনাতে "যেব্যক্তি প্রভাত হওয়া পর্যন্ত বিত্র নমায পড়িলনা তাহার বিত্র নাই" বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৩০৪) হযরত আবুসাঈদ খুদরীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রস্থলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যেব্যক্তি বিত্র নমায না পড়িয়াই নিদ্রা যাইয়া থাকে অথবা ভুলিয়া গিয়া থাকে তাহাইলে প্রভাত হওয়ার পর অথবা স্মরণ হইলেই তাহার পক্ষে উহা সমাধা করা উচিত।—আহমদ ও সুনন; নাসায়ী ব্যতীত।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من نام عن الوتر اونسيه فليصل اذا اصبح اوذكر

৩০৫) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) প্রমুখ্যাৎ বর্ণিত হইয়াছে রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি শেষ রজনীতে জাগ্রত না হওয়ার আশঙ্কা পোষণ করে তাহার পক্ষে রজনীর প্রথম ভাগেই বিত্র পড়া উচিত এবং যে ব্যক্তি শেষ রজনীতে জাগরিত হওয়ার আশা রাখে সে শেষ রজনীতেই বিত্র সমাধা করিবে। শেষ রাত্রিকালে নমাযের সময় ফেরেশ্তাগণ উপস্থিত থাকেন এবং উহাই উত্তম।—মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من خاف ان لايقوم من آخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم آخره فليوتر آخرالليل فان صلوة آخر الليل مشهودة وذلك افضل

৩০৬) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রভাত প্রস্ফুটিত হইলে রাত্রিকালের নমায এবং বিত্র (প্রভৃতির সময়) সমাপ্ত হইয়া যায়। অতএব তোমরা প্রভাত হইবার পূর্বেই বিত্র সমাধা কর।—তিরমিযী।

قال اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلوة الليل والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر

৩০৭) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর (চাশ্তের) নমায চার রাক্আত পড়িতেন এবং কোন সময় আল্লাহর ইচ্ছানুসারে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিও করিতেন। —মুসলিম।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله

৩০৮) জননী আয়েশাকে (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করা হইল যে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) চাশ্তের নমায পড়িতেন কি? তিনি বলিলেন, না, কিন্তু বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে পড়িতেন।—মুসলিম।

هل كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى الضحى قالت لاالا ان يجئ من مغيبه

[ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org

[৩৫২ পৃষ্ঠার পর]

আল্লাহতা'আলাকে প্রকাশ্যভাবে না দেখিব, আমরা কিছুতেই আপনার কথা বিশ্বাস করিবনা"। (সূরা আল্‌-বাক্বারা: ৫৫)।

য়াহুদ জাতি তাহাদের প্রতি প্রেরিত রসূ-লের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আর এক দফা আল্লাহ তা'আলার গযবের যোগ্য পাত্র হইল।

য়াহুদ জাতি যিদ ধরিয়া বলিল যে, তাহারা যে পর্যন্ত আল্লাহতা'আলাকে প্রকাশ্যভাবে না দেখিবে এবং হযরত মূসা (আঃ)র পয়গম্বরীর কথা যেপর্যন্ত আল্লাহতা'আলা স্বয়ং তাহাদিগকে না বলিবে, তাহারা কিছুতেই হযরত মূসা (আঃ)র কোন কথা মানিবেনা। অনন্যোপায় হইয়া হযরত মূসা (আঃ) ১২ গোত্রের সত্তর জন প্রতিনিধিসহ আল্লাহতা'আলার দীদার লাভের জন্য নির্ধারিত পাহাড়ের দিকে চলিলেন। তাঁহারা যখন নির্ধা-রিত স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন তখন ঐ সত্তর জন প্রতিনিধির সর্বাঙ্গ আতঙ্কে কম্পিত হইতে লাগিল। হযরত মূসা (আঃ) তাহাদের মৃত্যুর আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠি-লেন। অধিকন্তু ইসরাঈলীয়দিগের নিকট তিনি একাকী ফিরিয়া গেলে, তাঁহাকে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা চিন্তা করিয়া তিনি আতঙ্কিত হইলেন। ফলে তিনি আল্লাহতা'আলার দরবারে অনু-যোগের স্বরে বলিলেন, 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি ইচ্ছা করিলে ইতিপূর্বেই رب لوشئت اهلكتهم من قبل واياى (ইসরাঈলীয়দের মধ্যে অবস্থানকালে) তাহাদেরে এবং আমাকে ধ্বংস করিতে পারিতেন, (আল্‌-আ'রাফ ১৫৫) অর্থাৎ জনসাধারণের সামনে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত [illegible] স্বং দিবার প্রয়োজন হই[illegible] এখন আমি ফিরিয়া গেলে সকলে আমাকে তাহাদের হত্যা[illegible] অপরাধী সাব্যস্ত করিবে। এখন আমার উপায় কি? اتهلكنا بما فعل السفهاء منا 'আমাদের নির্বোধদের কর্মদোষে আমাদেরে ধ্বংস করিবেননা'।

ফলে ঐ সত্তর জন প্রতিনিধি সজীব ফিরিয়া পাইল এবং তাহারা য়াহুদ জাতির নিকট তাহাদের অভিজ্ঞ-তার বিবরণ দিল।

অতঃপর তাহারা প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হইল। হযরত মূসা [আঃ]র নির্দেশক্রমে ইসরাঈলীয়গণ এক প্রান্তরে গিয়া সমবেত হইলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল এবং চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া আসিল। গো-বৎস-মূর্তি পূজা-রীর দল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং প্রকৃত মু'মিনগণও তাহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। এইভাবে হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকিল। এদিকে হযরত মূসা [আঃ] গো-বৎস মূর্তি-পূজারীদের গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহতা'আলার দরবারে কান্নাকাটি করিয়া প্রার্থনা করিতে থাকিলেন। হযরত মূসা [আঃ]র দু'আ কবুল হইল। অন্ধকার দূরীভূত হইয়া চতুর্দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হত্যাকাণ্ড মওকুফ করার হুকুম আসিল। এই প্রায়শ্চিত্ত-যজ্ঞে ৭০ হাজার য়াহুদী নিহত হয়। অবশিষ্ট গো-বৎস-মূর্তী-পূজারী য়াহুদী-দিগকে আল্লাহতা'আলা উক্ত শাস্তি হইতে অব্যাহতি দিয়া তাহাদের গুনাহ মাফ করেন[১]।

১) তফ্‌সীর খাযিন ১ম খণ্ড ৫২ পৃঃ।

সত্যের অপলাপ

—ইব্‌নে আবদুল্লাহ

হাফেজ ইবনে হাজার আস্‌কালানী সংকলিত বুলুগুল মারামের যে উর্দ তরজমাখানি সম্প্রতি বাজারে বেরিয়েছে তারই ভূমিকা স্বরূপ "হায়াতে হাফেজ ইবনে হাজার" নামক ইব্‌নে হাজারের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনীও উক্ত পুস্তিকাখানির সহিত প্রকাশিত হয়েছে। এ জীবনী রচনা করেছেন বর্তমান যুগের একজন হানাফী মযহাবাবলম্বী জাদ্‌রেল আলেম, তাঁর নাম মওলানা আবদুর রশীদ নওমানী। মওলানা মওসুফ তাঁর প্রবন্ধে হাফেজ সাহেবকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা' দেখে আমরা মর্মাহত না হয়ে পারিনি। যে হাফেজ সাহেবকে আজ পাঁচ ছয় শত বৎসর ধরে দুনয়ার সমগ্র মুসলমান একবাক্যে "হাফেজুল হাদীস" (সাখাভী) "আমিরুল মু'মেনীন ফিল্ হাদীস" (তাগরীবিরদী) ও "হাফেজুদ্ দুনয়া মুত্‌লকান" (সয়ূতী প্রভৃতি) বলে স্বীকার করে আসছেন তাঁরই সম্বন্ধে মওলানা নওমানী সাহেব ইবনে ইমাদের বই হ'তে একটি কওল উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হাফেজ সাহেব "আসলে কবি كان شاعرا طبعا محدثا পেশাদার মুহাদ্দেস আর صناعة وفقيها تكلفا জোরপূর্বক ফকীহ ছিলেন।" কিন্তু মজার কথা হল এই যে, উক্ত কওলটি ইবনে ইমাদের নয়। বরং "কেহ বলিয়াছে" বলে তিনি অজানা জনৈক ব্যক্তির একটী কওল উদ্ধৃত করেছেন মাত্র এবং উক্ত মন্তব্যটি যে অত্যন্ত দুর্বল قال بعضهم বলে তিনি তার প্রতি ইশারা করতেও কসুর করেননি। ইবনে ইমাদ স্বীয় শাযারাতুয যহাব নামক পুস্তকের যে পৃষ্ঠায় উপরোক্ত কওলটি উদ্ধৃত করেছেন ঠিক সেই পৃষ্ঠায় ইবনে হাজার সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন :—

ফিকাহ ও আরবী সাহিত্যে তিনি (হাফেজ ইবনে হাজার) সকলকে ডিঙ্গিয়ে উর্দ্ধে উঠ্‌লেন এবং ইসলাম জগতের হাফেজ হলেন। রিজাল-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞানে চরমত্ব লাভ করেছিলেন

وبرع في الفقه والعربية وصار حافظ الاسلام .... انتهى اليه معرفة الرجال واستحضار هم ومعرفة العالي والنازل وعلل الحديث وغير ذالك وصار هو المعول عليه في هذا الشان في سائر الاقطار

তিনি এবং সে সম্বন্ধে তাঁর মুখস্তও ছিল যথেষ্ট। উৎকৃষ্ট ও অনুৎকৃষ্ট হাদীসের জ্ঞান, হাদীসের দুর্বলতার কারণ সমূহের জ্ঞানার্জ্জনে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সমস্ত দুনয়ায় তিনি ছিলেন হাদীসশাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনার আশা ভরশাস্থল[১]।

এই ত' ছিল হাফেজ সাহেব সম্বন্ধে ইবনে ইমাদের মত। কিন্তু মওলানা নওমানী সাহেব হাফেজ সাহেবের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার জন্য এমন সুনিপুন হস্তে ইবনুল ইমাদের উদ্ধৃতি নকল করেছেন যে, তা দেখে পাঠকবর্গ স্বভাবতই ধোকায় পড়তে বাধ্য। মওলানা সাহেব লিখেছেন :—

"علامة ابن العماد نے لکھا ہے :— وكان شاعرا طبعا محدثا صناعة وفقيها تكلفا' وجه ظاهر ہے شعر کا سلیقہ فطری تھا' حدیث کو بحیثیت فن حاصل کیا تھا اور فقہ میں محنت کرنی پڑی"

আমরা মওলানা মওসুফকে কি এ কথা জিজ্ঞেস করতে পারি যে, যে হাফেজ ইবনে হাজারের ৭৯ বৎসর যিন্দেগীর প্রাথমিক ২০টী বৎসর ছাড়া বাকী ৫৯টী বৎসর হাদীসশাস্ত্রের খেদমতে অতিবাহিত হয়েছে, যে হাফেজ ইবনে হাজার কলম ধরতে শিখেই হাদীস-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন, যে হাফেজ ইবনে হাজার ফনুনাতের শিক্ষা শেষ করার পর হতে হাদীস-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভ করার জন্য দীর্ঘ ১০ বৎসর ধরে

১) শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারে মান যাহাব, ২৭১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মিসর, হেজায. ইয়ামান, গাজা, রামলাহ, সিরিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া ইত্যাদি সমস্ত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রগুলি সফর করে কাটিয়েছেন, ছাত্রাবস্থাতেই যিনি বুখারীর সমস্ত মুয়াল্লাক হাদীসগুলির তা'লিক অনুসন্ধান পূর্বক "তা'লিকুত্তা'লিক" নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন, দুনয়ার যে কোন মযহাবের মুহাদ্দেসের তুলনায় হাদীসশাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ রিজালশাস্ত্রে যিনি সর্বাধিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজি রচনা করেছেন তিনি কি আসলে কবি না আসলে মুহাদ্দেস ?

এ ছাড়া মওলানা নওমানী সাহেব হাফেজ সাহেবকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আরও কতকগুলি বাজে কথার অবতারণা করেছেন, যেমন হাফেজ সাহেব অত্যন্ত দ্রুত পঠনে অভ্যস্ত ছিলেন তাই তার পাঠে স্বভাবতই ভুল থেকে যেত ; তিনি অত্যন্ত দ্রুত লিখতেন তাই তাঁর হস্তাক্ষর খুব খারাপ ছিল ইত্যাদি। মওলানা সাহেব হাফেজ সাহেবের কুৎসিত হস্তাক্ষরের চাক্ষুস প্রমাণের ... আল্লামা রাগের তাব্বাখ হালাবী কর্তৃক ইসলামি প্রেস হতে প্রকাশিত "মুকাদ্দিমা ইবনে সাল্লাহ মা'আত তাক্য়ীদ ওয়াল ঈসাহ্" নামক পুস্তকখানির নাম উল্লেখ করেছেন। উক্ত পুস্তকের প্রারম্ভে হাফেজ সাহেবের কুৎসিত হস্তাক্ষরের প্রমাণ স্বরূপ তার একটি নকলও সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু এ দীন প্রবন্ধকারের নিকট হাফেজ সাহেবের চারিখানা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রয়েছে তাতে হাফেজ সাহেব লিপিকরদেরকে যে অনুমতি নামা দান করেছেন সে অনুমতি-নামায় তাঁর নিজের হস্তাক্ষরও বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তা' দেখে এ কথা মোটেই ধারণা করা যায়না যে হাফেজ সাহেবের হস্তাক্ষর খুব খারাপ ছিল।

আসল কথা হইল এইযে, শাফেয়ী মযহাবাবলম্বী হাফেজ ইবনে হাজার হাদীস শাস্ত্রে অফুরন্ত খেদমত আনজাম দিয়ে দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের মনে যে আসন পেতে বসেছেন তাই হয়েছে কতিপয় হানাফী আলেমের চক্ষুশূল। তাই মওলানা নওমানী, আল্লামা রাগেব তাব্বাখ হালাবী ও আল্লামা যাহেদ কওসরী সাহেবান প্রমুখ কতিপয় হানাফী আলেম হাফেজ সাহেবকে মানুষের মন হতে আসনচ্যুত করার কাজে উঠে পড়ে লেগেছে ... রা হাফেজ সাহেবকে তাঁর আসন হতে চ্যুত করে তথায় হাফেজ সাহেবের সমসাময়িক আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ আল্-আইনীকে স্থলাভিষিক্ত করার জন্য জোরেশোরে ঢাক ঢোল পিটে বেড়াচ্ছেন। এ দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণায় সিংহের ভাগ গ্রহণ করেছেন আল্লামা যাহেদ কওসরী সাহেব। আল্লামা মওসুফ স্বীয় "তম্হীবুত্তা'জিল্ লু'আয়নী ফি তরজমাতিল বদরিল'আইনী" নামক আইনীর জীবন চরিতে হাফেজ ও আইনীর মধ্যে একটি তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন। উক্ত পুস্তকখানির সারৎসার আইনী কর্তৃক লিখিত বুখারীর শরাহ "উম্দাতুল কারী"র যে সংখ্যা মুনিরিয়াহ প্রেস হতে মুদ্রিত হয়েছে তার প্রথমে ভূমিকা স্বরূপ সন্নিবেশিত হয়েছে। ঢাকাস্থ মাদ্রসা আশরাফুল উলুমের লাইব্রেরীতে উমদাতুল কারীর উক্ত সংখ্যাটী দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে। আল্লামা মওসুফের আলোচনার ধারা হল এই যে, ইবনে হাজার কিছুই নন, হাদীস বিশেষজ্ঞ হলেন আইনী। আইনী কতৃক প্রণীত বুখারীর শরাহ 'উমদাতুলকারী" হাদীস শাস্ত্রের একখানি অফুরন্ত ভাণ্ডার আর ইবনে হাজার কর্তৃক প্রণীত বুখারীর শরাহ "ফতহুলবারী" একখানি বাজে বই। কতকগুলি আবল তাবল ও নিরর্থক কথাবার্তার সমষ্টি মাত্র। তিনি লিখেছেন :—পক্ষান্তরে তাঁর সমসাময়িক ইবনে-হাজার তাঁর গ্রন্থে শুধু পুস্তকাদির reference দিয়েই ক্ষান্ত। অনেক সময় আবার এসব reference এ বড়

بخلاف صاحبه الشهاب
ابن حجر فانه كثيرا
الا حالة وقد لاتوجد
الفائدة حيث احال وخلوه
عن غالب ماسبق من
مزايا شرح البدر –

একটা উপকার পরিলক্ষিত হয়না। আয়নী কর্তৃক রচিত গ্রন্থখানির যে সব বৈশিষ্ট্য উপরে বর্ণিত হয়েছে তার অধিকাংশই হাফেজের গ্রন্থে নেই।

হাফেজ ও আইনীর হাদীস শাস্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞানের গভীরতা মাপ করার জন্য আল্লামা যাহেদ কওসরী সাহেব যখন ফতহুলবারী ও উম্দাতুল কারীকেই কষ্টি-পাথর স্বরূপ তুলে ধরেছেন তখন উম্দাতুলকারীর ইতিহাস সম্বন্ধে দুটো কথা পাঠকবর্গের খেদমতে পেশ

www.ahlehadeethbd.org

করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করছি। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা ত' আমরা ইনশাআল্লাহ বারান্তরে করব, তবে আজকার নিবন্ধে আমরা আইনী সাহেবের plagiarism বা রচনা চুরির কথাটাই প্রধানতঃ উল্লেখ করব।

আইনী সাহেব তাঁর শরাহ লিখ্‌তে আরম্ভ করেন হিজরী সনের ৮২০ সালে আর শেষ করেন ৮৪৬ সালে। গ্রন্থকার তাঁর শরাহ খানি মোট ২১ খণ্ডে সমাপ্ত করেন। প্রথম বৎসরেই অর্থাৎ ৮২০ সালেই তিনি প্রথম দু'খণ্ড লিখে ফেলেন। তৃতীয় খণ্ডটী সমাপ্ত হয় দীর্ঘ ১৮ বৎসর পর অর্থাৎ ৮৩৮ সালে। হাফেজ সাহেব লিখেছেন :— আমি তাঁর (আইনীর) স্বরচিত পুস্তকে পড়েছি, তিনি লিখেছেন যে, তিনি তাঁর শরা'হ লিখ্‌তে আরম্ভ করেন ৮২০ সালের রজব মাসে এবং উক্ত বৎসরেই ২ খণ্ড লিখে ফেলেন।

وقرأت بخطه انه شرع في شرحه في شهر رجب سنة عشرين وثمان مائة فكتب منه مجلدين في سنة ثم ترك الى ان اكمل الجلد الثالث في جمادى الاولى سنة ثمان وثلاثين'

তারপর উক্ত কাজ হতে কিছুদিন বিরত থাকেন এবং তৃতীয় খণ্ডটী সমাপ্ত করেন ৮৩৮ সালের জমাদিউলউলা মাসে[১]।

৮৩৮ সালে তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত করার পর আইনী সাহেব পুনরায় শরাহ লিখার কাজ হতে বিরত থাকেন এবং ফতহুলবারী সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত একাজে আর অগ্রসর হননি; ইত্যবসরে তিনি বুরহান বিন খেযের নামক হাফেজ সাহেবের জনৈক ছাত্রের নিকট হ'তে ফতহুলবারীর পৃষ্ঠাগুলি সংগ্রহ করতে থাকেন এবং তারই সাহায্যে নিজের গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হন। অনেক ক্ষেত্রে ত' তিনি ফতহুলবারীর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা হুবহু নকল করে দিয়েছেন। পুনশ্চঃ অনেক ক্ষেত্রে তিনি ফতহুলবারীর বিরুদ্ধে অভিযোগও করেছেন। হাফেজ সাহেব লিখেছেন :—(৮৩৮ সালে তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত করার পর) তিনি আর শরাহ লিখার কাজে অগ্রসর হতে পারেননি। তারপর যখন ফতহুলবারী শেষ হওয়ার উপক্রম হয়—তখন তিনি বাকী খণ্ডগুলি সমাপ্ত করতে অগ্রসর হন। তাঁর নিয়ম ছিল এই যে, তিনি জনৈক ছাত্রের নিকট হতে—যিনি নিজের জন্য ফতহুলবারী নকল করতেন—ফতহুলবারীর পৃষ্ঠা সমূহ চেয়ে নিতেন। লেখকের নাম উল্লেখ না করেই তাহা নিজের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করতেন[২]।

فلم يعد الى الكتابة فيه حتى شارف فتح الباري الفراغ' فصار يستعير من بعض من كتب لنفسه من الطلبة فينقله الى شرحه من غير ان ينسبه الى مخترعه

হাজী খলিফা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ কাশফুয্ যুনূনেও ঠিক ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি লিখেছেন :— আইনী সাহেব তাঁর গ্রন্থে ফতহুলবারীর নিকট হ'তে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য গ্রহণ করেছেন এমন কি অনেক সময় "আগা সে গোড়া" পর্যন্ত এক এক পৃষ্ঠা নকল করেছেন! তিনি এসব পৃষ্ঠা বুরহান বিন খেযেরের নিকট হতে চেয়ে নিতেন—বুরহানকে ইবনে হাজার লিখে নেওয়ার অনুমতি দান করেছিলেন—এবং স্থানে স্থানে ইবনে হাজারের বিরুদ্ধে অভিযোগও করতেন।

واستمد فيه عن فتح الباري بحيث ينقل منه الورقة بكمالها وكان يستعيره من البرهان ابن الخضر باذن مصنفه له ويعقبه في مواضع

এই ত গেল আইনীর বিরুদ্ধে হাফেজ সাহেব ও হাজী খলিফা সাহেবের অভিযোগ। এ অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ধারিত করতে হলে আমাদেরকে দুটি জিনিষের ফয়সালা করে নিতে হবে। প্রথমতঃ হাফেজ সাহেব কর্তৃক লিখিত ফতহুল বারী আর আইনী সাহেব কর্তৃক লিখিত উমদাতুলকারী পাশাপাশি রেখে দেখ্‌তে হবে সত্যিই কি আইনী সাহেব ফতহুল বারীর পৃষ্ঠাগুলি নকল করে দিয়েছেন? দ্বিতীয়তঃ আমাদেরকে একথাও জেনে নিতে হবে যে, ফতহুলবারী লিখিত হয়েছিল উমদাতুলকারীর পূর্বেই। কারণ আমরা যদি শরাহদ্বয়ের তুলনা করে দেখতে পাই যে, অনেক স্থানে উভয়ের মধ্যে হুবহু মিল আছে তা'তে করে একথা প্রতিপন্ন হবেনা যে, আইনী সাহেব হাফেজ সাহেবের নকল করেছেন। এমনও ত' হতে পারে যে, ইবনে হাজার আইনী সাহেবের শরহ দেখে নকল করেছেন! তাই এতদুভয়ের মধ্যে কার শরাহ পূর্বে লিখিত হয়েছে তা' নির্ধারিত করতে হবে।

(১) ইন্‌তিকাযুল ই'তিরায: পাণ্ডুলিপি, ৩ পৃঃ।

(২) Ibid.

www.ahlehadeethbd.org

হাফেজ সাহেবের শরাহ যে আইনী সাহেবের শরহের পূর্বে লিখিত হয়েছে তা' ঐতিহাসিক সত্য। এতে কারও দ্বিমত নেই। হাফেজ সাহেবের শরাহ সম্বন্ধে সাধারণতঃ একথা বলা হয় যে, উহা ৮১৭ সালে আরম্ভ হয়ে ৮৪২ সালে সমাপ্ত হয়। মওলানা আবদুস সালাম মুবারকপুরী[২] এমনকি হাজী খলিফা সাহেবও একথা বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা তা' নয়, হাফেজ সাহেব তাঁর শরাহ লিখতে আরম্ভ করেন ৮১৩ সালে আর সমাপ্ত করেন ৮৪২ সালে। হাফেজ সাহেব নিজেই বলেছেন :—

اما بعد فانى شرعت فى شرح صحيح البخاري سنة ثلاث عشرة وثمانى مأة بعد ان كنت خرجت مافيه من الاحاديث المعلقة فى كتاب سميته تعليق التعليق، وكمل فى سنة اربع وثمان مأة فى سفر ضخم..... ثم عملت مقدمة الشرح فكملت فى سنة ثلاث عشر المذكور

অতঃপর, আমি সহিহ বুখারীর শরাহ লিখতে আরম্ভ করি ৮১৩ সালে। ইতিপূর্বে আমি বুখারীর মুয়াল্লাক হাদীস সমূহের "তখরিজ" করে তা'লিকুত তা'লিক নামক বিরাট গ্রন্থ রচনা করি ৮০৪ সালে এবং বুখারীর শরাহর জন্য অতঃখানি ভূমিকা লিখার কাজ হতে অবসর প্রাপ্ত হই ৮১৩ সালে[১]।

এক্ষণে আমরা ফতহুলবারী ও উমদাতুলকারীর যেসব স্থানে হুবহু মিল রয়েছে তার দু'একটা উদাহরণ দিব মাত্র। হাফেজ ইবনে হাজার স্বীয় ইনতিকাযুল ই'তিরাষ নামক গ্রন্থে ১০ পৃষ্ঠা ধরে এসব উদাহরণ উল্লেখ করে শেষ পর্যন্ত বলেছেন যে, আমি যদি শপথ করে একথা বলি যে, বুখারীর মধ্যে বহুসংখ্যক "বাব" থাকা সত্বেও এমন একটিও 'বাব' নেই যাতে আইনী আমার ফতহুল বারী হতে কিছুই গ্রহণ করেননি, তবে আমার সে শপথ করা অন্যায় হবে না[২]।

ولو حلفت انه لم يخل باب من ابواب هذا الكتاب مع غزارتها من شئ من ذلك لبررت

১নং উদাহরণ

ইমাম বুখারী باب كيف كان بدو الوحى নামক পরিচ্ছেদের সর্ব শেষ হাদীসটিতে হেরাক্লিয়াস ও আবু সুফিয়ানের বিখ্যাত আলোচনা উদ্ধৃত করার পর বলিতেছেন "وكان ابن الناطور" (এবং ইবনে নাতুর)। অতঃপর তিনি ইবনে নাতুর সম্বন্ধীয় গল্পটির উল্লেখ করেছেন। আরবী ভাষায় واو একটি যুক্ত-

১) সিরাতুল বুখারী ২য় খণ্ড, ২১২ পৃঃ।
২) ইনতিকাযুল ই'তিরাযঃ (পাণ্ডুলিপি ২য় পৃঃ।

কারী অব্যয়। এর অর্থ হল "এবং"। অ
দৃষ্টে ইমাম বুখারীর উল্লিখিত বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় যে, আবু সুফিয়ান যেমন হেরাক্লিয়াস সম্বন্ধীয় গল্পটি বর্ণনা করেছেন অনুরূপভাবে তিনি ইবনে নাতুর সম্বন্ধীয় গল্পটিও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য তা নয়। ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হল এই যে, ইমাম যুহরী ইবনে নাতুর সম্বন্ধীয় গল্পটি বর্ণনা করেছেন যেমন তিনি আবু সুফিয়ান ও হেরাক্লিয়াসের কথোপকথন সম্বন্ধীয় ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যেহেতু বুখারী শরীফের মূল রচন (Text) দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্যে খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়না তাই তাঁর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে এবং ইবনে হাজার ও আইনী উভয়ই নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দান করেছেন :—

(قوله وكان ابن الناطور) الواو فى قوله وكان عاطفة، والتقدير عن الزهرى اخبرنى عبيد الله فذكر الحديث ثم قال الزهرى وكان ابن الناطور يحدث فذكر هذه القصة، فهى موصولة الى ابن الناطور لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشان، وكذلك اغرب بعض المغاربة فزعم ان قصة ابن الناطور مروية بالاسناد المذكور عن ابى سفيان عنه لانه لما رآها لا تصريح فيها بالسماع حملها على ذلك وقد بين ابو نعيم فى دلائل النبوة ان الزهرى قال لقيته بدمشق فى زمن عبد الملك بن مروان....

(ফতহুলবারী ১ম খণ্ড, ৩১ পৃঃ)

আইনী

قوله (وكان ابن الناطور) الواو فيه عاطفة لما قبلها داخلة فى سند الزهرى، والتقدير عن الزهرى اخبرنى عبيد الله الخ ثم قال الزهرى وكان ابن الناطور يحدث فذكر هذه القصة، فهى موصولة الى ابن الناطور لا معلقة كما توهمه بعضهم، وهذا موضع يحتاج فيه التنبيه على هذا، وعلى ان قصة ابن الناطور غير مروية بالاسناد المذكور عن ابى سفيان عنه وانما هى عن الزهرى، وقد بين ذلك ابونعيم فى دلائل النبوة ان الزهرى قال لقيته بدمشق فى زمن عبد الملك بن مروان

(উমদাতুলকারী, ১ম খণ্ড, ১০৯ পৃঃ)

উপরের উদ্ধৃত বর্ণনা দুটীতে কোন পার্থক্য আছে কি না এবং থাকলে তা কি পরিমাণ তা পাঠক বর্গেরই বিচার্য। এরূপ আরও অনেক উদাহরণের অবতারণা করা যেত কিন্তু তাতে প্রবন্ধের কলেবরই বৃদ্ধি হবে মাত্র। (চলবে)

www.ahlehadeethbd.org

হযরত আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী সাহেবের শাহাদত কাহিনী

(মওলানা) রাগেব আহসান এম, এ,

(উর্দু হইতে অনূদিত)

এ বৎসর ৩রা জুন হজ্জে আকবর সুসম্পন্ন করার পর বিশ্ব মুসলিম পরবর্তী দিবস ৪ঠা জুন পবিত্র ধাম মক্কার সন্নিকট মীনাতে যখন ভেড়া, বকরী এবং উষ্ট্রের কুরবানী দিতে রত ঠিক সেই দিবসেই আল্লাহর বান্দা মুজাহেদে ইসলাম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেব ঢাকা নগরীতে মিল্লতে ইসলামের খেদমতে নিজের জীবনকে কুরবানীর জন্য নিবেদিত করলেন। ১৯৬০ ঈসায়ীর ২৫শে মের রাত্রে যে প্রতিশ্রুতি তিনি প্রদান করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে দেখালেন।

খেলাফত আন্দোলন এবং আযাদী সংগ্রামের মুজাহেদে আ'যম, পূর্বাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি, "তর্জুমানুল হাদীস" ও "আরাফাত" সম্পাদক হযরত আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী সত্যই আল্লাহর পথে এক উৎসৃষ্ট প্রাণ মুজাহেদের জীবন অতিবাহিত ক'রে গেলেন এবং খাঁটি শহীদে মিল্লতের শাহাদত বরণ ক'রে ধন্য হলেন। দেশ জাতির সেবায় তাঁর ঈমানী জোশ ও অটল সঙ্কল্প, ত্যাগ ও কুরবানী এবং সত্যের উপর অবিচল নিষ্ঠার এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এক সঞ্জীবনী শক্তি ও প্রেরণার চির অম্লান উৎসরূপে বিরাজমান থাকবে।

১৯৬০ সালের ২৪শে মে আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবের দুজন প্রতিনিধি (বংশালের রইস হাজী মোহাম্মদ আকীল এবং অধুনালুপ্ত দৈনিক নাজাতের প্রাক্তন সম্পাদক কাজী আবদুশ শহীদ) বক্ষমাণ প্রবন্ধের লেখকের ঢাকাস্থ গৃহে (২৫নং মিঞা সাহেবের ময়দান) তশরিফ আনয়ন করেন। আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবের সালাম এবং সংবাদ পৌঁছিয়ে তাঁরা বলেন "তিনি পাকিস্তান শাসনতন্ত্র কমিশনের প্রস্তাবলী সম্পর্কে পরামর্শের উদ্দেশ্যে আপনার সাক্ষাতের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত কিন্তু পিত্তশূলের বেদনা এবং রোগের তীব্রতার কারণে তাঁর পক্ষে এ পর্যন্ত আসা সম্ভব হয়ে উঠেনি।" আমি বললাম, "মওলানা সাহেবের অপারেশন এবং প্রতিকূল স্বাস্থ্যের সংবাদ আমি অবগত আছি। তাঁর কষ্ট স্বীকার অনুচিত। ইন্‌শাআল্লাহ আমিই আগামীকল্য তাঁর খেদমতে হাযের হ'ব।"

প্রতিশ্রুতিমত পর দিবস ২৫শে মে বান্দা আরাফাত দফতরে গিয়ে হাজির হ'ল। গিয়ে দেখতে পেলাম—তিনি শক্তিহীন এবং অত্যন্ত দুর্বল। তিনি বললেন, "অপারেশন বিফল হয়েছে, পিত্তকোষে কোন পাথরের সন্ধান পাওয়া যায় নাই, বেদনা আগের চাইতেও বর্ধিত হয়েছে, দুর্বলতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু পাকিস্তানের অবস্থা আমাকে পানি থেকে তীরে নিক্ষিপ্ত অসহায় মৎস্যের ন্যায় বিচলিত ক'রে তুলেছে। পাকিস্তানকে একটি সেকুলার স্টেটে পরিণত করার যে অপচেষ্টা শুরু হয়েছে সে দৃশ্য অবলোকন ক'রে আমি কিছুতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পাচ্ছিনা। এখন শাসনতন্ত্র কমিশনের প্রশ্নমালার উত্তর দেওয়া একান্ত আবশ্যক, এ ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ এবং সাহায্য একান্তভাবে কামনা করি।"

আমি বললাম, বান্দা যেকোন খেদমতের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দেশের বিশিষ্ট আলেম এবং চিন্তাশীল সুধীবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত, বিশেষ ক'রে যারা ১৯৫১ ও ৫৩ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেব বললেন, "এ ধরণের বৈঠকে দীর্ঘসূত্রতার আশঙ্কা রয়েছে। তবে ঢাকা শহরে অবস্থান রত চিন্তাবিদ ও আলেমগণের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তরফ থেকে যদি প্রশ্নমালার উত্তর দেওয়া যায় তা হলেই যথেষ্ট বিবেচিত হ'তে পারে। আমি পুনরায় আমার অভিমত পেশ করলে তিনি বললেন, "আসল কথা, আমি এবার ঈদ কুরবান আমার পিতৃভূমি দিনাজপুর জিলার নূরুলহুদায় উদ্‌যাপন করার ইচ্ছা পোষণ করছি। তাই অনুরোধ, মেহেরবানী ক'রে এ কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করুন।"

আমি এর উত্তরে নিবেদন করলাম, "হযরত, এটা মিল্লতের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নাযুক কাজ। এজন্য আপনাকে তো ঈদে-কুরবানকে বলিদান করতে হবে।"

কথায় কথায় অতর্কিত মুখ থেকে বড় কথাই বের হয়ে গেল, কিন্তু মনে বড়ই বেদনা বোধ করতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল একটা অসাধারণ কথা একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনের অদৃশ্য কোঠা থেকে অতর্কিত মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়ে গেল। আমি বেশ কিছুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম। আমি তখন পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে এক চেয়ারে উপবিষ্ট, আমার ডাইনে কাজী মোহাম্মদ আকীল সাহেব এবং বামে কাজী আবদুস্ শহীদ সাহেব—দুজন দুই চেয়ারে ব'সে। মওলানা মুস্তাছের আহমদ রহমানী ফরশের উপর আর হযরত আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী সামনের রোগ শয্যায় উপবিষ্ট।

অবশেষ নীরবতা ভঙ্গ করলেন স্বয়ং হযরত আল্লামা, ঈমানের জোশ ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় অন্তরস্ফূর্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে উত্তর করলেন :

"ইনশা আল্লাহ কুরবানীর জন্য আমি প্রস্তুত। এই মহান কাজের জন্য ঈদের কুরবানকেও বলিদান করতে আমি কুণ্ঠিত হ'ব না। এখন যেভাবেই হোক আপনি এ কাজের ব্যবস্থা করুন।"

পূর্ব দিনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঢাকার কতিপয় চিন্তাবিদ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ২৬শে মে মওলানা সাহেবের রোগ প্রকোষ্ঠে একত্রিত হলেন। রাত্র ১১ ঘটিকা পর্যন্ত শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের উপর দীর্ঘ আলোচনা চলল। মওলানা সাহেব অভিযোগ করলেন, এই ব্যাপারে কতিপয় স্থানে যাতায়াতের দৌড়ধাপে তিনি পুনরায় বেদনার ভাব অনুভব করছেন, জ্বর ও এসে গিয়েছে, তবিয়ত তখন অনুকূল নয়—তাই তাঁর প্রস্তাব এবং সকলের সম্মতি ক্রমে স্থির হ'ল, মওলানা রাগের আহসান সাহেব কমিশনের প্রশ্নাবলীর বিস্তৃত জওয়াব সহ একটি খসড়া প্রস্তুত করবেন। পরবর্তী ৩রা জুন ওলামা এবং সুধিবৃন্দের একটি বৈঠকের অধিবেশন হবে। মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেব এই বৈঠকের দাওয়াত নামা প্রেরণ করবেন এবং আরাফাত অফিসেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আমি সেই মজলিসে আমার মুসাবিদা পেশ করব। মওলানা সাহেব আমাকে বার বার এইকথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, ইসলাম ও গণতন্ত্র, দেশ ও মিল্লত এই উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রামাণিক ও যুক্তিসিদ্ধ জওয়াব লিখতে হবে। আমি এ দায়িত্ব স্বীকার ক'রে নিলাম। রাত্র সাড়ে এগারটায় অন্য সকলে বিদায় নেওয়ার পর মওলানা সাহেব আমাকে এগিয়ে দিতে স্বীয় কামরার দরওয়াজা পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। বিদায় মুসাফাহা কালে আমি মওলানা সাহেবকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলাম, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনিও যেন তাঁর লিখনী ধারণ করেন। তিনি তাঁর অসুস্থতার ওযর অবশ্য পেশ করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিম-রাজি হলেন।

২৮শে মে মওলানা সাহেব বললেন, এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মওলানা আকরম খানের সঙ্গে পরামর্শের জন্য তিনি তাঁর নিকট এবং আরও কয়েক জায়গায় ঘুরাফেরা করেছিলেন। ফলে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাঁর পিত্তপ্রদাহ ও পিত্তশূল বর্ধিত হয়েছে। চিকিৎসকগণের নিষেধ অগ্রাহ্য করেই তিনি একাজ করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম আর পাকিস্তানের কোন সমস্যা যখন গুরুতর আকারে দেখা দেয় তখন নিজের স্বাস্থ্য আর জানের সম্বন্ধে একদম বে-পরওয়া হয়েই তিনি কাজে নেমে পড়েন। কারণ সবকিছুর ঊর্ধে মিল্লতের স্থান। প্রকৃতপ্রস্তাবে হৃদয়ের এই অনুভূতির দ্বারাই তিনি পরিচালিত হন।

বেদনার প্রতিযোগিতা :
পিত্তশূল বনাম কউমী দরদ

আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী বছরের পর বছর পিত্তশূলের আক্রমণে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আসছিলেন। পশ্চিম বাঙ্গলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বি, সি রায়ের তত্ত্বাবধানে একবার কোলকাতায় তাঁর পেটে অপারেশন করা হয়। কিন্তু পূর্ণ নিরাময় লাভ ঘ'টে উঠে নাই। এদিকে জীবনের সায়াহ্নে হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, রক্তের চাপ, বহুমূত্র, দৃষ্টিহীনতা, প্রভৃতি বহুবিধ রোগে আক্রান্ত হ'লেন। কিন্তু এই সব জটিল রোগের পৌনপুনিক আক্রমণ তাঁর মানসিক শক্তিকে বিন্দুমাত্রও দুর্বল ক'রে তুলতে পারেনি। ইতিহাস, ইসলাম এবং জ্ঞানগর্ভ যেকোন বিষয়ের আলোচনায় তাঁর মস্তিষ্ক পুরাপুরি সতেজ ও সক্রিয় হয়ে উঠত— এইভাবেই এলমী খেদমতের কাজ দস্তুরমত তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তার শামসুদ্দীন এবং ডাক্তার আসিরুদ্দীন সাহেবান কয়েকবার এক্স-রে এবং বিভিন্নরূপী পরীক্ষার পর এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মওলানা সাহেবের পিত্তকোষে পাথর হয়েছে এবং অপারেশন ছাড়া এর চিকিৎসার অন্য কোন উপায় নেই। মওলানা সাহেব অস্ত্রোপাচারে রাজি হ'লেন এবং ডাক্তার আসিরুদ্দীন অপারেশন করলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় অপারেশন করেও কোন পাথরের সন্ধান পাওয়া গেলনা! মওলানা সাহেব মেডিক্যাল কলেজের বিশেষ ক্যাবিনে কয়েক মাস পর্যন্ত জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দোদুল্যমান হয়ে রইলেন। প্রতিদিন প্রায় ৫০৲ টাকা ক'রে খরচ হতে লাগল। কয়েক মাস পর অস্ত্রোপাচারের জখম কিছুটা শুখানোর পর বাসায় (আরাফাত অফিসে) প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এখানে আসার পর বেদনার শুধু পুনরাক্রমণই ঘটলনা বরং পূর্বাপেক্ষা তীব্রতর আক্রমণ ঘন ঘন হ'তে লাগল। আর কষ্টও এত অসহনীয়ভাবে বর্ধিত হতো যে, অনেক সময় 'বেহুশী'র ইনজেকশন দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিত। কিন্তু ধন্য তাঁর হিম্মত এবং দৃঢ়নিষ্ঠার! এতৎসত্ত্বেও তাঁর ধর্মীয় এবং সামাজিক কর্মতৎপরতায় এতটুকুও ভাটা পড়লনা! সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীসের সম্পাদনা, প্রবন্ধাদির রচনা, ইসলামী গ্রন্থরাজির প্রণয়ন, ঢাকাস্থ মাদ্রাসাতুল হাদীসের তত্ত্বাবধান, এবং সর্বোপরি পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের সভাপতিত্বের ন্যস্ত দায়িত্ব শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে স্বীয় স্কন্ধে বহন করে গেলেন।

এত সব কাজের উপর পাকিস্তান শাসনতন্ত্র কমিশনের সম্মুখে পূর্ব পাকিস্তানের আলেম, ফাযেল এবং ইসলাম পন্থীগণের একটি শাসনতান্ত্রিক সুফারিশ প্রস্তুত এবং পেশ করার কাজ একান্ত জরুরী হয়ে দেখা দিল। আর শেষ পর্যন্ত এই মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নই মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর জীবনাবসান ঘটিয়ে দিল। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর আলেম, ফাযেল এবং চিন্তাবিদদের একত্রিত করা এবং আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁদের বিশ্বাস ও অভিমতসমূহের মধ্যে সমন্বয় বিধান কত বড় কঠিন এবং সমস্যাসঙ্কুল কাজ তা সহজেই অনুমেয়। এরজন্য যে অপরিমেয় ধৈর্য এবং সাধনার অনুশীলন প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। প্রকাশতঃ আর কেউ যখন এগিয়ে এলেন না, মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী তখন কিছুতেই স্থির থাকতে পারলেন না, নিজের স্বাস্থ্য এবং জীবন পণ রেখে এই কঠিন কাজের বোঝা স্বীয় স্কন্ধে তুলে নিলেন। বেহুশ হয়ে পড়ার মাত্র দুদিন পূর্বে মওলানা সাহেব আমার নিকট থেকে এক পত্র বাহকের মারফত শর্ষিনার পীর মওলানা আবুজাফর সালেহ এবং মাদ্রাসা আলীয়া দারুস সুন্নতের সেক্রেটারীর টেলিগ্রাম ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে নিলেন। তাঁদের নিকট টেলিগ্রামে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের সঙ্কটজনক অবস্থার ভিতরেই মজলিসে শূরার সমুদয় বন্দোবস্ত করতে লাগলেন।

অতঃপর আমার নিবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি নিজেও প্রশ্নমালার উত্তর লিখতে বসে গেলেন, যদিও সে সময় তাঁর পিত্তশূল ক্রমে বেড়ে চলেছিল। কিন্তু দেখা গেল মওলানা সাহেব তাঁর শয্যার সঙ্গে সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র টেবিলে কেতাবপত্র সংস্থাপন করে লিখে চলেছেন ডাইন হাতে অবিরাম গতিতে কলম চলছে, বাম হাতে বক্ষোদেশে বেদনা স্থল চেপে রেখেছেন, মাঝে মাঝে বেদনার অনুভূতি যখন সহ্য সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন হাত দিয়ে ডলা শুরু করছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এইভাবে দুই বেদনার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল—**একদিকে শরীর-অভ্যন্তরে পিত্ত-বেদনা অন্যদিকে মিল্লতের জন্য তাঁর অন্তর বেদনা।** দুই বেদনায় তুমুল সংগ্রাম; আল্লাহর মনোনীত বান্দা আবদুল্লাহেল কাফীর অটল সঙ্কল্প: তিনি তাঁর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করবেন, তবে উঠবেন—মন্জিলের সাধন কিম্বা শরীর পাতন॥

পয়লা জুন, ১৯৬০। জমঈয়তের অফিস সেক্রেটারী মৌলবী মীযানুর রহমান বি, এ, বি টি সাহেব উপরে এসে মওলানা সাহেবকে উপরোক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে আরয করলেন, "হযরত, নিজের শরীরের উপর রহম করুন, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল করুন, ডাক্তারের কড়া নির্দেশ: শরীরকে আরাম দিতে হবে।"

মওলানা সাহেব উত্তর করলেন, "আপনাদের মুখে ঐ এক কথা: স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য, কিন্তু আমি স্বাস্থ্যের দিকে কি নযর দিব—এখন আমার জানেরও কোন পরওয়া নেই, সমস্তই পাকিস্তান ও ইসলামের জন্য উৎসৃষ্ট! এখন আপনি যান, নিচে গিয়ে দফতরের কাজ দেখুন, আমাকে আমার কাজ শেষ করতে দিন।" এই বলে পূর্ববৎ-বাম হস্তে বক্ষোস্থল জোড়ে চেপে ধ'রে অশেষ কষ্ট ও যন্ত্রনাদায়ক অবস্থায় কাজ ক'রে চললেন। কমিশনের ৪০টি প্রশ্নের ৩৮টির জওয়াব লিখার পর একদম অবশ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেন। বেদনার তীব্রতায় অনুভূতি হীন ও শক্তিহারা অবস্থায় মেঝের উপর স্থাপিত পালঙে নিপতিত হলেন আর এই পড়াই তাঁর শেষ পড়া—আর উঠতে সক্ষম হননি। বাস! এই ছিল দুনিয়ায় তাঁর শেষ কাজ—অন্তিম কর্তব্য। ২রা জুন বেদনা তীব্রতর আকারে দেখা দিল, একেবারে বরদাশ্‌ত সীমার বাইরে চলে গেল, দুর্বলতাও ক্রমে বর্ধিত হয়ে চলল। ডাক্তারগণ হৃৎপিণ্ডকে অবসাদমুক্ত ও সবল রাখার জন্য শরীরে রক্ত দিতে শুরু করলেন, কিন্তু ফল কিছুই হলনা, সংজ্ঞাহীনতা গভীরতার দিকেই এগিয়ে চলল।

৩রা জুন, শুক্রবার। আজ হজ্জে আকবর! আরাফাতের ময়দানে বিশ্ব মুসলিমের সম্মেলন দিবস! ঠিক এই দিবসেই মওলানা সাহেব কর্তৃক পরামর্শ সভার বৈঠক আহূত! মওলানা সাহেবের মুদ্রিত দাওয়াতনামা পেয়ে বাঙ্গলার বিশিষ্ট আলেম, ফাযেল এবং চিন্তাবিদগণ রোগ প্রকোষ্ঠের সংলগ্ন নব সংস্কৃত বৃহত্তর প্রকোষ্ঠে সমবেত, আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই মওলানার পার্শ্বদেশে হাযের, কিন্তু হায়! আমন্ত্রণকারী এবং মজলিসের প্রাণ স্বয়ং মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শয্যায় শায়িত—জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দীর্ঘ নিঃশ্বাস তিনি টেনে চলেছেন। ডাক্তারগণ, উলামা, ফুযালা, বন্ধুবর্গ, ছাত্রবৃন্দ, সকলেই তাঁকে ঘিরে আছেন। ডাক্তারেরা জওয়াব দিয়ে বলে দিলেন, বাস,-মাত্র দু এক ঘণ্টার মেহমান তিনি! সকলে সমস্বরে জার জার হয়ে কাঁদতে লাগলেন। এমন মর্মবিদারক করুণ দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখিনি!

কিন্তু তবু সেই মহান কাজ সমাধা করতে হবে—যে কাজের দায়িত্ব মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী নিজ ঘাড়ে তুলি নিয়ে ছিলেন। আমার প্রস্তাব ক্রমে মওলানা আকরম খান পরামর্শ সভার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। আমি মওলানা সাহেবের আহ্বান, মজলিসে শূরার সূচনা আর আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করলাম। বিগত বৈঠকের গৃহীত প্রস্তাবাবলীও পেশ করলাম। আর সর্বশেষে একটি সাব কমিটি গঠন ক'রে তার উপর আনুষ্ঠানিক কাজের দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তাব উত্থাপন করলাম এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে মঞ্জুর হ'ল। হাজী মোহাম্মদ আকীল সাহেব মওলানা সাহেবের হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দুর বিনিময়ে লিখিত কমিশনের প্রশ্নাবলীর জওয়াবের মুশাবিদা পেশ করলেন। মওলানা আকরম খাঁ সাহেব মন্তব্য করলেন, "এই মহান স্মৃতি বিজড়িত এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বে মহীয়ান মুশাবিদা সযত্নে সুরক্ষিত রাখার যোগ্য।" আমি তখন বললাম, এই খসড়া রায়ীসুল আহরার মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহরের সেই ঐতিহাসিক সুদীর্ঘ চরমপত্রের সঙ্গে তুলনীয় যা তিনি তাঁর রোগ শয্যায় বসে ভয়ঙ্কর ও সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় ডাক্তারগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য ক'রে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ার লণ্ডনের হাইড পার্ক হোটেল থেকে হিন্দুস্থান এবং মিল্লতে ইসলামিয়ার আযাদীর উদ্দেশ্যে বৃটেনের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের নামে লিখেছিলেন। সেই মেহনতের প্রতিক্রিয়ায় তিনি ৩রা জানুয়ারী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন এবং ৪ঠা জানুয়ারী ছুবহে সাদেকের সময় শাহাদৎ বরণ করেন। আজ এই সময় আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফীর বেলাতেও ঠিক সেই একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। মওলানা আকরম খান এবং অন্যান্য সকলেই এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হ'লেন। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকৃতির রুদ্রলীলা

পূর্বপাকিস্তানের সমুদ্রোপকূলবর্তী বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার উপর দিয়া সম্প্রতি যে দুই দুইবার প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিবাত্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হয় দুনয়ার বুকে তাহা অভিনব না হইলেও বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। ঘন বসতিপূর্ণ স্থান সমূহ আজ জনমানব-শূন্য। কোন একটি এলাকায় ছয় মাইলের মধ্যে মাত্র একটি পাকা মসজিদ ছাড়া আর কোন কিছুরই চিহ্ন মাত্র বিদ্যমান নাই। অতীতে যে এসব স্থান বসতিপূর্ণ ছিল আজ তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায়না। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঘটনার দিন পূর্বাহ্নে ঝড়ো হাওয়া বহিতে থাকে। আসন্ন বিপদের সংকেত মনে করিয়া সকলে হাতের কাজ ফেলিয়া স্ব স্ব আশ্রয়স্থলে ত্বরায় ফিরিয়া আসে। ক্রমে ক্রমে ঝড়ো হাওয়ার ক্রুদ্ধ আক্রোশ বাড়িতে থাকে। ভীত সন্ত্রস্ত আদম সন্তানেরা তখন ঘরের কোনে জটলাবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনের ব্যবস্থায় ব্যাকুল হইয়া উঠে। পরক্ষণেই প্রকৃতি যেন এক উন্মত্ত জীঘাংসা লইয়া সর্বশক্তিতে তাহাদের উপর ঝাপাইয়া পড়ে। মাটীর দেওয়াল আর খড়ছাওয়া চাল ঘূর্ণিবাত্যার বিরুদ্ধে কতক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারে? চোখের নিমিষে সব ধুলিস্মাৎ হইয়া যায়। উন্মুক্ত আকাশের নীচে ভীত সন্ত্রস্ত শিশু ও দুর্বল নারীর দল শেষ অবলম্বন হিসাবে কেহ বা পিতা পিতৃব্যের পা, কেহ বা মায়ের আচল, কেহ বা স্বামীর বাহু শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতির রুদ্রলীলা তাহাদের সকল চেষ্টা ও সকল আশাকে জলাঞ্জলী দিয়া মায়ের কোল হইতে শিশুকে আর স্বামীর বাহু হইতে প্রিয়তমা স্ত্রীকে ছিনাইয়া লইয়া কোথায় কোন অতল সমুদ্রে যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে তাহার খবর একমাত্র আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেহই জানেনা। এইখানেই শেষ নহে। ঘূর্ণিবাত্যার তাণ্ডব লীলা হইতে যাহারা রক্ষা পাইয়া জীবনে বাঁচিয়া থাকিল তাহারা অচিরেই বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল, ক্রুদ্ধ গর্জন তুলিয়া ১২।১৩ হাত ছোবল তুলিয়া সমুদ্রের জলরাশি তাহাদেরকে গ্রাস করিবার জন্য দ্রুতগতিতে আগাইয়া আসিতেছে। চোখের নিমিষে মায়ার বন্ধন, প্রেমের বাঁধ, সবই কাটিয়া টুটিয়া গেল। স্বামী স্ত্রীর প্রেম, সন্তান সন্ততির মায়া, ভ্রাতা ভগ্নির স্নেহ চিরতরে ছিন্ন হইয়া সমুদ্রের অতলতলে বিলীন হইয়া গেল। দীর্ঘ ৩৬ ঘণ্টা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সহিত মোকাবিলা করিয়া যাহারা আজও বাঁচিয়া আছে তাহারা "العطش" "العطش" "পানি চাই" "পানি চাই" চীৎকার করিয়া গগন ভেদ করিতেছে। তাহাদের পরনে কাপড় নাই, পেটে দেওয়ার মত অন্ন নাই, আর্তনাদে শুষ্ক কণ্ঠ ভিজাইবার মত পানি পর্যন্ত নাই। এর চেয়ে নিদারুণ অবস্থা মানুষের আর কি হইতে পারে?

প্রাদেশিক সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, রেডক্রস সোসাইটী, রেড ক্রিসেণ্ট সোসাইটী, দেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু organisation. মিত্র রাষ্ট্রসমূহ এবং সর্বোপরি দেশের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জনসাধারণ দেশের এই চরম দুর্দিনে দুর্গত মানবতার সেবা ও সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা এই মহতী কাজে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদেরকে আমরা জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ আকস্মিক প্লাবন আসিয়া সব কিছু ধ্বংস করিয়া ফেলিতে না পারে তজ্জন্য পূর্ব-পাক সরকার বিভিন্ন রকমের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। মানুষের সাধ্যমত যতটুকু সম্ভব ইহার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। কিন্তু এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপদাপদ মানুষের উপর আসিয়া এমন নির্মম ভাবে কেন আপতিত হয় তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখা উচিত নয় কি? আজ কেবল পাকিস্তানে নহে, বিশ্বের চতুর্দিক হইতে এই বিপদ সঙ্কেতের পদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। অল্পদিনের মধ্যেই আধুনিক বিশ্বের বহুস্থানে এইরূপ অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল। আগাদীর শহর ভূগর্ভে বিলীন হইয়া গেল; হিমালয় পর্বত আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল; ডিব্রুগড়ের টেংরাইন গ্রাম সমুদ্রের অতল তলে বিলীন হইয়া গেল—এসব হইল মাত্র সেদিনের কথা। ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া দেখিলে এইরূপ ভুরিভুরি ঘটনার নযির পাওয়া যায়। কুরআনের বর্ণিত আদ ও ছামুদ, আসহাবুর রছ ও আসহাবুল আয়কা, কওমে নূহ ও কওমে লূত আজ কোথায়? তাহারা কি ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়নি? কেন হইয়াছিল তাহা কি ভাবিয়া দেখা আমাদের কর্তব্য নয়? কুরআনের বর্ণনানুসারে এইসব ঘটনা প্রবাহের মধ্যে মানুষের জন্য চিন্তার যথেষ্ট খোরাক রহিয়াছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ এই সমস্ত আকস্মিক বিপদাপদের বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করিতে পারেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার বহু উর্দ্ধে। দাম্ভিক মানুষ বারবার জরা ও মৃত্যুর নিকট পরাজয় বরণ করিয়াও মাথা উঁচু করিয়া থাকিতে চায়।

নাস্তিক কার্লমার্কস, লেনীন, বুলগেনীনরা আজ কোথায়? তাহারা স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া, ধর্মকে বস্তাপচা প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, প্রগতিশীল এক নূতন মতবাদের জয় ঢাক পিটাইয়া সমস্যা জর্জ্জরিত দুনয়ার বুকে আর একটা নূতন সমস্যার বোঝা চাপাইয়া দিয়া গিয়াছেন, কোন সমস্যার সমাধান করিয়া যাইতে পারেন নাই।

সে যাহাই হোক, বৈজ্ঞানিকেরা এইসব নৈসর্গিক বালা ও মুছিবতের কারণ যাহাই নির্দেশ করিতে চাহেন করিতে পারেন, আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। তবে কুরআন ও হাদীসে বিশ্বাসী মু'মেনদের জন্য আল্লাহ ও আল্লার রসূল যেসব কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তাহারই কথা বলিব। মানব সমাজের অনাচার ও অবাধ্যতাই এইসব নৈসর্গিক দুর্ঘটনার কারণ বলিয়া হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে। মানুষের অনাচার অত্যাচার, কদাচার ও ব্যাভিচার, দাম্ভিকতা ও অহঙ্কার, তুগ্‌ইয়ান ও খোদাদ্রোহীতা যখন চরম আকার ধারণ করে তখন আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী মানুষের শাস্তি স্বরূপ ভূমিকম্প, প্লাবন, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, অজন্মা, মহামারী, স্থান বিশেষে ধ্বসিয়া পড়া ইত্যাদি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

আজ পৃথিবীর মানুষ আল্লাহ পাকের বিধানের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে, ন্যায়নীতি ও বিশুদ্ধ জীবন যাপনের নিয়মকানুনকে যেরূপভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে তাহাতে তাহাদের উপর কঠিন বিপদ নামিয়া আসাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। দুনিয়ার ভোগবিলাসে গা ভাসাইয়া দিয়া, কুরআন ও সুন্নাহকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করিয়া মানুষ যেমন দাম্ভিক সাজিয়াছে তদ্দৃষ্টে মনে হয় যে, সর্বগ্রাসী বিপদ যে এখনও আসে নাই ইহা একমাত্র আল্লাহতাআলার করুণা ছাড়া আর কিছুই নহে।

অতএব বিশ্বাসী সমাজের উচিত আল্লাহর নিকট তওবা ও অনুশোচন করিয়া নিজেদের কৃতকর্মের মাগফিরাত কামনা করা।

উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা

বিলাতের "ডেলী এক্সপ্রেস" পত্রিকায় সম্প্রতি একটি উদ্ভট সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সংবাদটী উদ্ভট হইলেও এইদেশে পার্লামেন্টারী শাসনের যুগে উক্ত গুজব জনসাধারণের মাঝে একাধিকবার ধ্বনিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। পরে অনুসন্ধান করিয়া উহার সত্যতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

সংবাদটীর সারমর্ম হইল এইযে, সমগ্র পূর্বপাকিস্তানের বিনিময়ে অখণ্ড কাশ্মীর পাকিস্তানের হাতে তুলিয়া দেওয়ার একটী গোপন প্রস্তাব নাকি কোন গোপন কৌটায় সুরক্ষিত রহিয়াছে। পাক ভারতের তিক্ততা বিদূরিত করার জন্যই নাকি এই প্রস্তাবের অবতারণা। সংবাদদাতা বলেন, এই প্রস্তাব এখনও যবনিকার অন্তরালে রহিয়াছে, তবে আগামী মার্চমাসে আইয়ুব-নেহরু পুনরায় নয়াদিল্লীতে মিলিত হইলে তাঁহাদের আলোচনা বৈঠকে এই সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে খোলাখুলী ভাবে আলোচনা হইবে।

এই সংবাদের উৎসমূল কি এবং কোথায়! তাহা জানিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। তবে সংবাদটীর আগাগোড়া তলাইয়া দেখিলে ইহাকে 'গাঁজাখোরের উক্তি" ছাড়া আর অন্য কিছু বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে "ডেলী এক্সপ্রেসের" মত একটী নামজাদা ও দায়ীত্ব সম্পন্ন পত্রিকা এমন সূত্রহীন ও উদ্ভট সংবাদ প্রচার করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিবেন, তাহাও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই সংবাদ প্রচারিত হইল কি করিয়া?

একটু ধীর স্থির ভাবে সংবাদটীর আগাগোড়া পড়িয়া দেখিলে দেখা যাইবে—উহা পরিবেশিত হইয়াছে ভারতের রাজধানী দিল্লী হইতে। সুতরাং সেকিউলার ভারত ভূমিতেই যে সংবাদটী মেনুফ্যাকচারড্ হইয়াছে তাহা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। 'একে ত' পাকিস্তানের তুলনায় ভারতে গাঁজার চাষ আবাদ হয় বেশী তারপর আবার ওরা আমাদের তুলনায় শিল্পকলায়ও অধিক উন্নত। তাই এত দিনে তাঁহারা নিশ্চয় কোন গাঁজা মেনুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরী খুলিয়া থাকিবেন এবং এই ফ্যাক্টরী হইতেই মাঝে মাঝে কিছু কিছু "গুলিখোরী বুলি" রপ্তানী করা হয় দেশ বিদেশে। সে যাহাহউক, মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনে উক্ত ফ্যাক্টরীটীর যে উস্তাদী রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

মহাসভা পন্থীরা "অখণ্ড ভারতের" স্বপ্ন বিলাসে আজও বিভোর হইয়া রহিয়াছে। এখন আবার নূতন করিয়া আর একদল সাজিয়াছে যাহারা কাশ্মীরের বিনিময়ে পূর্বপাকিস্তান লাভ করার সুখ স্বপ্ন দেখিতেছে। আমরা তাহাদেরকে এই বলিয়া হুশিয়ার করিয়া দিতে চাই যে, সে দিন খুব বেশী দূরে নয় যখন পাকিস্তানীদের পদাঘাতে তাহাদের এ সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

মুসলিম সংহতির আহ্বান

সউদী আরবের রাজধানী রিয়াযের এক ছাত্র ও জনসমাবেশে বক্তৃতা করিতে যাইয়া সেদিন পাক-প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইয়ুব খাঁ বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন—"ইস্‌লাম একটা বিরাট সম্ভাবনাময় ঐক্য শক্তির প্রতীক"। পাক-প্রেসিডেন্টের এই বাক্যটী অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং মাত্র এই একটী বাক্যের দ্বারা পাক-প্রেসিডেন্ট ইতিহাসের একটা বিরাট অধ্যায় আলোচনা করিয়াছেন।

আরবের বুকে ইস্‌লাম আবির্ভূত হইয়াছিল বিপ্লবী রূপ ধারণ করিয়া। মানুষে মানুষে হিংসা, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ইস্‌লাম প্রবর্তন করিয়াছিল এক নূতন ও অখণ্ড সমাজ ব্যবস্থা। আর এই সমাজ ব্যবস্থাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল বিশ্বের বুকে এক অখণ্ড মুস্‌লিম জাতি। তারা তদানীন্তন বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বটে কিন্তু তারা ছিল এক অবিভাজ্য অখণ্ড শক্তির অধিকারী। স্পেন, মরক্কো আলজিরীয়া, মিসর, হেজায, ইয়ামন, ইরান, তুরান ও ভারতে তাহাদের বিভিন্ন রঙ্গের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইলেও বাগদাদই ছিল তাহাদের মহা-শক্তি কেন্দ্র স্থল। সকল দেশের সকল মুসলমানই মনে করিত তাহারা একই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা মাত্র। তাহারা আরও মনে করিত, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও আরব সাগরের পানিতে যেমন কোন পার্থক্য নাই আরবী ও আজমী, ইরানী ও তুরানীতেও তেমন কোন পার্থক্য নাই। তাহারা সকলেই এক। যে শক্তিবলে মুসলমানেরা একদিন বিশ্বের শিক্ষাগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল

www.ahlehadeethbd.org

সেই লুপ্ত শক্তিকে আবার উদ্ধার করিতে হইবে, আবার সেই লুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে—ইহাই ছিল পাক-প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার মর্মকথা।

মুস্‌লিম জাহানের সীমানা আজ বহু বিস্তৃত। কিন্তু চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেকার মুসলমানদের ন্যায় তাহাদের সেই বিপ্লবী শক্তি আজ কোথায়? তাহাদের সেই কুওওয়াতে ঈমানী ও ইসলামী নীতির মর্যাদাবোধ কোথায়? আজ মুস্‌লিম দেশগুলির মধ্যে পরস্পর প্রেম, প্রীতি ও সখ্যতা বিদ্যমান আছে কি? সত্যি কথা বলিতে কি, আজ মুস্‌লিম জাহানের মধ্যে সংহতির অভাব অত্যন্ত প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অন্তর্বিবাদ লাগিয়াই আছে। জর্দানের সহিত সম্মিলিত আরব সাধারণতন্ত্রের, পাকিস্তানের সহিত আফগানিস্তানের, ইরাকের সহিত জর্দান ও নাসের সরকারের যে সম্পর্ক তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে বলিয়া আমরা মনে করিনা। তাহাদের পরস্পরের প্রতি কাদা ছিটার ফলে মুস্‌লিম জাহান আজ বিশ্বের দরবারে হালকা হইয়া যাইতেছে। ইস্‌লাম জগতের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতঃ মুস্‌লিম জাতিকে বিশ্বের দরবারে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এই রাষ্ট্রগুলির বিরোধের প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করিয়া বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করিতে হইবে। একমাত্র এই পথ অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের পুরাতন জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ফিরাইয়া পাইতে পারি—অন্য পথে নহে।

সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে আজ অখণ্ড আরব একাধিক ক্ষুদ্র ও দুর্বল সুলতানের রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। দুর্বল আরবলীগ তাহাদেরকে ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেনাই এবং ধর্মকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র রাজনৈতিক ভিত্তির উপরে ভবিষ্যতে যেসব রক্ষা জোটের সৌধ নির্মিত হইবে তাহাও যে এমনি ভাবেই ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া যাইবে, তাহা একপ্রকার জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। কারণ দুর্বল ও কচি শাখার উপরে যে নীড় রচিত হয় তাহা কোন দিনই দীর্ঘস্থায়ী হয়না।

মুস্‌লিম জাহানের ঐক্য সূত্র হইতেছে ইসলাম। তাই ইসলামকে ভিত্তি করিয়াই আমাদেরকে জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইসলামকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যক্তিগত জীবনেই হউক, জাতীয় জীবনেই হউক আর রাজনৈতিক জীবনেই হউক—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে আমাদের দিকদিশারী রূপে গ্রহণ করিতে হইবে ইসলামকে Individual affair বা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া সমাজনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া সমাজনীতি রাজনীতির ফর্মুলা তৈয়ার করিলে তাহা কোন দিনই মুসলিম জাহানের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করিতে সক্ষম হইবেনা আর সাময়িকভাবে সক্ষম হইলেও সে ঐক্য স্থায়ী হইবেনা। কিছুক্ষণের জন্য একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আমাদের এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে কাহারও অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে করিনা। আজ পাকিস্তানী ও আরবী মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র ধর্ম ছাড়া অন্য কোন কিছুর মিল পরিলক্ষিত হয় কি? দুই জনের ভাষা, আচার ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া, রীতিনীতি, ভৌগলিক অবস্থান—এসবই [illegible] পৃথক পৃথক, মিলন শুধু একই ক্ষেত্রে আর তাহা হইল এই যে, উভয়ের ধর্ম এক। অতএব [illegible] factor [illegible] দুয়ের মিলন সেতুকেই বাদ দিয়া যদি কেহ তাহাদের মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করে তবে সে চেষ্টা বৃথা চেষ্টাই হইবে। সে চেষ্টার দ্বারা সত্যিকারের মিলন সম্ভব নহে।

মুস্‌লিম জাহানের রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজন আজ সর্বাধিক জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। অতএব ইহার যে কোন চেষ্টাকেই আমরা আন্তরিক মোবারকবাদ জানাইব। তবে আমাদের কথা হইতেছে এই যে, ধর্মের ভিত্তিতেই এই ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। কারণ ধর্মের ভিত্তিতে যে ঐক্য গড়িয়া উঠে তাহা রাজনৈতিক ঐক্যকে আরও সহজ, সরল ও স্থায়ী করিয়া তোলে। তাই রিয়াযের ছাত্র ও জনসভায় পাক প্রেসিডেন্ট ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার প্রতি মুসলিম জাহানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অত্যন্ত সময়োচিত কাজ করিয়াছেন। মুসলিম জাহানকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিতে হইলে এই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে—অন্য পথে নহে।

www.ahlehadeethbd.org